ষোড়শ অধ্যায়

ষোড়শ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ঠাকুর শ্রীহরিদাসের মহিমা-বর্ণন-প্রসঙ্গে নবদ্বীপের তাৎকালিক পরমার্থশূন্য অবস্থা, অদ্বৈতাচার্য-সহ হরিদাসের মিলন, হরিদাসের বিরুদ্ধে কাজীর অভিযোগ, বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত প্রভৃতি নির্যাতন, হরিদাসের ঐশ্বর্য-দর্শনে যবনাধিপতির বিস্ময় ও অবাধে তাঁহার কৃষ্ণ-কীর্তনে আজ্ঞা-প্রদান, ফুলিয়ায় গুহা-মধ্যে হরিদাসের তিনলক্ষ নাম-গ্রহণ-চেষ্টা, গুহাস্থিত মহানাগের বৃত্তান্ত, ঢঙ্গবিপ্রের অনুকরণচেষ্টা, হরিনদী-গ্রামবাসী উচ্চকীর্তন-বিরোধী বৈষ্ণবাপরাধী ব্রাহ্মণব্রুবের দুর্গতি প্রভৃতি বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহস্থ ও অধ্যাপক-লীলাভিনয়কালে সমস্ত দেশ পরমার্থশূন্য ছিল। তুচ্ছ ব্যবহার-রসেই সকলের রুচি পরিলক্ষিত হইত। যাঁহারা গীতা-ভাগবতাদি-গ্রন্থের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করিতেন, তাঁহাদেরও সর্বশাস্ত্র-তাৎপর্য বিদ্যাবধূ-জীবন কৃষ্ণ-সঙ্কীর্তনের প্রতি আদর ছিল না। অতি অল্পসংখ্যক শুদ্ধভক্ত নিজেরা মিলিত হইয়া নির্জনে পরস্পর কৃষ্ণকীর্তন করিতেন বলিয়া তাঁহারা সকলের উপহাস, গঞ্জনা ও নির্যাতনের পাত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভক্তগণ তাঁহাদের মনোদুঃখ ব্যক্ত করিবার মত কোন মানুষ দেখিতে পাইতেন না। এমন সময়ে, নদীয়ায় ঠাকুর হরিদাসের আগমন হইল।

হরিদাস বূঢ়ন-গ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; তাঁহার কৃপায় সেই সকল স্থানে কীর্তন-প্রচার হইয়াছিল। তিনি গঙ্গাতীরে বাস করিবার ছলে প্রথমে ফুলিযায়, তৎপরে শান্তিপুরে আগমন করিয়া অদ্বৈতাচার্যের সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণ-সঙ্কীর্তনে মত্ত হইলেন। হরিদাস কৃষ্ণনাম-প্রেমে উন্মত্ত ও কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরক্তের অগ্রগণ্য ছিলেন। ফুলিযার ব্রাহ্মণ-সমাজ হরিদাসের শুদ্ধসাত্ত্বিক বিকারসমূহ দর্শন করিয়া তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। এমন সময়, হরিদাসের বিরুদ্ধে যবন মুলুকপতির নিকট মহাপাপী কাজী অভিযোগ আনয়ন করিয়া বলিলেন যে, হরিদাস যবনকুলে আবির্ভূত হইয়াও হিন্দুর দেবতার নামের আচার-প্রচার করিতেছেন।

হরিদাসকে মুলুকপতির নিকট লইয়া যাইবার জন্য লোক আসিলে হরিদাস ঠাকুর নির্ভয়ে যবনাধিপতির নিকটে গমন করিলেন। তথায় হরিদাসের দর্শন-ফলে আপনাদের কারাক্লেশ-যন্ত্রণা দূরীভূত হইবে,---ইহা বিচার করিয়া কারাগারস্থিত বন্দিগণ কারারক্ষকগণকে অতিশয় অনুনয়-বিনয়পূর্বক ঠাকুরের দর্শনাভিলাষ জানাইলেন। শ্রীহরিদাস ---বন্দিগণের সেইরূপ বিষয় নির্মুক্ত অবস্থাই যে হরিভজনের অনুকূল, তাহা জানাইয়া তাঁহাদিগকে সর্বস্থানে সর্বাবস্থায় আত্মার স্বাধীনতারূপ কৃষ্ণদাস্যের কর্তব্যতা বিষয়ে উপদেশ করিলেন।

মুসলমান অধিপতি হরিদাসের হিন্দুধর্ম-গ্রহণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর বলিলেন যে, সকলেরই ঈশ্বর ---এক অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব; তিনি জীব-হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া প্রযোজক-কর্তৃরূপে যাহাকে যেরূপ-কার্যে প্রবর্তন করেন, প্রযোজ্য-কর্তৃরূপে জীব তাহাই করিয়া থাকে। মহা-পাপিষ্ঠ কাজীর অনুরোধানুসারে যবনাধিপতি কঠিন শাস্তির ভয়-প্রদর্শন দ্বারা হরিদাসকে স্বধর্ম গ্রহণ করিতে বলায়, হরিদাস বলিলেন যে, তাঁহার দেহ খণ্ড-বিখণ্ডিত হইলেও ---প্রাণ গত হইলেও, তিনি হরিনামকীর্তনরূপ স্বধর্ম অর্থাৎ জীবমাত্রের আত্মার ধর্ম কখনই কোন অবস্থায়ই পরিত্যাগ করিবেন না। কাজীর আদেশানুসারে হরিদাসকে বাইশবাজারে দুষ্টগণ অতি নিষ্ঠুরভাবে বেত্রাঘাত করিলেও

হরিদাসের শ্রীঅঙ্গে কোনপ্রকার দুঃখের চিহ্ন প্রকাশিত বা প্রাণবিয়োগ না হওয়ায় পাপী যবনানুচরগণ বিস্মিত হইল। নামানন্দে অনুক্ষণ মগ্ন হরিদাসের প্রহ্লাদের ন্যায় এতাদৃশ প্রহারেও কোন দুঃখ হইল না, বরং হরিদাস প্রহারকারিগণের দুর্দৈবফলে বৈষ্ণবদ্রোহজনিত ভীষণ-অপরাধের আশঙ্কায় দুঃখিত হইয়া উহাদের অপরাধ ক্ষমার নিমিত্ত ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছিলেন।

হরিদাসকে বিনাশ করিতে অসমর্থ হওয়ায় সেই পাপী অনুচরগণ যবনাধিপতির নিকট হইতে কঠোর শাস্তি পাইবে,---ইহা শুনিয়া হরিদাস ধ্যানানন্দাবেশে নিজেকে মৃতবৎ প্রদর্শন করিলেন। হরিদাসকে কব্বর দিলে পাছে তাঁহার সদ্‌গতি হয়, এই বিবেচনা করিয়া হরিদাসের অসদ্‌গতির জন্য কাজী শ্রীহরিদাসকে গঙ্গামধ্যে নিক্ষেপ করিবার আদেশ দিলেন। তখন হরিদাসের দেহে বিশ্বম্ভরের অধিষ্ঠান হওয়ায় সকলে মিলিয়া চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে একচুলও নড়াইতে পারিল না। হরিদাস গঙ্গামধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া ভাসিতে ভাসিতে তীর-সমীপে আসিলেন এবং বাহ্য দশা লাভ করিয়া ফুলিয়াগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম করিতে থাকিলেন। যবনগণ হরিদাসের এইরূপ ঐশ্বর্য দর্শন করিয়া হরিদাসকে মহা-পীরজ্ঞানে নমস্কারাদি করিতে লাগিল, এমন কি, মুলুকপতি জোড়হস্তে হরিদাসের মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া স্বকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং স্বীয় অধিকৃত রাজ্যের মধ্যে যথেচ্ছভাবে ভগবন্নাম কীর্তনপূর্বক বিচরণ করিতে অনুমতি দিলেন।

ফুলিয়ার ব্রাহ্মণগণ হরিদাসকে পুনরায় দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। হরিদাস দৈন্যভরে বলিলেন যে, বিষ্ণুনিন্দা-শ্রবণরূপ মহাপরাধ সত্ত্বেও সৌভাগ্যবশতঃই তাঁহার এইরূপ অল্প শাস্তি হইয়াছে। হরিদাস গঙ্গা-তীরে গুহা মধ্যে প্রত্যহ তিনলক্ষ নাম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সেই গুহা মধ্যে এক ভীষণ বিষধর মহানাগ অবস্থান করিত, তাহার তীব্র বিষের জ্বালায় কেহই তথায় বেশীক্ষণ থাকিতে পারিত না; সকলেই ঐ তীব্র বিষের জ্বালা অনুভব করিত। সর্পবৈদ্যগণ গুহা মধ্যে নাগের অবস্থান জানিতে পারিয়া হরিদাসকে সেইস্থান পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। সকলের অনুরোধ শুনিয়া হরিদাস পরদিবস ঐ গুহা ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইলে সর্প সন্ধ্যার প্রারম্ভে গর্ত হইতে নির্গত হইয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

আর একদিন কোন এক বড়লোকের বাড়ীতে এক ডঙ্ক কালিয়াদহে কৃষ্ণের লীলা-মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছিলেন। হরিদাস কৃষ্ণের মহিমা শ্রবণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার অপ্রাকৃত-শরীরে শুদ্ধসাত্ত্বিক বিকারসমূহ প্রকাশিত হইল, সকলে হরিদাসের চরণ-ধূলি গ্রহণ করিয়া সর্বাঙ্গে লেপন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া এক কপট বিপ্রাধম হরিদাস হইতেও অধিকতর প্রতিষ্ঠা-লাভের আশায় হরিদাসের অনুকরণে কৃত্রিম ভাবসমূহ দেখাইতে লাগিলেন। ডঙ্ক সেই ঢঙ্গবিপ্রের কৃত্রিমতা জানিতে পারিয়া তাহাকে বেত্রাঘাতে জর্জরিত করিলে বিপ্র বাধ্য হইয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিল। ডঙ্ক সকলকে হরিদাসের অকৃত্রিমতা ও ঢঙ্গবিপ্রের কৃত্রিমতা বুঝাইয়া দিলেন।

তৎকালে পাষণ্ডিগণ সকলেই উচ্চকীর্তনের বিরোধী ছিল এবং ঐরূপ উচ্চহরিকীর্তন ফলে তাহাদের শান্তিভঙ্গ ও দুর্ভিক্ষের আগমন প্রভৃতির কথা পরস্পর বিচার করিত। হরিনদী গ্রামের এক ব্রাহ্মণব্রুব হরিদাসকে উচ্চহরিকীর্তনের বিরুদ্ধে তাহার মনঃকল্পিত বিচার বলিলে হরিদাস শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা উচ্চকীর্তনের শ্রেষ্ঠত্ব ও জগদনর্থনাশকত্ব স্থাপন করিলেন। ঐ পাষণ্ডী ব্রাহ্মণব্রুব হরিদাসের শাস্ত্রসঙ্গত বাক্যে অবিশ্বাস এবং হরিদাসের প্রতি জাতিবুদ্ধি করিয়া হরিদাসকে নাক-কান কাটিয়া এ বিষয়ের সত্যতা প্রমাণিত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবার প্রস্তাব করিলে কিছুদিনের মধ্যেই সেই বিপ্রাধমের বসন্ত-রোগে নাক কান খসিয়া পড়িল। হরিদাস শ্রীঅদ্বৈতাদি শুদ্ধভক্তগণের সঙ্গ-লালসায় নবদ্বীপে গমন করিলেন। (গৌঃ ভাঃ)

গৌর-নারায়ণের জয়—

জয় জয় দীনবন্ধু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় জয় লক্ষ্মীকান্ত সবার ঈশ্বর।।১।।

ভক্তপালক ত্রিকালসত্য কীর্তনবিগ্রহ গৌরের জয়—

জয় জয় ভক্তরক্ষা-হেতু অবতার।
জয় সর্বকাল-সত্য কীর্তন-বিহার।।২।।

সপরিকর গৌরলীলা-শ্রবণে কৃষ্ণভক্তির উদয়—

ভক্ত-গোষ্ঠী-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয়।।৩।।

আদিখণ্ডে গৌরের প্রচ্ছন্ন বিহার—

আদিখণ্ড-কথা অতি অমৃতের ধার।
যহিঁ গৌরাঙ্গের সর্বমোহন বিহার।।৪।।

বৈধ গৃহস্থগণের আদর্শরূপে গৌর-নারায়ণের নবদ্বীপে বিদ্যাবিলাসাধ্যাপন-লীলা—

হেনমতে বৈকুণ্ঠ-নায়ক নবদ্বীপে।
গৃহস্থ হইয়া পড়ায়েন দ্বিজরূপে।।৫।।

স্বেচ্ছাময় ভগবানের তখনও নিজগুপ্তবিত্ত হরিনাম-প্রেম-বিতরণরূপ স্বীয় অবতার-হেতু-সঙ্গোপন—

প্রেমভক্তিপ্রকাশ-নিমিত্ত অবতার।
তাহা কিছু না করেন, ইচ্ছা সে তাঁহার।।৬।।

তৎকালীন জগতের দুর্দশা-বর্ণন—

অতি পরমার্থশূন্য সকল সংসার।
তুচ্ছরস-বিষয়ে সে আদর সবার।।৭।।

অজ্ঞরূঢ়ি গৌণী বৃত্তির আশ্রয়ে গীতা-ভাগবতের ভারবাহী পাঠকগণের গ্রন্থস্বারস্য কৃষ্ণকীর্তনের আচারপ্রচার-ত্যাগ—

গীতা ভাগবত বা পড়ায় যে-যে-জন।
তা'রাও না বলে, না বলায় কৃষ্ণসংকীর্তন।।৮।।

চতুর্দিকে দুঃসঙ্গ-দর্শনে ভক্তগণের একাকী নির্জনে নিঃসঙ্গে কৃষ্ণসংকীর্তন—

হাতে তালি দিয়া সে সকল ভক্তগণ।
আপনা-আপনি মেলি' করেন কীর্তন।।৯।।

নিরীহ ভক্তগণের নির্জনে নামকীর্তনেও পাষণ্ডিগণের শব্দ-সামান্য বুদ্ধিতে নামের প্রতি উচ্চ বিদ্রূপোক্তি ও উচ্চকীর্তন-কারণ-জিজ্ঞাসা—

তাহাতেও উপহাস করয়ে সবারে।
"ইহারা কি কার্যে ডাক্ ছাড়ে উচ্চস্বরে।।১০।।

নিজেদের মায়াবাদ-মূলক ধারণার আস্ফালন—

আমি—ব্রহ্ম, আমাতেই বৈসে নিরঞ্জন।
দাস-প্রভু-ভেদ বা করয়ে কি কারণ?"১১।।

কৃষ্ণব্রতগণের প্রতি 'আত্মবন্মন্যতে জগৎ'-নীতির অনুসরণে জিহ্বোদরোপস্থ-লম্পট গৃহব্রতগণের বিদ্রূপোক্তি—

সংসারী-সকল বলে,—"মাগিয়া খাইতে।
ডাকিয়া বলয়ে 'হরি' লোক জানাইতে।।"১২।।

নিরীহ কৃষ্ণব্রত বৈষ্ণবগণের বিরুদ্ধে দ্রোহার্থ গৃহব্রত পাষণ্ডিগণের ষড়যন্ত্র—

"এ-গুলার ঘর-দ্বার ফেলাই ভাঙ্গিয়া।"
এই যুক্তি করে সব-নদীয়া মিলিয়া।।১৩।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

সর্বমোহন-বিহার,—দর্শক ও শ্রোতা,—সকল জীবকেই গৌরসুন্দরের বাল্য ও কৈশোর-লীলা মোহিত করে। গৌর-নাগরীদলে গৌরসুন্দরের প্রতি যে-প্রকার পরকীয়-বিচার কল্পিত হয়, তাহা 'সর্বমোহন'-শব্দে উদ্দিষ্ট হয় নাই।।৪।।

যদিও গৌরসুন্দর কৃষ্ণপ্রেমভক্তি প্রকাশ করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তথাপি প্রথম-লীলায় প্রেমভক্তি প্রকাশ করেন নাই, উহা তাঁহার স্বতন্ত্র ইচ্ছারই পরিচায়ক। তিনি স্বতন্ত্র নিরঙ্কুশ ইচ্ছাময়, সুতরাং তাঁহার যাহা ইচ্ছা, নিষ্কপট আনুগত্যধর্মের উদয়ে জীব তাহা বুঝিতে পারিলেই নিত্যবশ্য জীবের তাঁহার উপর অবৈধভাবে প্রভুত্ব করিবার আর দুর্মতি হয় না।।৬।।

পাষণ্ডিগণের দৌরাত্ম্য-সঙ্কল্প-শ্রবণে ভক্তগণের স্বীয় দুঃখভার-লাঘবার্থ সম্ভাষণীয় বা সহানুভূতিপূর্ণ যোগ্য-লোকাভাব—

শুনিয়া পায়েন দুঃখ সর্ব-ভক্তগণে।
সম্ভাষা করেন, হেন না পায়েন জনে।।১৪।।

তাৎকালীন হরিভক্তিশূন্য মৎসর জগদ্দর্শনে ভক্তগণের কৃষ্ণসমীপে দুঃখ-নিবেদন—

শূন্য দেখি' ভক্তগণ সকল-সংসার।
'হা কৃষ্ণ' বলিয়া দুঃখ ভাবেন অপার।।১৫।।

গৌরসুন্দরের প্রকটকালে সংসারের যাবতীয় জীবগণ তুচ্ছ জড়বিষয়রসে অতীব উন্মত্ত ছিল। পরমার্থই যে জীবের একমাত্র প্রয়োজন, তাহা বুঝিবার প্রতিকূলে নিজ নিজ ভোগ্যবিষয়ের সমাদর করিতে গিয়া তাহারা কৃষ্ণসেবা-বিমুখ ছিল। ধর্ম, অর্থ ও কামকে বহুমানন করিয়া ভোগি-সম্প্রদায় এবং সংসার হইতে মুক্তিলাভের ইচ্ছা করিয়া ত্যাগি-সম্প্রদায় প্রকৃতপ্রস্তাবে সম্পূর্ণ কৃষ্ণসেবা-রহিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের হৃদয়ে কোন-সময়েই কিছুমাত্র কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি লক্ষিত হইত না। পরবর্তী ৩০৮ সংখ্যার তথ্য দ্রষ্টব্য।।৭।।

যদিও কেহ কেহ ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের অধ্যাপনা করিবার একটা চেষ্টা দেখাইতেন, তথাপি তাঁহারা ঐ সকল ভক্তিগ্রন্থের পঠন-সত্ত্বেও কৃষ্ণসঙ্কীর্তনই যে ভক্তিশাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য, নিজেরাও তাহা জানিতেন না বা তাহা উচ্চারণ করিতেন না এবং অপর কাহারও কৃষ্ণসঙ্কীর্তনোচ্চারণে প্রবর্তিত করিতেন না।।৮।।

ডাক,—প্রাদেশিক ভাষা, মুখের উচ্চরব, ধ্বনি, 'হাঁক', চিৎকার, আহ্বান, উচ্চারণ বা সম্বোধন।

ছাড়ে,—[সংস্কৃত সৃ-ধাতু + ণিচ্—সারি + ঘঞ্—'সার'-শব্দের প্রাদেশিক অপভ্রংশ এবং হিন্দী 'ছোড়্না' হইতে 'ছাড়া'-ধাতু], নিঃসারণ বা বাহির করে অর্থাৎ মুখবিবর হইতে নির্গত করায়।

ডাক্ ছাড়ে,—চিৎকার, 'চেঁচামেচি' বা গণ্ডগোল করে। যে-সকল ভক্ত করতালি-দ্বারা কৃষ্ণকীর্তন করেন, তাঁহাদিগকে কৃষ্ণকীর্তনহীন মায়া-মূঢ় অজ্ঞজনগণ বিদ্রূপ করিতেন, উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণকীর্তনের উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য তাঁহারা আদৌ অবগত ছিলেন না।।১০।।

নিরঞ্জন, অঞ্জন (মায়া বা অবিদ্যাকৃত উপাধি-মালিন্য) যাহার নাই, নিরুপাধি, নির্দোষ, নির্মল, শুদ্ধ। (মুঃ ৩।৩)—'তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।'

দাস-প্রভু-ভেদ—ব্রহ্মের (মায়াধীশ বিভু সম্বিৎ বিষ্ণুর) সহিত মায়াবশ্যতা-যোগ্য অণুসম্বিৎ জীবের নিত্য-প্রভু-দাস-রূপ অপ্রাকৃত সম্বন্ধই সমগ্র শ্রুতিশাস্ত্রের শিরোভাগ উপনিষদৎ বা বেদান্তের সারভূত ব্রহ্মসূত্রের ও তাহার অকৃত্রিমভাষ্য নিগমকল্পতরুর গলিত ফল শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য।

দাস-প্রভু-ভেদ-সম্বন্ধে ক-একটী শ্রুতিপ্রমাণ—(কঠে ১।২।২৩ ও মুণ্ডকে ৩।২।৩—) 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈব আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্'; (কঠে ২।১।১ ও ৪—) 'কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মনমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্' ও 'মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি'; (ঐ ২।২।৩ ও ১২।১৩—) 'মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে', 'তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং (শান্তিঃ শাশ্বতী) নেতরেষাম্'; (ঐ ২।৩।৮ ও ১৭—) 'যজ্জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি' তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতম্।'

(মুণ্ডকে ১।১।৪—'দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ'; (ঐ ১।২।১২ ও ১৩)—'তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ' ও 'তস্মৈ স বিদ্বান্ উপসন্নায়....যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্'; (ঐ ২।১।১০)—'এতদ্যো বেদ নিহিতং গুহায়াং সোঽবিদ্যা গ্রন্থিং বিকিরতীহ সৌম্য; (ঐ ২।২।৭ ও ৯)—'তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতম্ যদ্বিভাতি' ও 'হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্। তচ্ছুভ্র জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ'; (ঐ ৩।১।১—৩, শ্বেঃ উঃ ৪র্থ অঃ ও ঋক্-সং—২য় অং ৩য় অঃ ১৭ বঃ)—'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্যোঽভিচাকশীতি।। সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ।। সদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।।' (ঐ ৩।১।৪, ৫।৮, ৯)—'আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং

শুদ্ধভক্তির মূর্তবিগ্রহরূপে ঠাকুর-হরিদাসের নবদ্বীপে আগমন—

হেন কালে তথায় আইলা হরিদাস।
শুদ্ধবিষ্ণুভক্তি যাঁ'র বিগ্রহে প্রকাশ।।১৬।।

ঠাকুর হরিদাসের বৃত্তান্ত-বর্ণন; নামাচার্যের মাহাত্ম্য-কথা-শ্রবণে কৃষ্ণপ্রাপ্তি বা নামপ্রীতির উদয়—

এবে শুন হরিদাস-ঠাকুরের কথা।
যাহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাইবে সর্বথা।।১৭।।

বরিষ্ঠঃ' 'যঃ পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ' 'জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ' এবং 'এযোঽনুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ'। (ঐ ৩।২।১, ৪ ও ৮)—'উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামাস্তে শুক্রমেতদতিবর্তন্তি ধীরাঃ' 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য.... ঐতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাংস্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম' এবং 'তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।'

(তৈত্তিরীয়ে ২য় বঃ ৪র্থ, ৫ম, ৭ম ও ৮ম অঃ)—'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন। আত্মানন্দময়ঃ। আনন্দ আত্মা ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। যদ্বৈ তৎ-সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। এয হ্যেবানন্দয়তি। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি'; (ঐ ৩য় বঃ ৬ষ্ঠ অঃ)—'আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্ ব্রহ্মেত্যুপাসীত।'

(ছান্দোগ্যে ১ম প্রঃ ১ম খঃ)—'ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত'; (ঐ ৩য় প্রঃ ১৪ খঃ)—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত'; (ঐ ৪র্থ প্রঃ ৯ম খঃ)—'আচার্যাদ্ধ্যেব বিদ্যা বিবিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপয়তীতি'; (ঐ ৬ষ্ঠ প্রঃ—৮ম-১৬ খঃ)—'স আত্মাঽতত্ত্বমসি শ্বেতকেতো হীতি'; (ঐ ৬ষ্ঠ প্রঃ ১৪ খঃ)—'আচার্যবান্ পুরুষো বেদ'; (ঐ ৭ম প্রঃ ২৫ খঃ)—'আত্মৈবেদং সর্বমিতি স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড় ভবতি'; (ঐ ৮ম প্রঃ ৩য় খঃ ও ১২ খঃ)—'অথ য এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি। তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যমিতি'; (ঐ ৮ম প্রঃ ১২ খঃ)—স উত্তমঃ পুরুষঃ স তত্র পর্যেতি যক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ ইতি; 'তং বা এতং দেবা আত্মানমুপাসতে'; (ঐ ৮ম প্রঃ ১৩ অঃ)—'শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে....বিধূয় পাপং ধূত্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামীতি'।

(বৃঃ আঃ ১ম অঃ ৪র্থ ব্রাঃ)—'আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত', (ঐ ২য় অঃ ১ম ব্রাঃ)—'মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠা ইন্দ্রো বৈকুণ্ঠোঽপরাজিতা সেনেতি বা অহমেতমুপাস ইতি'; 'যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্বে প্রাণাঃ সর্বে লোকাঃ সর্বে দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি তস্যোপনিষৎ সত্যস্য সত্যমিতি', (ঐ ৩য় অঃ ৮ম ব্রাঃ)—'য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ', (ঐ ৪র্থ অঃ ৪র্থ ব্রাঃ)—'ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি', 'তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি', (ঐ ৪র্থ অঃ ৫ম ব্রাঃ)—আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ', (ঐ ৫ম অঃ ৫ম ব্রাঃ)—'তে দেবা সত্যমেবোপাসতে তদেতৎ ত্র্যক্ষরং সত্যমিতি'।

(শ্বেঃ উঃ ১ম অঃ)—'ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা লীনা ব্রহ্মণি তৎপরা যোনিমুক্তাঃ', 'তজ্ জ্ঞাত্বা দেব মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ', জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ', 'হরঃ ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ', 'জ্ঞাত্বা দেবং সর্বপাশহানিঃ', 'নাতঃপরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ', 'এবমাত্মাত্মনি গৃহ্যতেঽসৌ সত্যেনৈনং তপসা যোঽনুপশ্যতি', (ঐ ২য় অঃ)—'তদ্বাত্মতত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য দেহী একঃ কৃতার্থো ভবতে বীতশোকঃ', 'যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ। অজং ধ্রুবং সর্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ।।' (ঐ ৩য় অঃ)—'য একো জালবানীশত ঈশনাভিঃ সর্বাল্লোকানীশত ঈশনীভিঃ', 'স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু', 'বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারমীশং তং জ্ঞাত্বামৃতা ভবন্তি', 'তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুদ্মতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়', 'য এতদুবিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপি যন্তি', 'সর্বস্য প্রভুমীশানং সর্বস্য শরণং বৃহৎ তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানশীশম্, (ঐ ৪র্থ অঃ) 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম', 'তমেবং জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশাংশ্ছিনত্তি', (ঐ ৫ষ্ঠ অঃ)—'বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্', 'জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ', 'তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে', 'যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।'

বুঢ়ন-পরগণায় নামাচার্য হরিদাসের আবির্ভাব-ফলে কীর্তনদুর্ভিক্ষ-নাশ—

বুঢ়ন-গ্রামেতে অবতীর্ণ হরিদাস।
সে-ভাগ্যে সে-সব দেশে কীর্তন-প্রকাশ।।১৮।।

কতিপয় বর্ষ পরে গঙ্গাবাসার্থ শান্তিপুরের সমীপবর্তী ফুলিয়া গ্রামে হরিদাসের আগমন—

কতদিন থাকিয়া আইলা গঙ্গাতীরে।
আসিয়া রহিলা ফুলিয়ায় শান্তিপুরে।।১৯।।

ব্রহ্মসূত্রেও---'ভেদব্যপদেশাচ্চ' (১।১।১৭), 'ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ' (১।১।২১), 'ন বক্তুরাত্মোপদেশাদিতি চেদধ্যাত্মসম্বন্ধভূমাহ্যস্মিন্' (১।১।২৯), 'সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেন্ন বৈশেষ্যাৎ' (১।২।৮), 'গুহাং প্রবিষ্টৌ আত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ' (১।২।১১), 'অনবস্থিতেরসম্ভবাচ্চ নেতরাঃ' (১।২।১৭), 'শারীরশ্চোভয়েঽপি হি ভেদেনৈনমীয়তে' (১।২।২২), 'অতএব ন দেবতা ভূতঞ্চ' (১:।২।২), 'ভেদব্যপদেশাৎ' (১।৩।৫), 'স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ' (১।৩।৭), 'অন্য ভাব-ব্যবৃত্তেশ্চ' (১।৩।১২), 'ইতরপরামর্শাৎ স ইতি চেন্নাসম্ভবাৎ' (১।৩।১৮), 'অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ' (১।৩।২০), 'সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন' (১।৩।৪২), 'অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ' (২।১।২৩), 'উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্' (২।৩।২০), 'পৃথগুপদেশাৎ' (২।৩।২৮), 'তদ্গুণসারত্বাৎ তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ' (২।৫।২৯), 'অংশো নানাব্যপদেশাৎ' (২।৩।৪৩), 'আভাস এব চ' (২।৩।৫০) প্রভৃতি অসংখ্য শ্রুতি ও সূত্রে জীব ও বিষ্ণুর মধ্যে দাস-প্রভু-সম্বন্ধ কথিত হইয়াছে।,

তৎকালীন কৃষ্ণকীর্তনের উপহাসকারী বৈষ্ণববিদ্বেষী পণ্ডিতাভিমানিগণ বলিতেন,---জীবই ব্রহ্ম, অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত জীবের কোন ভেদ নাই; অতএব ভগবান্ বিষ্ণুই যে প্রভু এবং জীবমাত্রেই যে তাঁহার নিত্যদাস বৈষ্ণব,---এইরূপ বিচার বৈষ্ণবগণ কেন যে করেন, তাহার কোন কারণ নাই; যেহেতু আধ্যক্ষিক বিচার বা দর্শন-নিবন্ধন তাহারা মনে করিত যে, বিষ্ণুর সহিত জীবের তাদৃশ প্রভু-দাস-সম্বন্ধ হেয়, সগুণ ও অনিত্য।।১১।।

সংসারীসকল,---জিহ্বোদরোপস্থ-লম্পট তুচ্ছ জড়প্রতিষ্ঠা-লোলুপ আর্থিক-সুখভোগৈক-কাম-তৎপর কৃষ্ণভজন-বিমুখ দেহসর্বস্ব বিষয়াসক্ত লোকগুলি, নিজেদের ইন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছাময় আধ্যক্ষিক অক্ষজদর্শনরূপ রঙিন চশ্‌মার মধ্য দিয়া দেখিয়া কৃষ্ণকীর্তনকারিগণের সম্বন্ধে বলিত যে, ভক্তগণ তাহাদেরই ন্যায় সংসারে উদর ভরণ ও জড়প্রতিষ্ঠা লাভ-কামনায় বাস করিয়া বাহিরে লোকের নিকট চিৎকার করিয়া হরিনাম করে।।১২।।

ফেলাই,---[কাহারও মতে, সংস্কৃত ক্ষেপ্-ধাতু হইতে হিন্দী ফেকনা ধাতু, তাহা হইতে বাঙ্গালা-ভাষায় ফেলা-ধাতু; কাহারও মতে, (গতি-বোধক, ত্যাগার্থক) সংস্কৃত ফেল্-ধাতু হইতে ফেলা-ধাতু; এবং কাহারও মতে, সংস্কৃত প্রেরণ-শব্দ হইতেই অপভ্রংশ পেরণ, পেলন বা পেল্হন্ এবং তাহা হইতে বাঙ্গালা-ভাষায় ফেলান শব্দ], এস্থলে কার্যসমাপ্তি বোধক অর্থেই প্রযুক্ত; 'দেই', ---শেষ, সমাপ্ত বা 'সাবাড়' করি।

'যাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্তন করিবেন, তাঁহাদের গৃহদ্বার চুরমার (চূর্ণবিচূর্ণ) করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া উৎপাটন করিবার পর তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত',---হরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী মাৎসর্য-রোগগ্রস্ত পাষণ্ডি-হিন্দুগণ অকৃতদ্রোহী নিরীহ শান্ত বৈষ্ণবগণের বিরুদ্ধে এইরূপ ঈর্ষাপূর্ণ বিচার পোষণ করিত।।১৩।।

ভগবদ্ভক্তগণ অভক্ত বিদ্বেষিগণের পূর্বোক্ত দুরাচার ও পাষণ্ডিতা দেখিয়া উহাদের সহিত যে সৌহার্দ ও সহানুভূতিপূর্ণ বাক্যালাপাদি করিবেন,---এরূপ যোগ্য লোক কাহাকেও দেখিতে পাইতেন না বা মনে করিতেন না।।১৪।।

শূন্য,---কৃষ্ণভক্তিশূন্য। তৎকালে সমগ্র নবদ্বীপে শুদ্ধভক্তির অভাব দেখিয়া শুদ্ধভক্তগণ সংসারগ্রস্ত জীবগণের দুঃখে অতিশয় দুঃখিত হইয়া তাহাদিগকে অশেষ দুর্দশা হইতে মোচন করিবার জন্য গভীরভাবে চিন্তা করিতেন এবং কৃষ্ণের নিকট সেই দুঃখের কথা নিবেদন করিতেন।।১৫।।

সমগ্র দেশে শুদ্ধভক্তির অভাব-দর্শনে শুদ্ধভক্তগণ দুঃখভরে বিলাপ করিতেছিলেন, এমন সময়, হরিদাস ঠাকুর কৃষ্ণেচ্ছায় শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর বিদ্ধভক্তির প্রচারক ছিলেন না, তিনি অন্যাভিলাষিতাশূন্য নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান-রহিত ও জড়ফলভোগ-কাম-হীন নির্মলা ভক্তির ঐকান্তিক যাজক ছিলেন।।১৬।।

স্বজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ শুদ্ধভক্ত হরিদাসের সঙ্গলাভে অদ্বৈতপ্রভুর অপার আনন্দ—

পাইয়া তাহান সঙ্গ আচার্য্য-গোসাঞি।
হুঙ্কার করেন, আনন্দের অন্ত নাই।।২০।।

ইষ্টদেব অদ্বৈতপ্রভুর সঙ্গলাভে হরিদাসেরও ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে নিমজ্জন—

হরিদাস-ঠাকুরো অদ্বৈতদেব-সঙ্গে।
ভাসেন গোবিন্দরস-সমুদ্র-তরঙ্গে।।২১।।

হরিদাসের ক্রিয়া-মুদ্রা বা লীলা-বর্ণন; সর্বক্ষণ কৃষ্ণেচ্ছা-পর-তন্ত্রতা ও গাঙ্গপ্রান্তে হরিধ্বনিপূর্বক বিচরণ—

নিরবধি হরিদাস গঙ্গা-তীরে-তীরে।
ভ্রমেণ কৌতুকে 'কৃষ্ণ' বলি' উচ্চস্বরে।।২২।।

হরিদাসের গুণ-বর্ণন; জড় ভোগাসক্তিতে চির ঔদাসীন্য ও নিরন্তর কৃষ্ণনামে প্রীতি—

বিষয়-সুখেতে বিরক্তের অগ্রগণ্য।
কৃষ্ণনামে পরিপূর্ণ শ্রীবদন ধন্য।।২৩।।

হরিদাসের লীলা-বর্ণন, অনুক্ষণ পরমোৎসাহ-ভরে নামরস-পান ও অপ্রাকৃত ক্রিয়া-মুদ্রা বা প্রেম-বিকার—

ক্ষণেক গোবিন্দ-নামে নাহিক বিরক্তি।
ভক্তিরসে অনুক্ষণ হয় নানা মূর্তি।।২৪।।
কখনো করেন নৃত্য আপনা-আপনি।
কখনো করেন মত্তসিংহ-প্রায় ধ্বনি।।২৫।।
কখনো বা উচ্চৈঃস্বরে করেন রোদন।
অট্ট-অট্ট মহা-হাস্য হাসেন কখন।।২৬।।
কখনো গর্জ্জেন অতি হুঙ্কার করিয়া।
কখনো মূর্ছিত হই' থাকেন পড়িয়া।।২৭।।
ক্ষণে অলৌকিক শব্দ বলেন ডাকিয়া।
ক্ষণে তাই বাখানেন উত্তম করিয়া।।২৮।।
অশ্রুপাত, রোমহর্ষ, হাস্য, মূর্ছা, ঘর্ম।
কৃষ্ণভক্তি-বিকারের যত আছে মর্ম।।২৯।।

হরিনামকীর্তন-নর্তনারম্ভ-কালে হরিদাসের দেহে প্রেম-বিকার-প্রসূনসমূহের প্রাকট্য—

প্রভু হরিদাস মাত্র নৃত্যে প্রবেশিলে।
সকল আসিয়া তা'ন শ্রীবিগ্রহে মিলে।।৩০।।

অদ্ভুত প্রেমাশ্রুধারা-দর্শনে মহাপাষণ্ডীরও সম্ভ্রম—

হেন সে আনন্দ-ধারা, তিতে সর্ব অঙ্গ।
অতি পাষণ্ডীও দেখি' পায় মহারঙ্গ।।৩১।।

অপূর্ব-প্রেমপুলক-দর্শনে অজ-ভবাদিরও আনন্দ—

কিবা সে অদ্ভুত অঙ্গে শ্রীপুলকাবলি।
ব্রহ্মা-শিবও দেখিয়া হয়েন কুতূহলী।।৩২।।

ফুলিয়া-গ্রামবাসী সজ্জনগণের তদ্দর্শন-লাভে হর্ষাতিশয্য—

ফুলিয়া-গ্রামের যত ব্রাহ্মণসকল।
সবেই তাহানে দেখি' হইলা বিহ্বল।।৩৩।।

তাঁহাতে সকলের শ্রদ্ধোদয়, কিয়দ্দিন তথায় অবস্থান—

সবার তাহানে বড় জন্মিল বিশ্বাস।
ফুলিয়ায় রহিলেন প্রভু-হরিদাস।।৩৪।।

হরিদাসের নিত্যকৃত্য; গঙ্গাস্নানান্তে নিরন্তর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্তনপূর্বক সর্বত্র বিচরণ—

গঙ্গা-স্নান করি' নিরবধি হরিনাম।
উচ্চ করি' লইয়া বুলেন সর্বস্থান।।৩৫।।

হরিদাস ঠাকুর নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ। তিনি যশোহর জেলার বূঢ়নগ্রামে মানবকুলে যবনগৃহে আবির্ভূত হন। তাঁহার অনুগ্রহে যশোহর জেলায় অনেকে সুকৃতি লাভ করিয়া কৃষ্ণকীর্তনে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়াছিলেন।।১৮।।

ফুলিয়া,—শান্তিপুরের নিকটে একটী গণ্ডগ্রাম। ঠাকুর হরিদাস গঙ্গাতীরে ফুলিয়া ও শান্তিপুর,—এই উভয় স্থানেই কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন।।১৯।।

অদ্বৈতপ্রভু ঠাকুর হরিদাসের সঙ্গ লাভ করিয়া পরমানন্দিত হইয়াছিলেন এবং স্বীয় আনন্দোচ্ছ্বাস প্রবলভাবে ব্যক্ত করিতেন।।২০।।

হরিদাসের বিরুদ্ধে নবাবের নিকট কাজীর অভিযোগ—

কাজী গিয়া মুলুকের অধিপতি-স্থানে।
কহিলেক তাহান সকল বিবরণে।।৩৬।।

জড়-দেশকালপাত্রাতীত বিদ্বদনুভবযুক্ত নির্গ্রন্থ ভাগবত-পরমহংস বৈষ্ণবঠাকুরকে জড়-দেশকালপাত্রাধীন-জ্ঞানে জাতি-বুদ্ধি-হেতু তৎকৃত পরমার্থ বৈকুণ্ঠ আত্মধর্মের চিদনুশীলনকে জড়-দেশকাল-পাত্রদূষিত শাসনাধীনে আনয়ন-চেষ্টা—

"যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার।
ভালমতে তারে আনি' করহ বিচার।।"৩৭।।
পাপীর বচন শুনি' সেহ পাপমতি।
ধরি' আনাইল তা'নে অতি শীঘ্রগতি।।৩৮।।

নিখিল-চিদ্বলাকর বলদেবাংশ অকুতোভয় নৃসিংহদেবাভিগুপ্ত হরিদাসের মহাকাল হইতেও ভয়লেশশূন্যতা—

কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাস মহাশয়।
যবনের কি দায়, কালেরো নাহি ভয়।।৩৯।।

অকুতোভয় হরিদাসের নির্ভয়ে নবাব-সমীপে উপস্থিতি—

'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া চলিলা সেইক্ষণে।
মুলুকপতির আগে দিলা দরশনে।।৪০।।

ঠাকুরের শুভাগমন শ্রবণে স্থানীয় সাধুগণের হর্ষ ও বিষাদ—

হরিদাস-ঠাকুরের শুনিঞা গমন।
হরিষে বিষাদ হৈলা যত সুসজ্জন।।৪১।।

হরিদাসের শুভাগমন শ্রবণে উদারহৃদয় বন্দিগণের হর্ষ—

বড় বড় লোক যত আছে বন্দীঘরে।
তা'রা সব হৃষ্ট হৈল শুনিঞা অন্তরে।।৪২।।

হরিদাসকে দিব্যসূরি-জ্ঞানে বন্দিগণের দুঃখ-নাশ ও সুখোদয়-সম্ভাবনা-চিন্তন—

"পরম-বৈষ্ণব হরিদাস মহাশয়।
তা'নে দেখি' বন্দি-দুঃখ হইবেক ক্ষয়।।"৪৩।।

কারা-রক্ষীকে কাকুক্তি-দ্বারা সন্তোষণ ফলে তৎকৃপায় বন্দিগণের অনিমেষ-নেত্রে হরিদাসকে দর্শন—

রক্ষক-লোকেরে সবে সাধন করিয়া।
রহিলেন বন্দিগণ একদৃষ্টি হৈয়া।।৪৪।।

কারা-সমীপে আসিয়া বন্দিগণের প্রতি কৃপা-কটাক্ষ—

হরিদাস-ঠাকুর আইলা সেইস্থানে।
বন্দি-সবে দেখি' কৃপা-দৃষ্টি হৈল মনে।।৪৫।।

হরিদাস-দর্শনে বন্দিগণের দণ্ডবৎ প্রণতি—

হরিদাস-ঠাকুরের চরণ দেখিয়া।
রহিলেন বন্দিগণ প্রণতি করিয়া।।৪৬।।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর সঙ্গপ্রভাবে হরিদাস ঠাকুরও কৃষ্ণভক্তি-রসসিন্ধুর প্রবল প্রবাহে ভাসিতেছিলেন। অনেকে মনে করেন যে, হরিদাস ঠাকুর কেবল নাম-গ্রহণ পন্থায় ব্যস্ত থাকায় গোবিন্দ-রসাস্বাদনে প্রবিষ্ট ছিলেন না। প্রাকৃত-সহজিয়াদিগের এইরূপ বিশ্বাস—নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ; যেহেতু শ্রীনামই চিন্তামণি এবং রসবিগ্রহ কৃষ্ণ। শ্রীনামের উচ্চারণ-প্রভাবেই কৃষ্ণরস আস্বাদিত হয়, অন্য কোন সাধন দ্বারাই কৃষ্ণরস আস্বাদনের সম্ভাবনা হয় না। কৃষ্ণনাম রসজ্ঞ ঠাকুর হরিদাসই রসশাস্ত্রে প্রবেশের প্রধান শিক্ষকবর। প্রাকৃত-সহজিয়া ভাবুক-সম্প্রদায় নামাপরাধ-বশতঃ জড়রসে প্রমত্ত হইয়া অপ্রাকৃত নাম-রসের কোন সন্ধানই পান না।।২১।।

হরিদাস ঠাকুরের অবস্থা,—(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ লঃ ৩।১১)—'ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা। আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচি।। আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্‌-বসতিস্থলে। ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতে ভাবাঙ্কুরে জনে।।" (ভাঃ ১১।২।৪০ শ্লোকে বিদেহরাজ নিমির প্রতি নবযোগেন্দ্রের অন্যতম কবির উক্তি—) "এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়-নাম-কীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ।।" অর্থাৎ প্রেমলক্ষণ-ভক্তিযোগে ভগবৎসেবা ব্রতধারী ভক্ত তাঁহার একান্ত-প্রিয় ভগবানের নামসঙ্কীর্তনে জাতরুচি ও বিগলিত-হৃদয় হইয়া বাহ্য লোকাপেক্ষা না রাখিয়াই কখনও উচ্চস্বরে হাস্য, কখনও রোদন, কখনও কাতর-স্বরে আহ্বান, কখনও গান এবং কখনও বা উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিয়া থাকেন।।২২-৩২।।

হরিদাস ঠাকুরের রূপ-বর্ণন—

আজানুলম্বিত-ভুজ কমল-নয়ন।
সর্ব-মনোহর মুখ-চন্দ্র অনুপম।।৪৭।।

হরিদাসকে প্রণাম-ফলে বন্দিগণের সাত্ত্বিক-বিকার—

ভক্তি করি' সবে করিলেন নমস্কার।
সবার হইল কৃষ্ণভক্তির বিকার।।৪৮।।

বন্দিগণের শ্রদ্ধা-দর্শনে হরিদাসের সদয় হাস্য—

তা'-সবার ভক্তি দেখে প্রভু-হরিদাস।
বন্দি-সব দেখি' তান হৈল কৃপা-হাস।।৪৯।।

বন্দিগণকে তাদৃশ শ্রদ্দধানাবস্থায় নিত্যকাল-যাপনার্থ কৌশলে গূঢ়-আশীর্বাদ—

"থাক থাক, এখন আছহ যেনরূপে।"
গুপ্ত-আশীর্বাদ করি' হাসেন কৌতুকে।।৫০।।

অজ্ঞরূঢ়ি-বৃত্তিতে ভ্রম-বশে অক্ষজজ্ঞানে হরিদাসের গূঢ় মঙ্গলাশীর্বাদকে 'নির্দয়' জ্ঞান-হেতু তাহাদের দুঃখ—

না বুঝিয়া তাহান সে দুর্জ্ঞেয় বচন।
বন্দিসব হৈল কিছু বিষাদিত-মন।।৫১।।

বন্দিগণকে দুঃখিত-দর্শনে কৃপা-বশে ঠাকুরের স্বীয়-গূঢ় মঙ্গলাশীর্বাদ-ব্যাখ্যান—

তবে পাছে কৃপাযুক্ত হই' হরিদাস।
গুপ্ত আশীর্বাদ কহে করিয়া প্রকাশ।।৫২।।

কৃপাপাত্র বন্দিগণকে স্বীয় গূঢ় মঙ্গলাশীর্বাদ মর্মানভিজ্ঞ ও দুঃখিত-দর্শনে মৃদু ভর্ৎসন ও অনুযোগ—

"আমি তোমা'-সবারে যে কৈলুঁ আশীর্বাদ।
তার অর্থ না বুঝিয়া ভাবহ বিষাদ।।"৫৩।।

অমন্দোদয়া-দয়া-সিন্ধু বৈষ্ণব-ঠাকুরের আশীর্বাদ দীন-জীবের অশুভজনক নহে, পরন্তু চরম কল্যাণপ্রদ—

মন্দ আশীর্বাদ আমি কখনো না করি।
মন দিয়া সবে ইহা বুঝহ বিচারি'।।৫৪।।

তাহাদের তৎকালীন কৃষ্ণ-স্মরণাভিনিবিষ্টতা-সংরক্ষণার্থই পূর্বোক্ত তৎকালীন গূঢ়াশীর্বাদ—

এবে কৃষ্ণ প্রতি তোমা'-সবাকার মন।
যেন আছে, এইমত থাকু সর্বক্ষণ।।৫৫।।

তদবধি সকলকে কৃষ্ণনাম-কীর্তন-স্মরণার্থ হরিদাস-প্রভুর আদেশ প্রদান—

এবে নিত্য কৃষ্ণনাম কৃষ্ণের চিন্তন।
সবে মেলি' করিতে থাকহ অনুক্ষণ।।৫৬।।

দেশে শান্তিদর্শনে তদবধি সকলকেই কাকুভরে কৃষ্ণনাম-কীর্তন-স্মরণার্থ আদেশ—

এবে হিংসা নাহি, নাহি প্রজার পীড়ন।
'কৃষ্ণ' বলি' কাকুবাদে করহ চিন্তন।।৫৭।।

কিন্তু অসৎ দুঃসঙ্গের ফলে কৃষ্ণনামবিস্মৃত-সম্ভাবনা-হেতু দুঃসঙ্গ নিষেধপূর্বক সকলকে সতর্কীকরণ—

আরবার গিয়া বিষয়েতে প্রবর্ত্তিলে।
সবে ইহা পাসরিবে, গেলে দুষ্ট-মেলে।।৫৮।।

ইন্দ্রিয়তর্পণ-নিরত বিষয়-ভোগী যোষিৎসঙ্গীর মনে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-জনিত প্রেম-রাহিত্য—

বিষয় থাকিতে কৃষ্ণপ্রেম নাহি হয়।
বিষয়ীর দূরে কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয়।।৫৯।।

শ্রীহরিদাস ঠাকুরের জিহ্বা সর্বদা কৃষ্ণনাম-গ্রহণে সর্বত্র ব্যস্ত থাকিত। তাঁহার নামোচ্চারণকারিণী জিহ্বার অসামান্য সৌন্দর্য। তিনি জড়ভোগে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকায় তাঁহাতে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল। যাহারা—ভোগী, তাহাদিগের জিহ্বায় কোনকালে কৃষ্ণনাম নৃত্য করেন না। ষড়্রস-ভোজনে যাহারা ব্যস্ত—বিষয়সুখের লোভে বা আশায় যাহারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তচিত্ত, ভগবন্নামগ্রহণে তাহাদিগের কখনও রুচি দেখা যায় না। কৃষ্ণনামগ্রহণে বিরত ফল্গুত্যাগীর দলও ভোগীর দলের ন্যায় হরিনাম-ভজনে উদাসীন। ঠাকুর হরিদাস জড়বিষয়-সুখে সম্পূর্ণভাবে উদাসীন থাকিয়া সর্বশ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন।।২৩।।

ঠাকুর হরিদাসের গোবিন্দ-নাম-গ্রহণে কোন দিন কোনপ্রকারই ঔদাসিন্য ছিল না; তিনি নানাভাবে সর্বক্ষণ কৃষ্ণভক্তিরসে নিমগ্ন ছিলেন।।২৪।।

দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট মনই মলিন ও অশুভজনক এবং ইন্দ্রিয়-সুখকর ভোগ্য যোষিদ্বস্তুর মায়াপাশই পরমার্থ-বাধক ও সর্বনাশ সাধক—

বিষয়ে আবিষ্ট মন বড়ই জঞ্জাল।
স্ত্রী-পুত্র—মায়াজাল, এই সব 'কাল'।।৬০।।

সুকৃতিশালী ব্যক্তির সজ্জন-বৈষ্ণবসঙ্গ-ফলে দ্বিতীয়াভিনিবেশ-ত্যাগ ও কৃষ্ণভজন-লাভ—

দৈবে কোন ভাগ্যবান্ সাধুসঙ্গ পায়।
বিষয়ে আবেশ ছাড়ি' কৃষ্ণেরে ভজয়।।৬১।।

ইন্দ্রিয়ভোগ্য-বিষয়-সঙ্গই কৃষ্ণবৈমুখ্যরূপ অপরাধ-বর্ধক—

সেই সব অপরাধ হবে পুনর্বার।
বিষয়ের ধর্ম এই,—শুন কথা-সার।।৬২।।

স্থূলদেহের বহিঃস্বাধীনতা-সুখ বা পরাধীনতা-দুঃখরূপ ভোগ-চিন্তা ছাড়িয়া বন্দিগণকে নিরন্তর কৃষ্ণনামগ্রহণ সূচক শুভাশীর্বাদের গূঢ়-তাৎপর্য-ব্যাখ্যান—

'বন্দি থাক',—হেন আশীর্বাদ নাহি করি।
'বিষয় পাসর', অহর্নিশ বল হরি।।''৬৩।।

কৃষ্ণভক্তিবিকার,—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু অর্থাৎ কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু এবং প্রলয় অর্থাৎ মূর্চ্ছা,—এই অষ্টপ্রকার সাত্ত্বিক-বিকার।।২৯।।

শ্রীবিগ্রহ, হরিদাস ঠাকুরের কলেবর সাধারণ কর্মিগণের রক্তমাংসচর্মপিণ্ডের ন্যায় জড়দেহ নহে। তাঁহার শ্রীমূর্তিতে শ্রীনাম-সেবা ফলে নানাপ্রকার শুদ্ধ-সাত্ত্বিকভাব লক্ষিত হইত। সাধারণ কর্মী যে-প্রকার নিজের জড়শরীরের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য করিতে গিয়া কৃষ্ণানুশীলনে বিমুখ হয়, সেবোন্মুখ পার্ষদ বৈষ্ণবের শ্রীঅঙ্গে উহার বিপরীত শুদ্ধসাত্ত্বিক ভাবসমূহের প্রচণ্ড নৃত্য দেখা যায়।।৩০।।

হরিদাস ঠাকুর প্রেমভরে কীর্তন করিবার সময় অশ্রুধারা-বিগলিত হওয়ায় তাঁহার সকল অঙ্গ সিক্ত হইত। নিতান্ত নাস্তিক ভক্তিহীন পাষণ্ডীও তাদৃশ অলৌকিক-প্রেমবিকার দর্শন করিয়া আশ্চর্যান্বিত হইত।।৩১।।

ফুলিয়া গ্রামে কর্মকাণ্ডনিরত ব্রাহ্মণগণ ঠাকুর হরিদাসের আঙ্গিক বিকারসমূহ দর্শন করিয়া বৈতানিক কর্মকাণ্ডের অকর্মণ্যতা বুঝিয়া প্রেমের উচ্ছ্বাস-দর্শনে বিস্ময়-বিহ্বল হইত। সকলেই তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছিল।।৩৩।।

ফুলিয়া গ্রামের যবন-বিচারক কাজী তাহার মাননীয় উপরিতন প্রদেশাধিপতির নিকট গিয়া হরিদাসের আচরণসমূহ বিজ্ঞাপিত করিল।।৩৬।।

ঠাকুর হরিদাস যবনকুলে আবির্ভূত হইয়া যবনাচারের প্রতিকূল আচার ও বিচার গ্রহণ করায়, তাহাদের বিচারে বড়ই অপরাধ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার প্রতি দণ্ডবিধান নিশ্চয়ই কর্তব্য,—এই বলিয়া কাজী মুলুকপতির নিকট অভিযোগ করিতে লাগিল।।৩৭।।

ভক্তিবিদ্বেষী পাপিষ্ঠ প্রদেশাধিপতি বিলম্ব না করিয়া হরিদাসকে ধরিয়া লইয়া আসিল।।৩৮।।

ভগবৎকৃপায় মহিমান্বিত ঠাকুর মহাশয় যবন-বিচারকের ভয়ে ভীত না হইয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি কোন মনুষ্যকে ভয় করা দূরে থাকুক, সর্বসংহারক যমের ভয়েও ভীত ছিলেন না।।৩৯।।

ঠাকুর হরিদাসকে যবন-বিচারক উৎপীড়ন করিবার জন্য ধরিয়া লইয়া আসিয়াছেন শুনিয়া তৎপ্রদেশস্থিত-অধিবাসিগণ নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন। তাঁহারা পূর্বেই হরিদাস ঠাকুরের উচ্চৈঃস্বরে নামগ্রহণ ও প্রেমবিকারের কথা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার প্রতি দৌরাত্ম্যের কথা শ্রবণ ও উহার আশঙ্কা করিয়া তদ্দর্শনলাভ-সম্ভাবনাজনিত অতি-হর্ষের মধ্যেও তাঁহাদের বিষাদ উপস্থিত হইল।।৪১।।

ঠাকুর হরিদাস ধৃত হইয়া অন্যান্য সাধারণ অপরাধীর ন্যায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। পূর্ব হইতেই সেই কারাগৃহে অনেক মর্যাদা-সম্পন্ন ব্যক্তি বদ্ধ বা রুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন। তাঁহারা এই লোকাতীত সাধুর সান্নিধ্য লাভ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।।৪২।।

স্বকৃত গূঢ় শুভাশীর্বাদ-মর্ম-জ্ঞান-ফলে বন্দিগণকে বহিঃ পরাধীনতা জন্য ক্ষোভ-পরিত্যাগার্থ কৌশলে আদেশ—

ছলে করিলাঙ আমি এই আশীর্বাদ।
তিলার্ধেক না ভাবিহ তোমরা বিষাদ।।৬৪।।

হরিদাসের জীবে অমন্দোদয়া দয়া; বন্দিগণকে কৃষ্ণভক্তি-লাভার্থ শুভাশীর্বাদ—

সর্বজীব-প্রতি দয়া-দর্শন আমার।
কৃষ্ণে দৃঢ়ভক্তি হউক তোমা'-সবাকার।।৬৫।।

স্বল্পকাল-মধ্যেই তাহাদের বন্ধন-মুক্তি লাভের ভবিষ্যদ্বাণী-শ্রবণ—

''চিন্তা নাহি—দিন দুই-তিনের ভিতরে।
বন্ধন ঘুচিবে,—এই কহিলুঁ তোমারে।।৬৬।।

স্থূলবহির্দৃষ্টিতে গৃহ বা বনবাস, সর্বাবস্থায়ই সকলকে কৃষ্ণ-প্রপত্তিমূলা সেবা বুদ্ধির অবিস্মরণার্থ উপদেশ—

বিষয়েতে থাক, কিবা, থাক যথা-তথা।
এই বুদ্ধি কভু না পাসরিহ সর্বথা।।''৬৭।।

বন্দিগণের নিত্যকল্যাণ-কামনান্তে নবাব-সমীপে হরিদাসের আগমন—

বন্দি সকলের করি' শুভানুসন্ধান।
আইলেন মুলুকের অধিপতি-স্থান।।৬৮।।

হরিদাসের অপ্রাকৃতোজ্জ্বল-তনু-দর্শনে সসম্ভ্রমে নবাবের আসন-প্রদান—

অতি-মনোহর তেজ দেখিয়া তাহান।
পরম-গৌরবে বসিবারে দিলা স্থান।।৬৯।।

হরিদাসের কৃষ্ণমতি-দর্শনে অক্ষজজ্ঞান জন্য মোহ ও বিবর্ত-বুদ্ধিবশে নবাবের অদৈবোচিত প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা—

আপনে জিজ্ঞাসে তাঁ'রে মুলুকের পতি।
''কেনে, ভাই! তোমার কিরূপ দেখি মতি? ৭০।।

বেদবিরোধি-কুলে জন্মলাভকে জড়ভেদবাদীর সৌভাগ্য-ফলজ্ঞান ও হরিদাসের শ্রৌতপথে নিত্য অখণ্ড অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ-শব্দানুশীলনে সঙ্কীর্ণ জাতি-বুদ্ধি—

কত ভাগ্যে, দেখ, তুমি হৈয়াছ যবন।
তবে কেনে হিন্দুর আচারে দেহ' মন? ৭১।।

হরিদাসের ন্যায় মহাভাগবত মহাত্মার দর্শন-ফলে কারারুদ্ধ জনগণ তাঁহাদের দুঃখ-লাঘব হইবে বলিয়া মনে মনে বিচার করিলেন।।৪৩।।

সাধন,—সাধ্য-সাধন, 'সাধাসাধি', 'কাকুতি-মিনতি', অনুনয়-বিনয়, আরাধন।।৪৪।।

হরিদাস কারা-বদ্ধ বন্দিগণকে দেখিয়া অহৈতুকী কৃপা-পরবশ হইয়া প্রকাশ্যে স্বীয় স্মিত-বদন প্রদর্শন করিলেন।।৪৯।।

ঠাকুর হরিদাসের সর্বক্লেশহর হাস্য-সন্দর্শনে কারা-রুদ্ধ অপরাধিগণ তাঁহার তাদৃশ হাস্য-ব্যবহারে গূঢ় আশীর্বাদ বা কৃপা বুঝিতে না পারিয়া বিষণ্ণ হইয়াছিল। তদ্দর্শনে ঠাকুর মহাশয় তাহাদিগকে বলিলেন,—'আমি মঙ্গলময় হাস্যসহকারে তোমাদিগকে শুভ-আশীর্বাদই করিয়াছি; তাহাতে অন্যথাজ্ঞানে তোমরা দুঃখিত হইও না।।''৫৩।।

ঠাকুর হরিদাস বন্দিগণকে কহিলেন,—'তোমাদের মধ্যে সম্প্রতি যে যেরূপভাবে আছ, তাহাই তোমাদের পক্ষে মঙ্গলের বিষয়; যেহেতু এই সময় তোমরা ইতর বিষয়-চেষ্টা ছাড়িয়া ভগবদনুশীলনের সুযোগ পাইয়াছ। এ সময় তোমরা সর্বক্ষণ কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণ-চিন্তায় নিযুক্ত থাকিও। কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় বিষয়-ভোগে প্রবৃত্ত হইলে অজ্ঞ ভগবদ্‌বহির্মুখ দুষ্টজনের সঙ্গক্রমে ভগবানের কথা ভুলিয়া যাইবে। যে-কাল পর্যন্ত জীবের বিষয়-ভোগ-চেষ্টা প্রবল থাকে, তৎকালাবধি তাহার কৃষ্ণভজনের অধিক সম্ভাবনা থাকে না। কৃষ্ণ যে দিকে বর্তমান, ভোগীর বিষয় তাঁহার বিপরীত দিকে অবস্থিত। কৃষ্ণ-ভজনহীন মায়া-বদ্ধ জীব সর্বদা জড়-ভোগ্য স্ত্রী-পুত্রের কথা লইয়াই বিষয়ে অভিভূত থাকে। এই বিপদকালে যদি ভগবৎকৃপা-ক্রমে কোন সাধুর সহিত সাক্ষাৎকার হয়, তাহা হইলে বিষয়-ভোগের রুচি পরিবর্তিত হইয়া ভগবৎসেবায় রুচি জন্মে। কৃষ্ণানুশীলন ছাড়িয়া দিলে বিষয়ের স্বাভাবিক-ধর্ম জীবকে অপরাধ-পঙ্কে নিমজ্জিত করে। আমি তোমাদিগকে কারারুদ্ধ থাকিয়া ক্লেশ পাইতে অনুরোধ করি না। কিন্তু এইরূপ অবস্থায় থাকিয়াও তোমরা যে সর্বক্ষণ ভগবন্নামগ্রহণের সুযোগ পাইয়াছ,—এই কথাই বলিতেছি; এই জন্য তোমরা বিষণ্ণ হইও না। সকল জীবের প্রতিই বৈষ্ণবগণ ''ভগবানে দৃঢ়ভক্তি হউক'' এইরূপ আশীর্বাদ

তৎকালীন অহিন্দু শাসকগণের হিন্দুবিদ্বেষরূপ জড়দেহ-মূলক অদৈব চিত্তবৃত্তির পরিচয়—

আমরা হিন্দুরে দেখি' নাহি খাই ভাত।
তাহা ছাড়' হই' তুমি মহা-বংশ-জাত।।৭২।।

হরিদাসের শ্রৌতপথে নিত্য অখণ্ড অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ শব্দানুশীলনকে অক্ষজজ্ঞান জন্য মোহ ও বিবর্তবুদ্ধি-বশে স্বীয় খণ্ডজাতি-বিরোধি-জ্ঞানে তাঁহাকে অমূত্র অমূলক দণ্ডলাভের ভয়-প্রদর্শন—

জাতি-ধর্ম লঙ্ঘি' কর অন্য-ব্যবহার।
পরলোকে কেমনে বা পাইবা নিস্তার? ৭৩।।

নিত্য চিদনুশীলনরত নিত্যশুদ্ধ বৈষ্ণবকে নবাবের সঙ্কীর্ণ অনিত্য সাম্প্রদায়িক আচার-লঙ্ঘন-দোষে দোষি-জ্ঞানে দণ্ডগ্রহণপূর্বক শোধনার্থ আদেশ—

না জানিয়া যে কিছু করিলা অনাচার।
সে পাপ ঘুচাহ করি' কল্‌মা উচ্চার।।''৭৪।।

মায়া-মূঢ়ের বাক্য-শ্রবণে তাহার অজ্ঞতা ও বিমুখ-জীব-বঞ্চনে দুরত্যয়া বিষ্ণুমায়ার অতুল সামর্থ্য-দর্শনে হাস্য ও কৃপোক্তি—

শুনি' মায়া-মোহিতের বাক্য হরিদাস।
''অহো বিষ্ণুমায়া'' বলি' হৈল মহা-হাস।।৭৫।।

হরিদাসের ঈশতত্ত্ব-বর্ণন; এক অদ্বয়জ্ঞান ঈশ্বরই সকল জীবের নিত্যসেব্য প্রভু—

বলিতে লাগিলা তা'রে মধুর উত্তর।
''শুন, বাপ, সবারই একই ঈশ্বর।।৭৬।।

জড় ভোগ ও ভেদ-বুদ্ধি-বশে সর্বশাস্ত্রপ্রতিপাদ্য পূর্ণ অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্বে জড়-জীববৎ নামে বা সংজ্ঞায় ভেদারোপ—

নাম-মাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে যবনে।
পরমার্থে 'এক' কহে কোরাণে পুরাণে।।৭৭।।

সকল বশ্যতত্ত্বের হৃদয়েশ পরমাত্মা বা অন্তর্যামীর পূর্ণত্ব—

এক শুদ্ধ নিত্যবস্তু অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হৈয়া বৈসে সবার হৃদয়।।৭৮।।

করেন,—ইহাকেই জীবের প্রতি উৎকৃষ্ট দয়ার পরিচয় বলিয়া আমি জানি। শীঘ্রই তোমাদের কারা-বন্ধন মোচিত হইবে। তোমরা যে-কোন অবস্থায়ই থাক না কেন, কখনও ভগবৎসেবা-বুদ্ধি-রহিত হইও না।।৫৫-৬৭।।

প্রদেশাধিপতি যবনরাজ হরিদাস ঠাকুরকে আত্মীয়জ্ঞানে ভ্রাতৃ-সম্বন্ধে বলিলেন,—'কি কারণে তোমার এই অধঃপতন হইয়াছে, জানিতে চাই। যবনকুলের ন্যায় সর্বোত্তমকুল আর নাই। বহুভাগ্যক্রমেই তোমার যবনকুলে আবির্ভাব হইয়াছে; সুতরাং কি জন্য তুমি নিকৃষ্ট হিন্দুদিগের আচরণ গ্রহণ করিয়াছ? হিন্দুরা অপকৃষ্ট বলিয়া আমরা তাহাদিগের স্পৃষ্ট অন্ন পর্যন্ত খাই না। তুমি মহা-বংশে জন্মগ্রহণ করিযাছ, উত্তম-জাতি হইতে নিম্ন জাতিতে অধঃপতিত হওয়া সঙ্গত নহে। তুমি উৎকৃষ্ট যবন-ধর্মকে লঙ্ঘন করিয়া অন্যপ্রকার ব্যবহার করিলে মরণের পর কিরূপে নিস্তার পাইবে? যাহা হউক, এইরূপ দুরাচার ছাড়িয়া দিয়া 'চাহার কল্‌মা' উচ্চারণ পূর্বক তুমি এই হিন্দুত্ব-গ্রহণরূপ পাপ হইতে মুক্ত হও।

কল্‌মা,—(আর্‌বী-শব্দ), শব্দ, বাক্য; মহম্মদীয় ধর্ম-গ্রহণে স্বীকারোক্তিজ্ঞাপক কোরাণোক্ত বাক্যবিশেষ।।৭৪।।

তদুত্তরে ঠাকুর হরিদাস মায়াবদ্ধ মুলুকপতি যবনের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভাবিলেন,—'এইরূপ উক্তি বিষ্ণুমায়া-মুগ্ধ জনগণেরই যোগ্য।' মায়াবদ্ধ জীব ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে জাগতিক বস্তুসমূহকে ভোগ্যরূপে লক্ষ্য করায় ভগবদুপলব্ধিতে বঞ্চিত হয়। ভগবান্—বৈকুণ্ঠ বস্তু, আর জগতের বস্তুসমূহ—বদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ভোগ্য। সুতরাং হরিদাস ঠাকুর মুলুকপতির বাক্যের অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করিলেন।।৭৫।।

তথাপি মুলুকপতির প্রতি অহৈতুকী দয়া প্রকাশপূর্বক ঠাকুর হরিদাস তাহাকে মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন,—পরমেশ্বর—এক, নিত্য, অদ্বিতীয় এবং সকল জীবেরই প্রভু। হিন্দু-মুসলমান, বালক-বৃদ্ধ, যুবক-যুবতী, সকলেরই ঈশ্বর—একজন। ঈশতত্ত্বানভিজ্ঞ হিন্দু ও অহিন্দু যবন, উভয়েই কেবল ঈশ্বরের নামে পৃথগ্‌বুদ্ধি করিয়া দুইজন ঈশ্বরের কল্পনা-মূলে পরস্পরের প্রতি অজ্ঞতা-মূলক বিরোধ প্রদর্শন করেন; কিন্তু যখন সেই বৈষম্য ও মতভেদ পরিত্যাগ করিয়া নিরপেক্ষভাবে যবনের শাস্ত্র কোরাণ ও হিন্দুর শাস্ত্র পুরাণ, উভয় শাস্ত্রকেই বিচার করা যায়, তখন ঈশ্বরতত্ত্বে ঐ প্রকার কোন ভেদ-দৃষ্টি থাকে না।।৭৬-৭৭।।

ঈশ্বর স্বীয় অচিন্ত্য-মায়া-বলে পরিচালক বা প্রযোজক-
কর্তৃরূপে সর্বভূতের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত—

সেই প্রভু যারে যেন লওয়ায়েন মন।
সেইমত কর্ম করে সকল ভুবন।।৭৯।।

ভাব ও ভাষা-ভেদে সকলেরই অধিকারভেদে স্ব-স্ব-শাস্ত্রে সেই
একই পরমাত্মা অন্তর্যামী ঈশ্বরেরই নামরূপগুণ-ব্যাখ্যান—

সে প্রভুর নাম গুণ সকল জগতে।
বলেন সকলে মাত্র নিজ-শাস্ত্র-মতে।।৮০।।

ভাবগ্রাহী জনার্দন; ভূতদ্রোহফলে
ভগবদদ্রোহোৎপত্তি—

যে ঈশ্বর, সে পুনঃ সবার ভাব লয়।
হিংসা করিলেই সে তাহান হিংসা হয়।।৮১।।

ভগবদিচ্ছা-প্রেরণা-বশেই হরিদাসের যাবতীয়-
ক্রিয়া-মুদ্রা-সম্পাদন ও বিচরণ—

এতেকে আমারে সে ঈশ্বর যেহেন।
লওয়াইয়াছেন চিত্তে, করি আমি তেন।।৮২।।

ঈশ্বর—অপাপবিদ্ধ নির্মল শুদ্ধবস্তু। ঈশ্বর—অবিনাশী ও নিত্যকালই স্থিতিশীল বস্তু। ঈশ্বর সাম্প্রদায়িকভাবে খণ্ডিত হইতে পারেন না। ঈশ্বরের কোন কাল-ক্ষোভ্য ক্ষয় বা হ্রাস নাই। সুতরাং তিনি যবন বা হিন্দু, সর্বজীবের হৃদয়েই অন্তর্যামি-পরমাত্মারূপে সম্পূর্ণ অখণ্ডভাবে প্রকটিত হইয়া অবস্থান করেন। যবনের হৃদয়ে যে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান, হিন্দু-হৃদয়ে সেই ঈশ্বরই অধিষ্ঠিত। জীব অনাদি ঈশবৈমুখ্য-বশতঃ অশুদ্ধমতি হইয়া জড়-দেশ-কাল-পাত্রাবচ্ছিন্ন অনিত্য-প্রতীতিবশে আপনাকে ভোক্তৃ জ্ঞানে ঈশ্বরসেবা বিমুখ হইয়া হৃদয়স্থিত পরিপূর্ণ অন্তর্যামী ঈশ্বর পরমাত্ম-বস্তুকে সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ অখণ্ড না জানিয়া নিজের ন্যায় খণ্ডবস্তু বলিয়া মনে করিয়া ভ্রান্ত হইলেও প্রাকৃত কল্পিত ভোগ ও ত্যাগমূলক জ্ঞান পরিত্যাগ করিলেই তিনি ভক্তিপ্রভাবে তাঁহাকে একমাত্র সেব্য-বস্তু বলিয়া জানিতে পারেন।।৭৮।।

সেই অখণ্ড অব্যয় নিত্যশুদ্ধ ঈশ্বর বদ্ধজীবের প্রযোজক-কর্তা বিধাতা হইয়া যাহার যে রূপ যোগ্যতা বিধান করেন, তাদৃশ যোগ্যতা লাভ করিয়া বদ্ধজীব মনোধর্মের অনুকরণে বিভিন্ন কর্মের অনুষ্ঠান করে। (গীতায় ১৮।৬১)—'ঈশ্বর সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।।' অর্থাৎ 'হে অর্জুন! যেমন সূত্রধার দারুযন্ত্রে আরূঢ় কৃত্রিম পুত্তলিসমূহকে ভ্রমণ করাইয়া থাকে, তদ্রূপ ঈশ্বর ভূতসকলের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে ভ্রমণ করাইতেছেন।।'৭৯।।

সেই ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রচারকগণ নিজ-নিজ-আদর্শ-শাস্ত্রের মতানুসারে ভিন্ন-ভিন্ন-ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।।৮০।।

ভাবগ্রাহী জনার্দন সকলের বিভিন্ন ভাবের তাৎপর্য গ্রহণ-পূর্বক সেবিত হন। যদি একব্যক্তি অপর ব্যক্তির ভাবকে গর্হণ করিয়া হিংসা করে, তাহা হইলে তাদৃশ হিংসা দ্বারা সেই পরমেশ্বর বস্তুই হিংসিত হন; অতএব জীবের ভূত-হিংসা কখনই কর্তব্য নহে। একের হৃদ্গত-ভাবকে অপর ব্যক্তি পরিবর্তন ও উৎপাটন করিয়া তাহার নিজের ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণভাবে তাহাকে প্রবর্তিত করিবার যত্ন করিলে কেবলমাত্র পরধর্মেরই নিন্দা করা হয় না, পরন্তু সকল-ধর্মের প্রতিপাদ্য ঈশ্বরেরই হিংসা করা হয়। ঈশ্বরের সেবা ও হিংসা,—এই দুইটী পৃথগ্ ব্যাপার। যদি কেহ ঈশ্বর-সেবাকেই 'হিংসা' বলিয়া ভ্রান্তবুদ্ধি হন, তাহা হইলে তিনি ঈশ্বর-সেবা-বিমুখ হইয়া ভক্তেরই হিংসা করিয়া ফেলিবেন। ভগবানে প্রীতিরহিত হইলে জীব কখনও বা অন্যাভিলাষী, কখনও বা কর্মী, কখনও বা নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানপর, কখনও বা হঠযোগী এবং কখনও বা রাজযোগী প্রভৃতি হইয়া পড়ে। তাদৃশ জীবের নিত্যমঙ্গল-লাভের জন্য তাহাদিগকে মুকুন্দসেবায় প্রবৃত্তি-প্রদান-কার্যটী হিংসারই অন্যতম ক্রিয়া বা প্রকার-ভেদ নহে। পরন্তু তাহাদিগকে ঈশ্বর-সেবার বিরুদ্ধে ও পরিবর্তে অন্যান্য ইন্দ্রিয়সুখকর-কার্যে প্রবর্তিত করিলে তাহাদের প্রতি হিংসা-কার্যেরই প্রশ্রয় দেওয়া হয়; সুতরাং তাহা অবশ্যই বর্জনীয়।।৮১।।

এইজন্য ঈশ্বর আমার চিত্তে যে-প্রকার স্ফূর্তি দিয়াছেন, আমি সেইপ্রকার চিত্তবিশিষ্ট হইয়াই ভগবৎসেবা-কার্য্যে নিযুক্ত আছি। ভগবান্ যাঁহাকে যেরূপ অনুগ্রহ করেন, তিনি সেইরূপভাবেই ভগবানের সেবা-কার্যে অগ্রসর হইতে পারেন। (গীতায় ১০।১০—) 'তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।।''৮২।।

অন্য দৃষ্টান্ত; বিপ্রকুলোদ্ভূত হইয়াও কাহারও বা কর্ম, স্বভাব বা সংস্কারবশে তামস অন্ত্যজ-প্রবৃত্তি—

হিন্দুকুলে কেহ যেন হইয়া ব্রাহ্মণ।
আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন।।৮৩।।

জাতিনির্বিশেষে সকলকেই প্রযোজক-কর্তা ঈশ্বরের কর্মফল প্রদান, অমৃতস্বরূপ ঈশভজন ত্যাগপূর্বক তামসিক ব্যক্তি স্বয়ংই জীবন্মৃত, সুতরাং অন্যের নিধনাযোগ্য—

হিন্দু বা কি করে তা'রে, যার যেই কর্ম।
আপনে যে মৈল, তা'রে মারিয়া কি ধর্ম।।৮৪।।

শাস্ত্রযুক্তি-বর্ণনান্তে নবাব-সমীপে হরিদাসের স্ব-কৃত কর্মানুরূপ দণ্ড প্রার্থনা—

মহাশয়, তুমি এবে করহ বিচার।
যদি দোষ থাকে, শাস্তি করহ আমার।।''৮৫।।

হরিদাসের শাস্ত্রযুক্তি-সঙ্গত সত্যকথা-শ্রবণে সমবেত সকলেরই হর্ষ—

হরিদাস-ঠাকুরের সুসত্য-বচন।
শুনিয়া সন্তোষ হৈল সকল যবন।।৮৬।।

পাষণ্ডী কাজীর নবাবের প্রতি হরিদাসকে দণ্ডপ্রদানার্থ উত্তেজনা ও শাসনোক্তি—

সবে এক পাপী কাজী মুলুকপতিরে।
বলিতে লাগিলা,—''শাস্তি করহ ইহারে।।৮৭।।
এই দুষ্ট, আরো দুষ্ট করিবে অনেক।
যবন-কুলেতে অমহিমা আনিবেক।।৮৮।।
এতেকে ইহার শাস্তি কর' ভালমতে।
নহে বা আপন-শাস্ত্র বলুক মুখেতে।।''৮৯।।

বৈদিক-সত্যবিরোধি-অসৎ-শাস্ত্রকীর্তনার্থ হরিদাস-প্রতি স্বয়ং নবাবের প্রথমে প্রলোভন ও অভয়-প্রদর্শন—

পুনঃ বলে মুলুকের পতি,—''আরে ভাই!
আপনার শাস্ত্র বল, তবে চিন্তা নাই।।৯০।।

নচেৎ অন্যথাচরণে হরিদাসের প্রতি দণ্ড-ভয়-প্রদর্শন ও অপমানলাভ-সম্ভাবনা-কথন—

অন্যথা করিবে শাস্তি সব কাজীগণে।
বলিবাও পাছে, আর লঘু হৈবা কেনে।।''৯১।।

হরিদাসের সুসিদ্ধান্ত-বাণী; সর্বহৃদয়ান্তর্যামী ঈশ্বরই স্বীয় মায়া-দ্বারা সর্বজীবের পরিচালক—

হরিদাস বলেন,—'' যে করান ঈশ্বরে।
তাহা বই আর কেহ করিতে না পারে।।৯২।।

ঈশ্বরই প্রযোজক-কর্তা ও কর্মফলদাতা—

অপরাধ-অনুরূপ যা'র যেই ফল।
ঈশ্বরে সে করে,—ইহা জানিহ কেবল।।৯৩।।

তরোরপি সহিষ্ণুতার জ্বলন্ত আদর্শ ও হরিনাম-কীর্তন-নিষ্ঠার মূর্তবিগ্রহ সত্যসন্ধ হরিদাসের স্বাভীষ্ট শ্রীনামপ্রভুর প্রতি অচলা শ্রদ্ধা ও প্রপত্তি—

খণ্ড খণ্ড হই দেহ যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম।।''৯৪।।

আমি যেরূপ যবনকুলে উদ্ভূত হইয়া ভগবদিচ্ছা-ক্রমেই ব্রাহ্মণোচিত-ধর্ম বিষ্ণুসেবায় রত হইয়াছি, সেইরূপ কোন ব্রাহ্মণকুলজাত ব্যক্তিও ভগবদিচ্ছা-ক্রমে সামাজিক ব্রাহ্মণতা পরিহার করিয়া তাঁহার মনোধর্মের রুচিবিকারক্রমে বেদ-বিরুদ্ধ সমাজের শাস্ত্রসমূহের আজ্ঞা পালন করিতে পারেন।।৮৩।।

জীব নিজ-নিজ-রুচি-প্রণোদিত কর্মের দ্বারা চালিত হইয়া যাহা যাহা করে, তদ্দ্বারাই তাহার সমুচিত শাস্তি বা পুরস্কার লাভ ঘটে; সুতরাং তাহাকে স্বতন্ত্রভাবে দণ্ডবিধানের প্রয়োজন নাই—''স্বকর্মফলভুক্ পুমান্''।।৮৪।।

ধর্মান্ধ কাজী ঠাকুর হরিদাসের বিরুদ্ধে মুলুকপতিকে এই বলিয়া উত্তেজিত করিতেছিল,—'হরিদাস যবনকুলে গ্লানি আনয়ন করিয়া হিন্দুত্বের যে আদর্শ পথ দেখাইতেছেন, সেই পথ অনুসরণ করিতে গিয়া অনেক যবনই ভবিষ্যৎকালে যবনধর্মে নানাপ্রকার অন্যায় কলঙ্ক বা গ্লানি আনয়ন করিবে। অতএব তাহা যাহাতে না ঘটে, এইজন্য হরিদাসকে আদর্শ কঠিন শাস্তি প্রদান করিয়া সকলকে সাবধান করিয়া দেওয়া হউক, অথবা হরিদাস নিজেই কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ করিয়া অপরাধ স্বীকার করুক; তাহা হইলেই ইহাকে শাস্তি হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে।'৮৯।।

ঠাকুরের অমোঘবাক্য-শ্রবণে নবাবের কাজী-সমীপে তৎপ্রতি অনুষ্ঠেয় আচরণ-জিজ্ঞাসা—

শুনিঞা তাহান বাক্য মুলুকের পতি।
জিজ্ঞাসিল,—''এবে কি করিবা ইহা প্রতি?''৯৫।।

শ্রৌতপন্থী বৈকুণ্ঠ-শব্দনিষ্ঠ জগদ্গুরুর ও তৎপ্রচারিত সত্যের বিলোপ-সাধনার্থ তদ্‌বিরুদ্ধে শ্রুতিবিরোধী অসুরের হিংসাভিযান—

কাজী বলে,—''বাইশ বাজারে বেড়ি' মারি'।
প্রাণ লহ, আর কিছু বিচার না করি'।।৯৬।।

আসুরিক প্রযত্নের ব্যর্থতা সাধনপূর্বক তদতিক্রমকারী বৈষ্ণবের যোগৈশ্বর্য-দর্শনে অসুরগণের তৎপ্রচারিত সত্যের মাহাত্ম্য-স্বীকার—

বাইশ-বাজারে মারিলেহ যদি জীয়ে।
তবে জানি,—জ্ঞানী-সব সাচ্চা কথা কহে।।''৯৭।।

বৈকুণ্ঠ শ্রৌত-সত্যোপাসককে হিংসনার্থ অসুরের প্ররোচন ও জনবল-প্রয়োগ—

পাইকসকলে ডাকি' তর্জ করি' কহে।
''এমত মারিবি,—যেন প্রাণ নাহি রহে।।৯৮।।

মুলুকপতি হরিদাসকে বলিলেন,---'আমাদের ধর্ম-বিরোধী লোকের আচরণ পরিত্যাগ করিয়া তুমি যাবনিক-শাস্ত্রের অনুগমনপূর্বক যদি পূর্বাচার স্বীকার কর, তাহা হইলে তোমার কোন চিন্তা বা ভয় নাই; নতুবা তোমার প্রতি কাজীগণ অতি-কঠিন দণ্ড বিধান করিবেন। এখনও আমি তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি। পরে কেন অনর্থক দণ্ডিত হইয়া তুমি স্বীয় মর্যাদার লাঘব করিবে?'৯০-৯১।।

মুলুকপতির বাক্যে হরিদাস কিছুমাত্র ভীত না হইয়া বলিলেন,---''ভগবান্ যাহা করেন, তাহাই হইবে, তদ্ব্যতীত অন্যে কেহ কিছু করিতে পারে না।।''৯২।।

একমাত্র ঈশ্বরই জীবের কৃতকর্মের ফলদাতা। অহঙ্কার-বিমূঢ় জীব আপনাতে যে কর্তৃত্ব আরোপিত করিয়া কর্ম করে, তাহা তাহার মিথ্যা-অভিমান-মাত্র। ভগবদিচ্ছাই ফলবতী হয়। জীব উপলক্ষ্যস্বরূপ হইলেও ঈশ্বরেচ্ছাই বলবতী।।৯৩।।

জনক-জননী হইতে প্রাপ্ত এই জড়-দেহ কিছু চিরস্থায়ী নহে। কৃষ্ণসেবা-বিমুখ প্রাণ---যাহা বর্তমান-সময়ে বিষয়সুখে মগ্ন আছে, উহাও বিনাশী বা পরিবর্তনশীল। কিন্তু শ্রীভগবানের নাম ও ভগবান্ কখনই পরস্পর পৃথগ্ বস্তু নহেন। মায়িক-বস্তুর নাম যেরূপ কালাভ্যন্তরে মনুষ্য-কর্তৃক কল্পিত, বৈকুণ্ঠনাম সেরূপ নহেন। বৈকুণ্ঠ নাম ও নামী একই বস্তু; সুতরাং নাম-সেবা পরিত্যাগ করিয়া আমি কখনই আমার স্থূল-সূক্ষ্ম-শরীর দ্বয়ে আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস' অর্থাৎ জীবমাত্রেই বৈষ্ণব। বৈষ্ণবের শ্রীহরিনাম-গ্রহণ ব্যতীত অন্যকৃত্য নাই। সাধন ও সিদ্ধি, উভয় অবস্থাতেই নাম-সেবাই জীবের একমাত্র কৃত্য; তাহা পরিত্যাগ করিয়া আমি কখনই মানব-কল্পিত সামাজিক আচার গ্রহণ করিব না। ইহাতে সমাজ বা শাসক-সম্প্রদায় আমাকে যতই কেন না নির্যাতন করুক, তাহা আমি অম্লান-বদনে স্বচ্ছন্দে সহ্য করিব। নিত্য হরিসেবন পরিত্যাগ করিয়া আমি কখনই অনিত্য বিষয়সুখে ধাবমান হইব না। শ্রৌতপথ অবলম্বন করিয়া আমি যে বৈকুণ্ঠ-নাম লাভ করিয়াছি, সেই কৃষ্ণসঙ্কীর্তন ব্যতীত আমার আর অন্য কোন কৃত্যই নাই। দেহ ও মন, এই শরীর-দ্বয়---'শরীরী আমি' হইতে পৃথক্, যেহেতু 'আমি'---নিত্যবস্তু, কিন্তু দেহ ও মন---অনিত্যবস্তু।।৯৪।।

পাষণ্ডী কাজী অবশেষে মুলুকপতির স্থানে প্রস্তাব করিল যে, 'অম্বুয়া-মুলুকের অন্তর্গত বাইশ-বাজারের প্রত্যেক-স্থানে গিয়া হরিদাসকে প্রহার করা হউক, তাহা হইলেই তিনি মরিয়া যাইবেন,---ইহাই তাঁহার হিন্দুত্ব গ্রহণপূর্বক অর্থাৎ হিন্দুর আচার স্বীকারপূর্বক হিন্দুর দেবতার নামগ্রহণরূপ পাপের বিহিত-দণ্ড।।'৯৬।।

'বাইশ-বাজারে' প্রহার-সত্ত্বেও যদি হরিদাস জীবিত থাকেন, তাহা হইলেই তাঁহাকে নিষ্কপট ও সত্যবাদী বলিয়া জানা যাইবে, আর যদি তিনি মরিয়া যান, তাহা হইলেও তাঁহার উপযুক্ত দণ্ডই হইল।।৯৭।।

পাইক,---(পদাতিক-শব্দজ), 'পেয়াদা', প্রহরী।

ভৃত্য পাইকগুলির প্রতি এই আদেশ হইল যে, হরিদাসের প্রাণবায়ু নির্গত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাকে যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিরতিশয় প্রহার করা হয়।।৯৮।।

বৈকুণ্ঠ শ্রৌত-সত্যোপাসককে অসুরের জাতিবুদ্ধি ও তদীয় দেহ-হনন-দ্বারা তদুদ্ধার-কামনা—

যবন হইয়া যেই হিন্দুয়ানি করে।
প্রাণান্ত হৈলে শেষে এ পাপ হৈতে তরে'।।''৯৯।।

সত্য-বিরোধী কাজীর কথায় সত্যবিরোধী নবাবের আজ্ঞায় অসুরগণের বাস্তব-সত্য-দ্রোহ—

পাপীর বচনে সেই পাপী আজ্ঞা দিল।
দুষ্টগণে আসি' হরিদাসেরে ধরিল।।১০০।।

সত্যপ্রচার-নিষ্ঠ জগদ্গুরুকে অসুরগণের বাইশ-বাজারে অতি নির্মমভাবে প্রহার—

বাজারে-বাজারে সব বেড়ি' দুষ্টগণে।
মারে সে নির্জীব করি' মহা-ক্রোধ মনে।।১০১।।

কৃষ্ণৈকগতচিত্ত প্রসন্নাত্মা অকুতোভয় ঠাকুরের বাহ্য-ব্যবহারিক সুখদুঃখ-স্মৃতি-রাহিত্য—

'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' স্মরণ করেন হরিদাস।
নামানন্দে দেহ-দুঃখ না হয় প্রকাশ।।১০২।।

সজ্জন শিরোমণির প্রতি দ্রোহ-দর্শনে সজ্জনগণের অশেষ মনঃক্লেশ—

দেখি হরিদাস-দেহে অত্যন্ত প্রহার।
সুজনসকল দুঃখ ভাবেন অপার।।১০৩।।

ভক্তদ্রোহ ফলে সত্যবিশ্বাসী কাহারও কাহারও মনে ভবিষ্যতে সমগ্র দেশ নাশ-বিষয়ে আশঙ্কা—

কেহ বলে,—''উচ্ছন্ন হইবে সর্বরাজ্য।
সে-নিমিত্তে সুজনেরে করে হেন কার্য।।''১০৪।।

সত্যবিশ্বাসী কাহারও বা ভক্তদ্রোহীর বিনাশ-কামনা—

রাজা-উজীরেরে কেহ শাপে' ক্রোধ-মনে।
মারামারি করিতেও উঠে কোন জনে।।১০৫।।

সত্যবিশ্বাসী কাহারও বা পাপি-পাইকগণের চরণ-ধারণ—

কেহ গিয়া যবনগণের পা'য়ে ধরে।
''কিছু দিব, অল্প করি' মারহ উহারে।।''১০৬।।

ভক্তদ্রোহী পাষণ্ডিগণের নির্ঘৃণ্য কুলীশ-কঠোর নির্মম হৃদয়—

তথাপিহ দয়া নাহি জন্মে পাপিগণে।
বাজারে-বাজারে মারে মহা-ক্রোধ-মনে।।১০৭।।

কৃষ্ণকৃপায় বহিঃপ্রতীত ব্যবহারিক-ক্লেশ-প্রাপ্তিচ্ছলে অন্তরে পরপ্রেমানন্দ-সুখ—

কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাসের শরীরে।
অল্প দুঃখো নাহি জন্মে এতেক প্রহারে।।১০৮।।

সত্যযুগীয় ভক্তরাজ-প্রহ্লাদের দৃষ্টান্ত ও উপমা—

অসুর-প্রহারে যেন প্রহ্লাদ-বিগ্রহে।
কোন দুঃখ না জানিল,—সর্বশাস্ত্রে কহে।।১০৯।।

অসুরগণের অত্যধিক প্রহার-সত্ত্বেও হরিদাসের বাহ্য-ব্যবহারিক ক্লেশানুভূতি-রাহিত্য—

এইমত যবনের অশেষ প্রহারে।
দুঃখ না জন্ময়ে হরিদাস-ঠাকুরেরে।।১১০।।

সত্যস্বরূপ শ্রীনামাচার্যের স্বয়ং ত্রিতাপদুঃখানুভব দূরে থাকুক, তদীয় নাম স্মরণেই তন্নিবৃত্তি—

হরিদাস-স্মরণেও এ দুঃখ সর্বথা।
ছিণ্ডে সেইক্ষণে, হরিদাসের কি কথা।।১১১।।

যে-সকল যবন স্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া কাফের হিন্দুর ধর্ম ও আচার গ্রহণ করে, মৃত্যু বা প্রাণদণ্ডই তাহাদিগের বিহিত শাস্তি। অহিন্দু হইতে হিন্দুত্ব গ্রহণ করিবার ন্যায় আর অধিকতর পাপ নাই, মৃত্যুদণ্ডই সেই পাপের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত।।৯৯।।

যাহারা বৈষ্ণবের বিদ্বেষ করে, তাহাদের পাপ পরিপূর্ণতা লাভ করে। পাষণ্ডী কাজী হরিদাস ঠাকুরের প্রতি দ্রোহিতা-চরণ করায়, সে এবং মুলুকপতি, উভয়েই অত্যন্ত মহা-পাপী। যে-সকল ভৃত্য প্রহরী অধীনতা-সূত্রে পাপীদিগের আদেশ শ্রবণ করিয়া হরিদাস ঠাকুরকে আসিয়া ধৃত করিল, তাহারাও পাপ-সঙ্গ-দোষে দুষ্ট হইল।।১০০।।

ঠাকুর হরিদাসের প্রতি অত্যন্ত অবিচার-মূলে দৌরাত্ম্য ও প্রহার-নির্যাতন দর্শন শ্রবণ করিয়া সজ্জনগণ যারপরনাই দুঃখিত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ 'এইরূপ বৈষ্ণববিরোধের ফলে দেশে শীঘ্রই মহা-অমঙ্গল ঘটিবে' বলিয়া মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন। বৈষ্ণবের নির্যাতন ফলেই ধরণী দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, মহামারী, বিপ্লব প্রভৃতি নানা-ক্লেশ-তাপে পরিপূর্ণা হইয়া থাকে।।১০৩।।

নিজদ্রোহী সত্য-বিরোধি-অসুরগণের কল্যাণ-কামনা—

সবে যে-সকল পাপিগণ তাঁ'রে মারে।
তা'র লাগি' দুঃখ-মাত্র ভাবেন অন্তরে।।১১২।।

নিজপ্রভু কৃষ্ণসমীপে সত্যবিরোধী-অসুরগণের সত্য-দ্রোহাপরাধের ক্ষমাপন-প্রার্থনা—

"এ সব জীবেরে, কৃষ্ণ! করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহু এ-সবার অপরাধ।।"১১৩।।

বৈকুণ্ঠনামাচার্য শ্রৌতসত্য কীর্তনকারী জগদ্গুরুর প্রতি পাষণ্ডিগণের নির্যাতন—

এইমত পাপিগণ নগরে-নগরে।
প্রহার করয়ে হরিদাস-ঠাকুরেরে।।১১৪।।

পাষণ্ডিগণের নির্দয় প্রহার-সত্ত্বেও ঠাকুরের অনুক্ষণ কৃষ্ণ-স্মৃতি-হেতু বাহ্য-ব্যবহারিক-ক্লেশানুভূতি-রাহিত্য—

দৃঢ় করি' মারে তা'রা প্রাণ লইবারে।
মনঃস্মৃতি নাহি হরিদাসের প্রহারে।।১১৫।।

স্ব-স্ব-আসুরিক প্রযত্নের পরাজয় ও বৈফল্য-দর্শনে স-বিস্ময়ে অসুরগণের চিন্তা ও সত্যস্বরূপ নামাচার্যের মহা-যোগৈশ্বর্য দর্শনে তাঁহাকে অতি মর্ত্যবুদ্ধি—

বিস্মিত হইয়া ভাবে সকল যবনে।
"মনুষ্যের প্রাণ কি রহয়ে এ মারণে? ১১৬।।
দুই তিন বাজারে মারিলে লোক মরে।
বাইশ-বাজারে মারিলাঙ যে ইহারে।।১১৭।।

হরিদাস ঠাকুরের প্রতি যবন-কর্তৃক এই দুর্ব্যবহার প্রদর্শনের ফলে সাধুগণ মনে মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হইলেন। কেহ কেহ বা মনে মনে মুলুকপতি ও তাহার মন্ত্রীকে অভিশাপ দিতে লাগিলেন, কেহ কেহ বা রাষ্ট্রবিপ্লবানয়নের নিমিত্ত অসন্তোষের বীজ বপন করিতে লাগিলেন।।১০৫।।

কেহ কেহ বা নির্দয় প্রহারকারি-যবনগণের পদে অবলুণ্ঠিত হইয়া ঠাকুরের প্রাণরক্ষার্থ কৃপা-ভিক্ষা যাচ্ঞা করিতে লাগিলেন; কেহ কেহ বা উৎকোচপ্রদানের অঙ্গীকার করিয়া তাহাদিগকে তাদৃশ প্রহার হইতে বিরত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।।১০৬।।

হিরণ্যকশিপু যেরূপ মহাভাগবত পুত্র প্রহ্লাদকে নানাপ্রকারে নিগৃহীত করিয়া নির্যাতিত করিয়াছিলেন (ভাঃ ৭।৫।৩৩-৫৩, ৭।৮।১-১৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য), মহাপাপী যবনগণও হরিদাস ঠাকুরকে সেই প্রকার নির্যাতন করিতে লাগিল, কিন্তু তথাপি তিনি ভক্তরাজ প্রহলাদের ন্যায় তাহাতে লেশমাত্র দুঃখ-ক্লেশও অনুভব করেন নাই। মহাভাগবতগণের এতাদৃশী সহিষ্ণুতা স্বাভাবিকী। তাঁহারা ভগবৎসেবায় সর্বক্ষণ এইরূপ ব্যস্ত ও নিরত থাকেন যে, ভগবদ্‌বহির্মুখ-জগতের নির্যাতনাদি তাঁহাদিগকে কোনরূপ উদ্বেগ দিতে সমর্থ হয় না। শ্রীগৌরসুন্দর এই জন্যই শ্রীশিক্ষাষ্টকে বলিয়াছেন যে, যিনি তরু হইতেও সহ্যগুণসম্পন্ন, তিনিই কৃষ্ণকথা কীর্তন করিতে সমর্থ হইবেন, অন্যে নহে। যদি সাধক অসহিষ্ণু হন, তাহা হইলে তিনি হরি-কীর্তনে সমর্থ হইবেন না; যেহেতু জগতের অসংখ্য স্থলে দেখা গিয়াছে যে, সর্বশুভপ্রদ সত্যকথা-প্রচারক হরিকীর্তনকারীকে ঈশবিমুখ-জনগণ অযথা অন্যায়ভাবে আক্রমণ করে এবং তাঁহার হরিকীর্তন-রত মুখটী বন্ধ করিবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টাযুক্ত হয়। কুল বা জাতিমদ, ধনমদ ও অপরা-বিদ্যা-মদে প্রমত্ত দুষ্প্রবৃত্ত সমাজ একমাত্র বাস্তব-সত্যবস্তু হরির সঙ্কীর্তনকে সর্বতোভাবে বাধা দিবার জন্য সর্বদা যত্ন করে, এমন কি, কপটতা করিয়া তাহারা নামে মাত্র হরিসঙ্কীর্তন-দলে যোগদান করিবার অসৎ ছলনায়ও সত্যবস্তু হরিনামের অব্যক্ত বিরোধ প্রদর্শন করে।।১০৯।।

তাদৃশ ভীষণ হইতেও অতিশয় ভীষণ নির্যাতনে হরিদাসের দুঃখ হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার এই অতুল সহিষ্ণুতার বৃত্তান্ত যিনি স্মরণ করিবেন, তাঁহারও যাবতীয় দুঃখ সর্বতোভাবে বিনষ্ট হইবে।।১১১।।

যাহারা ভাগবত-বৈষ্ণবগণের বিরুদ্ধ আচরণ করে, সেই সকল অপরাধী দুরাচারের জন্য সাধুগণ তাহাদের মঙ্গলবিধান ও উদ্ধার-সাধনার্থ তাহাদিগকে অত্যন্ত দয়ার পাত্রজ্ঞানে অন্তরে অতিশয় দুঃখ অনুভব করেন। খৃষ্টের ও হজরতের চরিত্রেও এইরূপ চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে।।১১২।।

ভগবদ্ভক্তের প্রতি বিরুদ্ধ আচরণ করিলে ভগবান্ ভয়ানক অসন্তুষ্ট হন। মহাপাপী যবনগণের নিজের প্রতি অত্যাচার-নিবন্ধন ভগবানের অপ্রসন্নতা লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর হরিদাস ভগবচ্চরণে তাহাদিগের কল্যাণের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

মরেও না, আরো দেখি,—হাসে ক্ষণে ক্ষণে।''
''এ পুরুষ পীর বা?''—সবেই ভাবে' মনে।।১১৮।।

স্বতন্ত্রেচ্ছাময় হরিদাসের প্রাকট্য দর্শনে অসুরানুচরগণের নিজপ্রভুর কোপোৎপাদন-ভয়ে উক্তি—

যবনসকল বলে,—''ওহে হরিদাস!
তোমা' হৈতে আমা'-সবার হইবেক নাশ।।১১৯।।
এত প্রহারেও প্রাণ না যায় তোমার।
কাজী প্রাণ লইবেক আমা'-সবাকার।।''১২০।।

ক্রুদ্ধ-প্রভুর ভাবী কোপ হইতে রক্ষণার্থ অসুরানুচর নিজের আততায়িগণকে পরদুঃখদুঃখী নির্মৎসর হরিদাসের অভয়দান ও কৃষ্ণধ্যান-সমাধিযোগ—

হাসিয়া বলেন হরিদাস-মহাশয়।
''আমি জীলে তোমা' সবার মন্দ যদি হয়।।১২১।।
তবে আমি মরি'—এই দেখ বিদ্যমান।''
এত বলি' আবিষ্ট হইলা করি' ধ্যান।।১২২।।

কৃষ্ণধ্যান-সমাধি-যোগে হরিদাসের বহিরনুভূতি-লোপ ও স্পন্দনহীন নিশ্চল ভাব—

সর্ব-শক্তি-সমন্বিত প্রভু-হরিদাস।
হইলেন অচেষ্ট, কোথাও নাহি শ্বাস।।১২৩।।

সবিস্ময়ে অসুরানুচরগণের নিশ্চলদেহ হরিদাসকে নবাব-সমীপে আনয়ন—

দেখিয়া যবনগণ বিস্মিত হইল।
মুলুকপতির দ্বারে লৈয়া ফেলাইল।।১২৪।।

সত্যবিরোধী নবাবের ও কাজীর সমাধিযোগাশ্রিত জগদ্গুরুকে শব-জ্ঞানে স্ব-স্ব-চিত্তবৃত্ত্যনুযায়ী বিধি-ব্যবস্থা—

''মাটি দেহ' নিঞা'' বলে মুলুকের পতি।
কাজী কহে,—''তবে ত' পাইবে ভাল গতি।।১২৫।।

সত্য-বিদ্বেষী অতীব মহা-পাপিষ্ঠ কাজীর পাষণ্ডতার পরাকাষ্ঠা-প্রদর্শন—

বড় হই' যেন করিলেক নীচ-কর্ম।
অতএব ইহারে যুয়ায় হেন ধর্ম।।১২৬।।
মাটি দিলে পরলোকে হইবেক ভাল।
গাঙ্গে ফেল,—যেন দুঃখ পায় চিরকাল।।''১২৭।।

হরিদাসকে অসুরানুচরগণের নদীতে নিক্ষেপ-চেষ্টা—

কাজীর বচনে সব ধরিয়া যবনে।
গাঙ্গে ফেলাইতে সবে তোলে গিয়া তা'নে।।১২৮।।

নদীতে নিক্ষেপ-প্রারম্ভে কৃষ্ণসেবা-সুখ-সমাধি-নিমগ্ন হরিদাস—

গাঙ্গে নিতে তোলে যদি যবনসকল।
বসিলেন হরিদাস হইয়া নিশ্চল।।১২৯।।

বিশ্বম্ভরাবিষ্ট হরিদাস-দেহের মহা-গুরুত্ব—

ধ্যানানন্দে বসিলা ঠাকুর হরিদাস।
বিশ্বম্ভর দেহে আসি' হৈলা পরকাশ।।১৩০।।

বিশ্বম্ভরাবিষ্ট হরিদাসের গুরুত্ব ও অচলত্ব—

বিশ্বম্ভর-অধিষ্ঠান হইল শরীরে।
কা'র শক্তি আছে হরিদাসে নাড়িবারে?১৩১।।

'জীবের মতি কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা হইতে কখনও বিচ্যুত হউক'—ভগবদ্ভক্ত কোন-কালেই এইরূপ সর্বনাশ-সাধিনী প্রার্থনা করেন না। সর্বজীবে করুণ-হৃদয় বৈষ্ণব-ঠাকুর কোন প্রাণীর অমঙ্গলের কারণ হন না।।১১৩।।

সাধারণ বদ্ধজীবগণ বাহ্যজগতের চিন্তা-স্রোতে একেবারেই বিমূঢ় হইয়া স্ব-স্ব-চঞ্চল মনকেই ব্যবহারিক-কার্যে পরিচালক বলিয়া জ্ঞান করেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ হরিসেবায় সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকায় তাঁহারা বাহ্য-বিষয়ের ভোক্তৃত্বে মনকে কখনও নিযুক্ত করেন না, পরন্তু জাগতিক জড় বস্তুর বা ঘটনার সম্বন্ধ-বিষয়ে তাঁহাদের বহির্দেহের ও অন্তর্মনের আদৌ কোন স্মৃতি থাকে না—সম্পূর্ণ দেহাত্মবোধে বিস্মৃতি ঘটে,—''কৃষ্ণনামে প্রীত, জড়ে উদাসীন, নির্দোষ, আনন্দময়।।''১১৫।।

পীর,—(ফার্সি বা পারসীক-শব্দ), ঈশ্বর-জানিত সাধু, অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন সর্বজনমান্য মহাপুরুষ।।১১৮।।

উগ্র-প্রহারকারী সেই যবনভৃত্যগণ হরিদাসকে বলিল,—'আমরা তোমাকে যৎপরোনাস্তি প্রহার করিয়া একেবারে মারিয়া ফেলিতে না পারিলে আমাদের প্রতি মনিবগণের বিষম ক্রোধের সঞ্চার হইবে। তাঁহারা ক্রোধ-পরবশ হইয়া আমাদিগকে প্রাণে বিনাশ করিবেন।।''১১৯।।

পাশবিক জড়বল দ্বারা চিদ্বলৈশ্বর্যশালীর অপরাজেয়ত্ব—

মহা-বলবন্ত সব চতুর্দিকে ঠেলে।
মহা-স্তম্ভপ্রায় প্রভু আছেন নিশ্চলে।।১৩২।।

কৃষ্ণসেবা-রস নিমগ্ন হরিদাসের বহিরনুভূতি-রাহিত্য—

কৃষ্ণানন্দ-সুধাসিন্ধু-মধ্যে হরিদাস।
মগ্ন হই' আছেন, বাহ্য নাহি পরকাশ।।১৩৩।।

হরিদাসের পরব্যোমানুভূতিরূপ সেবা-সুখ-সমাধি ও জড়ব্যোমানুভূতি-রাহিত্য—

কিবা অন্তরীক্ষে, কিবা পৃথ্বীতে, গঙ্গায়।
না জানেন হরিদাস আছেন কোথায়।।১৩৪।।

ভক্তরাজ প্রহ্লাদের দৃষ্টান্ত ও উপমা—

প্রহ্লাদের যেহেন স্মরণ কৃষ্ণভক্তি।
সেইমত হরিদাস ঠাকুরের শক্তি।।১৩৫।।

চেটীর ন্যায় সিদ্ধি ও বিভূতি—গৌরকৃষ্ণগত-প্রাণ নামরস-রসিকের অনুগামিনী—

হরিদাসে এই সব কিছু চিত্র নহে।
নিরবধি গৌরচন্দ্র যাঁহান হৃদয়ে।।১৩৬।।

ভগবান্ শ্রীরাঘবের নিত্যসিদ্ধ-পার্ষদ হনূমানের দৃষ্টান্ত ও উপমা—

রাক্ষসের বন্ধনে যেহেন হনূমান্।
আপনে লইলা করি' ব্রহ্মার সম্মান।।১৩৭।।

শ্রীনামের কীর্তন-কার্যে ব্যহারিক দুঃখক্লেশকে ঈশানুকম্পা-জ্ঞানে অচলা নামনিষ্ঠার জ্বলন্ত আদর্শ-শিক্ষা-প্রদর্শন—

এইমত হরিদাস যবন-প্রহার।
জগতের শিক্ষা লাগি' করিলা স্বীকার।।১৩৮।।

শ্রীনামপ্রভুর কীর্তন-সেবন-কার্যের সর্বোত্তম উপদেশ-শিক্ষা—

''অশেষ দুর্গতি হয়, যদি যায় প্রাণ।
তথাপি বদনে না ছাড়িব হরিনাম।।''১৩৯।।

শ্রীনৃসিংহাভিগুপ্ত ভক্তের বিঘ্ন-ক্লেশাতীতত্ব—

অন্যথা গোবিন্দ-হেন রক্ষক থাকিতে।
কার শক্তি আছে হরিদাসেরে লঙ্ঘিতে?১৪০।।

স্বয়ং নামাচার্যের ক্লেশপ্রাপ্তি দূরে থাকুক, তদীয় নাম-স্মরণেই তন্নিবৃত্তি—

হরিদাস-স্মরণেও এ দুঃখ সর্বথা।
খণ্ডে সেইক্ষণে, হরিদাসের কি কথা।।১৪১।।

গৌরভক্তশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলগুরু গোস্বামী হরিদাস—

সত্য সত্য হরিদাস—জগৎ-ঈশ্বর।
চৈতন্যচন্দ্রের মহা-মুখ্য অনুচর।।১৪২।।

ভগবদিচ্ছায় গঙ্গা-জলে ভাসমান হরিদাসের বাহ্যদশা-অবতরণ—

হেনমতে হরিদাস ভাসেন গঙ্গায়।
ক্ষণেকে হইল বাহ্য ঈশ্বর-ইচ্ছায়।।১৪৩।।

হরিদাস কহিলেন,—'আমি তোমাদিগের দ্বারা অত্যন্ত প্রহৃত হইয়াও, যদি আমার প্রকটাবস্থায় তোমাদের কোন প্রকার অনিষ্ট ঘটে, তাহা হইলে তোমাদের সেই অমঙ্গল-নিবারণ ও মঙ্গলের জন্য আমি এই মুহূর্তে দেহ ত্যাগ করিতে পারি'—এই বলিয়া তিনি শুদ্ধসত্ত্বহৃদয়ে চিন্ময় ভগবদ্ধ্যানমগ্ন শুদ্ধসমাধি-অবস্থায় মৃতপ্রায়ের ন্যায় লীলার অভিনয় করিলেন। ভগবদ্ভাবে সমাধি-হেতু তাঁহার নিশ্বাস-প্রশ্বাস আর প্রত্যক্ষভাবে প্রবাহিত হইতে দেখা গেল না।।১২১-১২২।।

'মাটি দেহ'—মৃত্তিকার নীচে প্রোথিত বা সমাধিস্থ কর, 'গোর' বা 'কবর' দেও।

পাষণ্ডী কাজী বলিল,—'হরিদাস পরমোৎকৃষ্ট যবনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তখন মৃত্তিকার নীচে সমাধি-লাভফলে যাহাতে তাঁহার পারলৌকিক সুগতিটুকুও লাভ না হয়, তাহাই আমাদের কর্তব্য। যবনদিগের ধর্মবিশ্বাস এই যে, মৃতশরীরকে মৃত্তিকার নিম্নদেশে প্রোথিত করিয়া রাখিলে শরীরীর সদ্গতি লাভ হয়। অতএব হরিদাস ঠাকুরের মৃতপ্রায় দেহ মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত না করিয়া গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিলে তিনি হিন্দুত্ব-গ্রহণ এবং হিন্দুধর্মের দেবতার নামগ্রহণরূপ পাপের শাস্তিস্বরূপ অনন্তকাল ক্লেশ পাইবেন।।'১২৬।।

কৃষ্ণানন্দ-সুধা-সিন্ধু—কৃষ্ণপ্রেমানন্দ-সমাধি।

বাহ্য,—বাহ্যজ্ঞান।।১৩৩।।

হরিদাসের তটে আগমন—

চৈতন্য পাইয়া হরিদাস-মহাশয়।
তীরে আসি' উঠিলেন পরানন্দময়।।১৪৪।।

নামোৎকীর্তনানন্দে ফুলিয়া-গ্রামে আগমন—

সেইমতে আইলেন ফুলিয়া-নগরে।
কৃষ্ণনাম বলিতে বলিতে উচ্চৈঃস্বরে।।১৪৫।।

স্ব-স্ব-আসুরিক হিংসা-চেষ্টা বিফল ও বিজিত হইয়াছে দেখিয়া অসুরগণের ভক্তপদে বশ্যতা-স্বীকার—

দেখিয়া অদ্ভুত-শক্তি সকল যবন।
সবার খণ্ডিল হিংসা, ভাল হৈল মন।।১৪৬।।

যোগৈশ্বর্যশালী অতি-মর্ত্য পুরুষ-জ্ঞানে হরিদাসকে বন্দনা-ফলে অসুরগণের উদ্ধার-লাভ—

'পীর' জ্ঞান করি' সবে কৈল নমস্কার।
সকল যবনগণ পাইল নিস্তার।।১৪৭।।

বহির্দশায় আসিয়া সম্মুখে নিজদ্রোহী নবাবকে দেখিয়া তৎপ্রতি ক্ষমা ও করুণা-প্লাবিত হাস্য—

কতক্ষণে বাহ্য পাইলেন হরিদাস।
মুলুকপতিরে চাহি' হৈল কৃপা-হাস।।১৪৮।।

হরিদাসের ঐশ্বর্য-মহিমা-দর্শনে নবাবের করযোড়ে সবিনয়ে উক্তি—

সম্ভ্রমে মুলুকপতি যুড়ি' দুই কর।
বলিতে লাগিল কিছু বিনয়-উত্তর।।১৪৯।।

হরিদাসকে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ববিৎ সিদ্ধ মহাপুরুষ-জ্ঞান—

"সত্য সত্য জানিলাঙ,—তুমি মহা-পীর।
'এক'-জ্ঞান তোমার সে হইয়াছে স্থির।।১৫০।।

হরিদাস ব্যতীত বিদ্ধ যোগী ও জ্ঞানী প্রভৃতি সকলেই মুখে মাত্র মুক্তাভিমানী হইয়াও বস্তুতঃ অমুক্ত—

যোগী জ্ঞানী যত সব মুখে-মাত্র বলে।
তুমি সে পাইলা সিদ্ধি মহা-কুতূহলে।।১৫১।।

প্রহ্লাদের....কৃষ্ণভক্তি,—(ভাঃ ৭।৪, ৩৬, ৩৮ এবং ৪২ শ্লোকে প্রহ্লাদ-চরিত্র বর্ণন-প্রসঙ্গে যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি)—'ভগবান্ বাসুদেবের প্রতি সেই প্রহ্লাদের স্বাভাবিকী রতি ছিল। বাল্যাবস্থায় অনিত্যক্রীড়াদি পরিত্যাগপূর্বক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিরন্তর ঐকান্তিক-স্মরণ-প্রভাবে তিনি কৃষ্ণৈকসেবনপর-চিত্ত ও কৃষ্ণাক্রান্ত-হৃদয় হওয়ায় সম্পূর্ণভাবে জগতের বহিঃপ্রতীতি-রহিত ছিলেন। গোবিন্দ-পরিরম্ভিত হওয়ায় তিনি উপবেশন, পর্যটন, ভোজন, শয়ন, পান ও বাক্য উচ্চারণ করিয়াও ঐ সকল চেষ্টার অনুসন্ধান করিতেন না—কেবলমাত্র অভ্যাসবশেই সম্পাদন করিতেন।' (ভাঃ ৭।৯।৬-৭ শ্লোকে যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি)—'ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেবের করস্পৃষ্ট হইবা-মাত্র প্রহ্লাদের যাবতীয় অশুভ নিরস্ত হইল এবং তৎক্ষণাৎ হৃদয়ে অপরোক্ষীভূত ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হওয়ায় তিনি নির্বৃত হইয়া হৃদয় মধ্যে ভগবদ্-পাদপদ্ম ধ্যান করিতে লাগিলেন। ** প্রহ্লাদের হৃদয় উত্তম সমাধি লাভ করিলেন, কেন না, তাহার হৃদয় ও দৃষ্টি একান্তভাবে ভগবানের প্রতি ন্যস্ত হইয়াছিল।।'১৩৫।।

লঙ্কা-বিজয়কালে হনুমান্ যেরূপ রাক্ষসরাজ রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিতের নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র-বন্ধনে পতিত হইয়া ব্রহ্মাস্ত্রের সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন (রামায়ণে সুন্দরকাণ্ডে ৪৮ সঃ ৩৬-৪৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য), সেইরূপ হরিদাসও জগৎকে সর্বোত্তম সহিষ্ণুতার আদর্শ শিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত যবনের ভীষণ নিষ্ঠুর প্রহার স্বীকার করিয়াছিলেন।।১৩৭-১৩৮।।

ভক্তিবিরোধী অন্যাভিলাষী, কর্মী ও মায়াবাদি-সম্প্রদায় ভক্তের প্রতি যতই কেন না প্রতিকূল আচরণ করুক, তথাপি ভক্ত ভগবানের নাম-ভজন পরিত্যাগ করেন না।।১৩৯।।

অন্যথা—অর্থাৎ, পূর্বকথিত 'অশেষ দুর্গতি হয়, যদি যায় প্রাণ। তথাপি বদনে না ছাড়িব হরিনাম।।'—এইরূপ উক্তি দ্বারা যদি ঠাকুর হরিদাস অতুলনীয় সহিষ্ণুতার সর্বোত্তম-আদর্শ প্রদর্শনপূর্বক 'জগতের শিক্ষা'র নিমিত্ত উদ্দেশ্যবিশিষ্ট না হইতেন, তাহা হইলে।

ভগবান্ গোবিন্দই সমগ্র জগতের পালনকর্তা। তাঁহার ঐকান্তিক-ভক্তশ্রেষ্ঠ হরিদাসের উপর কাহারও দ্রোহিতা, দৌরাত্ম্য, বিরোধ, অত্যাচার বা নির্যাতন বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে না। কোন পাষণ্ডীরই হরিদাসকে অতিক্রম করিবার অধিকার নাই।।১৪০।।

নবাবের স্বকৃত দ্রোহজনিত পাপের ক্ষমা-প্রার্থনা—

তোমারে দেখিতে মুই আইলুঁ এথারে।
সব দোষ, মহাশয়! ক্ষমিবা আমারে।।১৫২।।

হরিদাসের সর্বত্র সমদর্শিত্ব ও অক্ষজ-জ্ঞানে-দুর্জ্ঞেয়ত্ব—

সকল তোমার সম,—শত্রু-মিত্র নাই।
তোমা' চিনে,—হেন জন ত্রিভুবনে নাই।।১৫৩।।

হরিদাসকে সর্বত্র যথেচ্ছ বিচরণার্থ অনুমতি-প্রদান—

চল তুমি, শুভ কর' আপন-ইচ্ছায়।
গঙ্গাতীরে থাক গিয়া নির্জন-গোফায়।।১৫৪।।
আপন-ইচ্ছায় তুমি থাক যথা-তথা।
যে তোমার ইচ্ছা, তাই করহ সর্বথা।।"১৫৫।।

হরিদাস-দর্শনে উত্তমাধম-নির্বিশেষে সকলের নিজ-স্বাতন্ত্র্য-বিস্মৃতি ও তদানুগত্য-স্বীকার—

হরিদাস-ঠাকুরের চরণ দেখিলে।
উত্তমের কি দায়, যবন দেখি' ভুলে'।।১৫৬।।

অমানুষিক দ্রোহ-দৌরাত্ম্যাচরণশীল বিধর্মীরও হরিদাসকে সিদ্ধ-মহাপুরুষ-জ্ঞানে পাদপদ্ম-বন্দন—

এত ক্রোধে আনিলেক মারিবার তরে।
'পীর' জ্ঞান করি' আরো পা'য়ে পাছে ধরে।।১৫৭।।

নিজদ্রোহী বিধর্মীকে ক্ষমা-প্রদর্শনান্তে হরিদাসের ফুলিয়া গ্রামে আগমন—

যবনেরে কৃপা-দৃষ্টি করিয়া প্রকাশ।
ফুলিয়ায় আইলা ঠাকুর-হরিদাস।।১৫৮।।

পাঠান্তরে 'জগৎ-ঈশ্বরের' স্থানে 'পূর্ব বিপ্রবর'; প্রকৃতপ্রস্তাবে ঠাকুর হরিদাস পূর্ব হইতেই সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ-চূড়ামণি। জড়-প্রত্যক্ষবাদী তাঁহাকে যবনকুলে উদ্ভূত দেখিলেও তিনি অনাদিকাল হইতে অচ্যুতাত্ম ব্রহ্ম-স্বভাব-সম্পন্ন মহা ধীর ভগবৎসেবক বৈষ্ণববর। যাঁহারা সর্বক্ষণ ভগবানের সেবা করেন, তাঁহারাই অনাদিকাল হইতে নিত্য ব্রাহ্মণতা-গুণে বিভূষিত। কেহ কেহ জাল-পুঁথি রচনা করিয়া হরিদাস ঠাকুরকে শৌক্র-বিপ্রকুলোদ্ভূত বলিয়া নিজ নিজ তত্ত্বানভিজ্ঞতা-প্রসূত ক্ষুদ্র জড়ীয় সামাজিক-বিচার তাঁহার প্রতি আরোপ করিতে যা'ন, কিন্তু সেই সকল অলীক তত্ত্ববিবরণ---সর্বথা ইতিহাস-বিরুদ্ধ।

'জগৎ-ঈশ্বর'-শব্দটী চৈতন্যচন্দ্রের বিশেষণও' হইতে পারে; অথবা, প্রাক্তন-জন্মে হরিদাসের বিরিঞ্চিত্ব লক্ষ্য করিয়াও 'জগদীশ্বর'-শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে। শ্রীরূপ গোস্বামি-কথিত ষড়্বেগ-দমনকারী মহাভাগবত 'গোস্বামী'ই 'জগদীশ্বর' বা 'বৈষ্ণব' প্রভৃতি মহান্ শব্দে অভিহিত হন।।

মহাভাগবতবর ঠাকুর হরিদাসকে পূজ্যবুদ্ধিতে বিনীতভাবে নমস্কারকারী যবনগণের ভববন্ধন-মোচন হইল।।১৪৭।।

এক-জ্ঞান,---সর্বভূতে ভগবদ্ভাব এবং ভগবানে ভূত (বৈচিত্র্য) দর্শন অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞানানুভূতি।

সাধারণ কপট-যোগী বা কপট-জ্ঞানী কেবলমাত্র মুখে উদারতা দেখাইবার জন্য অদ্বয়জ্ঞানের কথা বলিয়া থাকে, কিন্তু তুমি হরিদাস প্রকৃতপক্ষে সত্য সত্যই সিদ্ধ মহাপুরুষ।।১৫১।।

জগতের লোক অক্ষজ-জ্ঞানের বিচার-বলে মহাভাগবত পরমহংস-বৈষ্ণবকে বুঝিতে পারে না। বস্তুতঃ কেহই বৈষ্ণবের শত্রু বা মিত্র নহে। সমগ্র বিশ্ববাসীকেই বৈষ্ণব-জ্ঞান-হেতু তিনি সকলেরই বন্ধু এবং প্রাকৃত ভোগ্য-দর্শন-রহিত হইয়া শত্রু ও মিত্রে অর্থাৎ সর্বজীবে তিনি সমদর্শন।।১৫৩।।

গোফায়,---(সংস্কৃত 'গুহা' এবং হিন্দী 'গুফা'-শব্দজ) জনহীন গহ্বরে।

মুলুকপতি বলিলেন,---'হরিদাস! তুমি এক্ষণে অবরোধ-মুক্ত হইয়াছ; সুতরাং স্বেচ্ছাক্রমে ফুলিয়া-গ্রামে গঙ্গাতটে কোন নির্জন-গুহায় তোমার অভীষ্টদেবের সুষ্ঠু ভজনের নিমিত্ত শুভ বিজয় করিতে পার। অতি ঘৃণিত মহাপরাধী আমাদের অমার্জনীয় অপরাধ তুমি ক্ষমা করিয়া শুভ কৃপা-দৃষ্টি নিক্ষেপ কর।।১৫৪।।

যবনগণ সাধারণতঃ ভগবদ্ভক্তিরহিত। অন্যাভিলাষী, কর্মী ও জ্ঞানী প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত উচ্চ অভক্ত সম্প্রদায়গণ মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ ঠাকুর হরিদাসের শ্রীচরণ-কমলের ঔদার্য ও মাহাত্ম্য দর্শন করিলে তাহাদের নিজ-নিজ-বিষয়ের মহত্ত্বোপলব্ধি হইতে চিরতরে অবসর লাভ ঘটে। নিতান্ত ঈশবিমুখ পাপিষ্ঠ যবনগণও তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাহাদিগের ইন্দ্রিয়চালন-স্পৃহাময়ী ভক্তিবিরোধ-চেষ্টা বিস্মৃত হইয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল।।১৫৬।।

উচ্চনামকীর্তনমুখে বিপ্রসভায় উপস্থিতি—

উচ্চ করি' হরিনাম লইতে লইতে।
আইলেন হরিদাস ব্রাহ্মণ-সভাতে।।১৫৯।।

হরিদাস-দর্শনে বিপ্রগণের হর্ষ—

হরিদাসে দেখি' ফুলিয়ার বিপ্রগণ।
সবেই হইলা অতি পরানন্দ-মন।।১৬০।।

বিপ্রগণের হরিধ্বনির মধ্যে হরিদাসের সহর্ষে নৃত্য—

হরিধ্বনি বিপ্রগণ লাগিলা করিতে।
হরিদাস লাগিলেন আনন্দে নাচিতে।।১৬১।।

হরিনাম প্রভাবে হরিদাসের অষ্টসাত্ত্বিক ভাববিকার—

অদ্ভুত অনন্ত হরিদাসের বিকার।
অশ্রু, কম্প, হাস্য, মূর্চ্ছা পুলক, হুঙ্কার।।১৬২।।

হরিদাসের প্রেমাবেশে ভূপতন, বিপ্রগণের বিস্ময়—

আছাড় খায়েন হরিদাস প্রেমরসে।
দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ মহানন্দে ভাসে।।১৬৩।।

হরিদাসের স্থৈর্য ও বিপ্রগণ-বেষ্টিত হইয়া উপবেশন—

স্থির হই' ক্ষণেকে বসিলা হরিদাস।
বিপ্রগণ বসিলেন বেড়ি' চারিপাশ।।১৬৪।।

নিজদ্রোহ শ্রবণে দুঃখিত বিপ্রগণকে আশ্বাসন ও বহির্দৃষ্ট ব্যবহার-দুঃখকে ভগবৎকৃপা-সম্পদজ্ঞান—

হরিদাস বলেন,—"শুনহ বিপ্রগণ!
দুঃখ না ভাবিহ কিছু আমার কারণ।।১৬৫।।

স্বয়ং সম্পূর্ণ দোষাতীত হইয়াও দৈন্য ও প্রপত্তি বশে অন্য কৃত বিষ্ণুনিন্দা-শ্রবণাভিনয়কালে আপনাকে দোষী ও দণ্ড্য জ্ঞানদ্বারা জগতে দৈন্য ও প্রপত্তি-শিক্ষা-দান—

প্রভু-নিন্দা আমি যে শুনিলুঁ অপার।
তা'র শাস্তি করিলেন ঈশ্বর আমার।।১৬৬।।

দৈন্য ও প্রপত্তি বশে বিষ্ণুনিন্দা-শ্রবণাভিনয়ফলস্বরূপ নিজপ্রতি বিধর্মিকৃত মহা-দ্রোহ ও হিংসাকেও ভগবানের অল্প দণ্ড বা কৃপা-প্রসাদ-ক্ষমা-জ্ঞান—

ভাল হৈল, ইথে বড় পাইলুঁ সন্তোষ।
অল্প শাস্তি করি' ক্ষমিলেন বড়-দোষ।।১৬৭।।

স্বয়ং পুণ্যপাপাতীত মুক্ত মহাভাগবত হইয়াও আপনাকে যমদণ্ড্য মর্ত্যজীব-জ্ঞানে দুর্ভাগ্য জীবের বিষ্ণুনিন্দা-শ্রবণ-জনিত মহাপাপ-ফলে কুম্ভীপাক-নরক লাভ বর্ণন—

কুম্ভীপাক হয় বিষ্ণুনিন্দন-শ্রবণে।
তাহা আমি বিস্তর শুনিলুঁ পাপ-কাণে।।১৬৮।।

বিষ্ণুনিন্দা-শ্রবণাভিনয়ফলস্বরূপ নিজপ্রতি ভীষণ-দ্রোহ ও হিংসাকে যথাযোগ্য ভগবৎকৃপা-দণ্ড-জ্ঞান এবং দুঃসঙ্গজনিত নামাপরাধ হইতে নির্মুক্তি-প্রার্থনা-দ্বারা শিক্ষাদান—

যোগ্য শাস্তি করিলেন ঈশ্বর তাহার।
হেন পাপ আর যেন নহে পুনর্বার।।"১৬৯।।

সজ্জন ভূসুরগণ-সহ হরিদাসের কৃষ্ণকীর্তন—

হেনমতে হরিদাস বিপ্রগণ-সঙ্গে।
নির্ভয়ে করেন সংকীর্তন মহারঙ্গে।।১৭০।।

অহো মহাভাগবত পরমহংস বৈষ্ণবঠাকুরের কি আশ্চর্য অলৌকিক মহিমা! ঠাকুর হরিদাসের বিদ্বেষী যে মুলুকপতি পূর্বে ভীষণ-ক্রোধবশে ঠাকুরকে অতি কঠিন শাস্তি প্রদান করিবার নিমিত্ত নিজ সমীপে ধরিয়া আনাইয়াছিল, সেই বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধী মহা-পাপী ব্যক্তিই কিনা অবশেষে ঠাকুরের অলৌকিক ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার জ্বলন্ত আদর্শ দর্শনে নিরতিশয় বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ঈশ্বর-প্রেরিত অতিমর্ত্য-মহাপুরুষজ্ঞানে পূজ্যবুদ্ধি করিল; শুধু তাহাই নহে, সেই পাষণ্ডী মহাপরাধী অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া স্বীয় অপরাধ-ক্ষমা যাচ্ঞাপূর্বক ঠাকুরের পাদপদ্ম বন্দন পর্যন্ত করিতে বাধ্য হইল।।১৫৭।।

ফুলিয়ায় কাজীর অত্যাচার ও আম্বুয়া-মুলুকপতির নিগ্রহ হইতে অবসর লাভ করিয়া ঠাকুর হরিদাস ফুলিয়া-গ্রাম-নিবাসী ব্রাহ্মণসমাজের নিত্য-পরম-কল্যাণ-সাধনের নিমিত্ত উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। সঙ্কীর্ণ-সাম্প্রদায়িকতা ও সামাজিক ভক্তিবিদ্বেষবশতঃ কোন কোন ব্রাহ্মণব্রুব হরিদাসকে পূর্বে নামদাতা শ্রীগুরুদেব-পদে বরণ করিতে রুচিবিশিষ্ট হন নাই। এক্ষণে তাঁহার অলৌকিক অমিত-শক্তির কথা শুনিয়া সকল মর্যাদা-সম্পন্ন ব্রাহ্মণই তাঁহাকে ভগবদভিন্ননামদাতা বলিয়া স্বীকার করিলেন। তাঁহারা সকলেই মহানন্দে হরিদাসকে সমাদর করিতে লাগিলেন।।১৫৯-১৬১।।

বৈকুণ্ঠশ্রৌতসত্য-প্রচারক নির্দোষ জগদ্‌গুরু বৈষ্ণবাচার্য-প্রতি দ্রোহজনিত মহাপরাধের ফল—

তাহানেও দুঃখ দিল যে-সব যবনে।
সবংশে উচ্ছন্ন তারা হৈল কতদিনে।।১৭১।।

গঙ্গা-তীরে নির্জনে হরিদাসের নিরন্তর কৃষ্ণস্মরণ—

তবে হরিদাস গঙ্গা-তীরে গোফা করি'।
থাকেন বিরলে অহর্নিশ কৃষ্ণ স্মরি'।।১৭২।।

প্রত্যহ তিনলক্ষ শুদ্ধ-নাম-গ্রহণ-হেতু হরিদাসের ভজন-কুটীরটি শুদ্ধসত্ত্বময় অভিন্ন-বৈকুণ্ঠ—

তিন-লক্ষ নাম দিনে করেন গ্রহণ।
গোফা হৈল তাঁ'র যেন বৈকুণ্ঠ-ভবন।।১৭৩।।

গুহা-স্থিত মহাসর্পের আখ্যান—

মহা-নাগ বৈসে সেই গোফার ভিতরে।
তার জ্বালা প্রাণি-মাত্রে সহিতে না পারে।।১৭৪।।

হরিদাস-দর্শনার্থ সমাগত জনগণের সর্পবিষ-জ্বালা-প্রভাবে শীঘ্র স্থান-ত্যাগ—

হরিদাস-ঠাকুরেরে সম্ভাষা করিতে।
যতেক আইসে, কেহ না পারে রহিতে।।১৭৫।।

নিরন্তর নামৈকনিষ্ঠ হরিদাস ব্যতীত অন্য সকলেরই সর্পবিষ-জ্বালানুভূতি—

পরম-বিষের জ্বালা সবেই পায়েন।
হরিদাস পুনঃ ইহা কিছু না জানেন।।১৭৬।।

হরিদাস আপনাকে কর্মফলবাধ্য সামান্য বদ্ধজীব-জ্ঞানে দৈন্যভরে বলিলেন,—'আমার প্রাক্তন-কর্ম-দোষেই ভগবদ্-বৈমুখ্যের শাস্তিস্বরূপ ভগবদ্‌বিরোধময়ী কথা শুনিতে হইয়াছিল। যেহেতু আমি সহিষ্ণুতা-ধর্মক্রমে ভগবদ্‌বিদ্বেষি-জনগণের কর্কশ-বাণী শ্রবণ করিয়া তাহার যথোচিত প্রতিকার প্রার্থনা করি নাই, সেই জন্যই ভগবান্ আমার প্রতি এইরূপ দণ্ড বিধান করিলেন। যাহারা ভক্ত ও ভগবানের প্রতি বিদ্বেষোক্তি শ্রবণ করিয়াও আপনাদিগকে সহিষ্ণু জানাইবার জন্য উহার প্রতিকারে যত্নবিশিষ্ট হয় না, তাহাদের জন্য ভগবান্ কঠোর শাস্তি বিধান করেন। প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় হরিগুরুবৈষ্ণবের নিন্দোক্তি শ্রবণ করিয়াও নিজের ঘৃণিত জঘন্য কাপট্যকে 'বৈষ্ণবাচার' বলিয়া প্রতিপাদন করিতে যায় বলিয়া তাহাদের ভীষণ দুর্দশা অবশ্যম্ভাবী। ঠাকুর হরিদাস সত্যসত্যই সহিষ্ণুতাধর্মের সর্বোত্তম আদর্শ ছিলেন; আর কপট প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় ঠাকুর হরিদাসের সহিষ্ণুতাধর্মের কৃত্রিম অনুকরণ করিতে যাওয়ায় তাহাদের ভাগ্যে নানাবিধ ক্লেশভোগ-লাভই সার হয়। মহাভাগবত পরমহংস বৈষ্ণব স্বয়ং নিন্দাদি-শূন্যহৃদয় বলিয়া কৃষ্ণেতর প্রতীতিজনিত পরের নিন্দা-প্রশংসা-প্রজল্প-চর্চা প্রভৃতি জড় বহির্দর্শন তাঁহার থাকে না, কিন্তু প্রাকৃত-সহজিয়ার তাদৃশ উচ্চ অবস্থা লাভ না হওয়ায় তদনুকরণ চেষ্টা তাহার পক্ষে ঘৃণিত কপটাচরণেই পর্যবসিত হয়; সুতরাং তাহার দুঃখভোগ অনিবার্য। এই কথা কপট প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায়কে জানাইবার জন্যই হরিদাস ঠাকুরের সাধারণ-জনোচিত কর্মফলবাদের আবাহন। প্রাকৃত-সহজিয়া কর্মফলের অধীন, কিন্তু হরিনামোচ্চারণকারী মুক্তকুলশিরোমণি হরিদাস ঠাকুর কর্মফলাধীন নহেন; —একথা শ্রীরূপগোস্বামিপাদ শ্রীনামাষ্টকেও (৪র্থ শ্লোকে) লিখিয়াছেন,—"যদ্‌ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ। অপৈতি নামস্ফুরণেন তত্তে প্রারব্ধকর্মেতি বিরৌতি বেদঃ।।" অর্থাৎ 'ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার-নিষ্ঠা দ্বারাও ভোগব্যতীত প্রারব্ধ কর্ম কখনই বিনাশ প্রাপ্ত হয় না; কিন্তু হে নাথ, জিহ্বাগ্রে তোমার শ্রীনামের স্ফূর্তিমাত্রেই (নামাভাসেই) সেই প্রারব্ধ-কর্ম সমূলে বিনষ্ট হয়,—ইহা বেদ তারস্বরে কীর্তন করিতেছেন।।'১৬৬।।

বিষ্ণুবৈষ্ণব-নিন্দা শ্রবণ করিয়া যে-সকল মূঢ়মতি 'তরোরপি সহিষ্ণু' শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য শিক্ষার বিরুদ্ধে কপট-কৃত্রিম মৃদুতা বা সহিষ্ণুতার ভাণে আপনাদিগকে উন্নত ও উদার-চরিত্র (?) বলিয়া 'বাহাদুরী' প্রদর্শন করে, প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহা তাহাদের মহাপরাধের ফল বলিয়া জানিতে হইবে। তাদৃশ মহাপরাধকে অল্পজ্ঞানে নিজের জড়প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহ চেষ্টারূপ ইন্দ্রিয় তর্পণকে হরিভজনের অভিনয় বলিয়া জানাইতে হইবে না। তজ্জন্যই জগদ্‌গুরু ঠাকুর হরিদাস কপট দৈন্যাভিনয়ের স্তাবক মূর্খ প্রাকৃত সহজিয়াগণের মহাদোষকে লক্ষ্য করিয়া জগতে লোকশিক্ষার নিমিত্ত দৈন্যভরে বলিতেছেন,—হরিগুরুবৈষ্ণবের নিন্দা-শ্রবণকারী মহাপরাধী আমি ঐ প্রকার অপরাধ অম্লানবদনে শ্রবণ করিয়াও যখন প্রতীকার করি নাই, তখন আমার প্রতি হরিগুরুবৈষ্ণবগণ অধিকতর শাস্তি বিধান করিলেই যথোচিত দণ্ডবিধি প্রদর্শিত হইত; কিন্তু ভগবান্—পরম দয়াময়, আমার প্রতি পাইকগণের

হরিদাসের ভজনস্থলে বিপ্রগণের লোকপীড়ক জ্বালার কারণ-নির্দেশ-বিচার—

বসিয়া করেন যুক্তি সর্ববিপ্রগণে।
"হরিদাস-আশ্রমে এতেক জ্বালা কেনে।।"১৭৭।।

গ্রামবাসী বিষবৈদ্যগণের তথায় বিষধর-সর্পের অবস্থান-নির্দেশ—

সেই ফুলিয়ায় বৈসে মহা-বৈদ্যগণ।
তারা আসি' জানিলেক সর্পের কারণ।।১৭৮।।

অমানুষিক অত্যাচাররূপ অতিলঘু শাস্তি বিধানপূর্বক সেই বিষ্ণুবৈষ্ণবনিন্দা-জনিত অপরাধ হইতে বিমুক্ত করিয়া অত্যন্ত অমন্দোদয়া দয়ারই পরিচয় দিয়াছেন এবং তাহাতেই আবার মহা-সুখ ও মহা-সন্তোষ। ভাঃ ১০।১৪।৮ শ্লোকে, ভগবানের প্রতি ব্রহ্মার স্তুতি, —"তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্। হৃদ্বাগ্‌বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্।।" —এই শ্লোকের অর্থ ও তাৎপর্য বিকৃত ও বিপর্যস্ত করিতে গিয়া আমি যে প্রতীকারার্থী হই নাই, উহাই আমার মহাদোষের বিষয় হইয়াছিল।।১৬৭।।

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, ভগবন্নিন্দা শ্রবণ করিয়া যে পাষণ্ডী তাহার প্রতীকারেচ্ছু না হয়, জীবিতোত্তরকালে তাহার মহা-যন্ত্রণাময় কুম্ভীপাক-নরক-লাভ ঘটে।

(ভাঃ ৪।৪।১৭ শ্লোকে প্রজাপতি-দক্ষের প্রতি সতী দাক্ষায়ণীর উক্তি—) 'অসংযত অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ ধর্ম-সংরক্ষক প্রভুর প্রতি নিন্দোক্তি ক্ষেপণ করিতে আরম্ভ করিলে, যদি স্বয়ং মরিতে বা উহাদিগকে মারিয়া ফেলিতে সামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে নিজ কর্ণদ্বয়আচ্ছাদনপূর্বক প্রভু-ভক্তের সেই স্থান হইতে নির্গমন বা প্রস্থানই কর্তব্য। আর যদি সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে ঐ সকল অসাধুগণের অকল্যাণবাদিনী জিহ্বাকে বলপূর্বক ছেদনই কর্তব্য—ইহাই প্রভু-ভক্তের একমাত্র ধর্ম।'

(ভক্তিসন্দর্ভে ২৬৫ সংখ্যায়—) "বিষ্ণু-বৈষ্ণব নিন্দা-শ্রবণে মহান্ দোষ এবোক্তঃ—নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা। ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ।।' ইতি বচনাৎ। ততোঽপগমশ্চাসমর্থস্য এব; সমর্থেন তু নিন্দকজিহ্বাবশ্যমেব ছেত্তব্যা; তত্রাপ্যসমর্থেন স্বপ্রাণপরিত্যাগোঽপি কর্তব্যঃ।" অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণবের নিন্দা-শ্রবণে মহাদোষ কথিত হইয়াছে; যথা—'ভগবানের বা ভগবৎসেবনপর ভক্তের নিন্দা শ্রবণ করিয়া যে ব্যক্তি সেই স্থান হইতে প্রস্থান করে না, নিশ্চয়ই তাহার সুকৃতি হইতে বিচ্যুতি ও অধোগতি ঘটে। অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষেই সেই স্থান হইতে প্রস্থান বিহিত; পরন্তু সমর্থ ব্যক্তি বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দকের জিহ্বা অবশ্যই ছেদন করিবেন, তাহাতে অসমর্থ হইলে নিজের প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিবেন।।১৬৮।।

আনুকরণিক প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া তাহাদের শিক্ষার নিমিত্ত হরিদাস ঠাকুর বলিতেছেন,—'আমি আর কখনও ভবিষ্যতে 'তৃণাদপি সুনীচতা'র আবরণে ও 'তরোরপি সহিষ্ণুতা'র ছলনায় স্বয়ং বৈষ্ণবাভিমানে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দা শ্রবণ করিব না। এইবার আমার যথেষ্ট শিক্ষা লাভ হইল। ভগবান্—পরম দয়াময়, আমাকে গুরু-অপরাধে লঘুশাস্তিই বিধান করিয়া শিক্ষা দিলেন।' নামাপরাধী প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় দুর্দৈব-বশতঃ ঠাকুর হরিদাসের এই সকল কথার প্রকৃত তাৎপর্য বা সারমর্ম বুঝিতে পারে না।।১৬৯।।

বৈষ্ণবের বিদ্বেষ করিলে অত্যাচারকারিগণের যে দুর্দশা-লাভ ঘটে, পাপী পাষণ্ডি-যবনগণ অচিরেই তাহা লাভ করিল। স্কন্দপুরাণে—'হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি। ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্।।" এই অব্যর্থ শাস্ত্র-শাসনানুসারে যবনগণ বসন্ত ও বিসূচিকাদি মহা-ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অচিরেই সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইল।।১৭১।।

গঙ্গা-তীরে ফুলিয়ায় নির্জন-গুহায় থাকিয়া শ্রীল ঠাকুর মহাশয় উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম কীর্তন করিতে করিতে সার্বকালীন লীলা-স্মরণে অহর্নিশ যাপন করিতে লাগিলেন। যোলনাম বত্রিশ অক্ষর মহামন্ত্র অনেক সময়ে উচ্চৈঃস্বরে, কখনও বা মৃদুস্বরে কীর্তন করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ পূর্ণসংখ্যা তিনলক্ষ নাম অর্থাৎ বৎসরে দশকোটি হরিনাম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। অনেকে নির্জনে কৃষ্ণনাম-গ্রহণে 'উপাংশুজপ'-মধ্যে গণনা করেন; তাঁহারা বলেন,—এই মহামন্ত্র বা শ্রীনামোচ্চারণ অপর কাহারও শ্রবণ কর্তব্য নয়; যিনি গ্রহণ করিতেছেন, কেবলমাত্র তিনিই শ্রবণ করিবেন। ওষ্ঠ স্পন্দিত অর্থাৎ উচ্চারিত হইলেই কৃষ্ণনাম অপর-ব্যক্তিগণের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়। কিন্তু নামকীর্তনকারি-বৈষ্ণবে শ্রদ্ধার অভাব থাকিলে তাহারা কলি-চালিত হইয়া

বৈদ্য বলিলেক—"এই গোফার তলায়।
এক মহা-নাগ আছে, তাহার জ্বালায়।।১৭৯।।
রহিতে না পারে কেহ,—কহিলুঁ নিশ্চয়।
হরিদাস সত্বরে চলুন অন্যাশ্রয়।।১৮০।।

সর্প বা ক্রূর-কপটের সঙ্গত্যাগার্থ হরিদাসকে
অনুরোধ করিতে সকলের গমন—

সর্পের সহিত বাস কভু যুক্ত নয়।
চল সবে কহি' গিয়া তাহান আশ্রয়।।"১৮১।।

সর্পক্ষ বা ক্রূর-কপটপূর্ণ তদীয় হরিভজনস্থান-ত্যাগার্থ
সকলের হরিদাসকে সর্পবৃত্তান্ত-বর্ণন—

তবে সবে আসি' হরিদাস-ঠাকুরেরে।
কহিল বৃত্তান্ত সেই গোফা ছাড়িবারে।।১৮২।।

মহাসর্পের অবস্থান ও বিষজ্বালা-বর্ণন—

"মহা-নাগ বৈসে এই গোফার ভিতরে।
তাহার জ্বালায় কেহ রহিতে না পারে।।১৮৩।।

সর্প বা কপটাধ্যুষিত তদীয় ভজনস্থল ত্যাগ-পূর্বক
হরিদাসকে অন্যত্র গমন ও অবস্থানার্থ
অনুরোধ—

অতএব এ স্থানে রহিতে যোগ্য নয়।
অন্য স্থানে আসি' তুমি করহ আশ্রয়।।"১৮৪।।

নামৈকনিষ্ঠ মহাভাগবত হরিদাসের উত্তর; তাঁহার
দ্বিতীয়াভিনিবেশ-জনিত ভয়-রাহিত্য—

হরিদাস বলেন,—"অনেক দিন আছি।
কোন জ্বালা-বিষ এ গোফায় নাহি বাসি।।১৮৫।।

নামোচ্চারণকারীর সহিত বিবাদে প্রমত্ত হয়। অন্যের শ্রবণ-রন্ধ্রে যখন বৈকুণ্ঠশব্দাশ্রিত সাধুর মুখরিত ও কীর্তিত শুদ্ধনাম প্রবেশ করে না, তখনই তাহাকে 'নির্জন ভজন' বলে। কিন্তু এইরূপ নির্জনে হরিনাম-গ্রহণ কেবলমাত্র নিজ মঙ্গলের জন্যই অনুষ্ঠিত হয়, সুতরাং তদ্দ্বারা নিজ ব্যতীত অপরের কোন কল্যাণ সাধিত হয় না। নির্বন্ধের সহিত শ্রীনামের উচ্চারণকারী সেবোন্মুখ ব্যক্তি যে নামের ভজন করিয়া থাকেন, তাহা নির্জনে সাধিত হইলেও শ্রদ্ধাবন্ত জনগণ দূর হইতে অজ্ঞাতসারে সেই নাম-কীর্তন-শ্রবণরূপ প্রসাদ গ্রহণ করেন। মধ্যমাধিকারে শ্রীনাম-কীর্তনে 'জীবে দয়া'-নামক জনসঙ্গ ঘটিতে পারে, কিন্তু অবধানযুক্ত-কীর্তনকারী শ্রোতৃগণের কল্মষ-সংশ্রবে স্বয়ং কলুষিত না হইয়া তাহাদিগের কল্মষ দূরীভূত করিয়া দয়াই বিতরণ করেন। যদি বহু শিষ্যাদির সঙ্গে নামকীর্তন করিতে গিয়া তাহাদের কর্মাগ্রহ-প্রবৃত্তির অনুবন্ধ ন্যূনাধিকভাবে মধ্যমাধিকারীতে সংশ্লিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহার অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। মধ্যমাধিকারী নামগ্রহণকারী ব্যক্তিও "জীবন্মুক্তা অপি পুনর্যান্তি সংসারবাসনাম্" শ্লোকানুসারে অধঃপতিত হইয়া সংসার লাভ করিতে পারেন। তজ্জন্য দুর্জন-সঙ্গ ও বহুশিষ্য-গ্রহণরূপ জড়াভিমান কুফলই উৎপাদন করে। যাহারা অপক্ক-যোগীর ন্যায় শিষ্য-সংগ্রহাদি ইন্দ্রিয়-ভোগ-কার্যে ব্যস্ত থাকিয়া আত্মেন্দ্রিয়-তোষণকেই 'হরি-তোষণ' বলিয়া ভ্রম করে, তাহাদিগকে ভীষণ অমঙ্গল হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই হরিদাস ঠাকুরের ভজন বর্ণন-প্রসঙ্গে প্রত্যেক আত্ম-কল্যাণেচ্ছু সাধকের উচ্চৈঃস্বরে নাম-কীর্তন ও স্বয়ং শ্রবণানুশীলন বিহিত হইয়াছে।

"শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্। নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি।।"---এই ভাঃ ২।৮।৪ শ্লোকের তাৎপর্যানুসারে জগদ্গুরু বৈষ্ণবাচার্য-মুক্তকুলশ্রেষ্ঠ ঠাকুর মহাশয় নামি-কৃষ্ণের সহিত নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলার অভেদ-বুদ্ধিতে স্বয়ং কৃষ্ণনামের কীর্তন-শ্রবণ-মুখে কৃষ্ণের লীলা-স্মরণ দ্বারা লোকশিক্ষা দিয়াছেন। যাঁহারা নামাপরাধশূন্য সম্মুখরিত শ্রীনামের শ্রবণ ও উচ্চ কীর্তন পরিহার করিয়া জড়েন্দ্রিয়-তর্পণার্থ নিজেদের সংসার-বাসনা-গ্রস্ত অশুদ্ধ ভোগচিত্তে লীলা-স্মরণের কৃত্রিম অনুকরণ প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের ঐরূপ লীলা-স্মরণের অনুকরণ চেষ্টা---ভগবৎসেবা-বৈমুখ্যমূলে বিষয়ভোগ-পিপাসা মাত্র।।১৭২।।

হরিনামাচার্য প্রচারকবর শুদ্ধসত্ত্বহৃদয় ঠাকুর মহাশয় যে গুহায় অবস্থান করিয়া উচ্চৈঃস্বরে শব্দব্রহ্ম শ্রীহরিনামের কীর্তন দ্বারা আরাধনা করিতে লাগিলেন, তাহা 'যে-দিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়' এই মহাজন-লিখিত বাক্যের অপ্রাকৃত তাৎপর্য-বিচারানুসারে 'অপ্রাকৃত নামস্বরূপ নামি-কৃষ্ণের লীলা-স্থল শুদ্ধসত্ত্ব-বৈকুণ্ঠধাম বলিয়া প্রতীত হইল।।১৭৩।।

যাহারা ঠাকুর হরিদাসের দর্শনের নিমিত্ত তাঁহার ভজনকুটীরে আসিত, তাহারা মহা-সর্পের বিষজ্বালায় ক্লেশ বোধ করিত। কোথা হইতে এই তাপ জ্বালা আসিতেছে,---পূর্বে তাহারা তাহা জানিতে পারে নাই। পরে বিষ-বৈদ্যগণকে আনাইয়া হরিদাস

অকৃতদ্রোহিত্ব ও পরদুঃখ-দুঃখিত্ব-বশে ঠাকুরের সর্পাবাস-ত্যাগের সঙ্কল্প—

সবে দুঃখ,—তোমরা যে না পার' সহিতে।
এতেকে চলিমু কালি আমি যে-সে-ভিতে।।১৮৬।।

সর্পের অবস্থান-সত্ত্বেও স্বীয় স্থান-ত্যাগ-বিষয়ে দৃঢ়-সঙ্কল্প এবং সকলকে কৃষ্ণেতর প্রজল্পত্যাগপূর্বক অনুক্ষণ কেবল কৃষ্ণকীর্তনে অনুরোধ—

সত্য যদি ইহাতে থাকেন মহাশয়।
তেঁহো যদি কালি না ছাড়েন এ আলয়।।১৮৭।।
তবে-আমি কালি ছাড়ি, যাইমু সর্বথা।
চিন্তা নাহি, তোমরা বলহ কৃষ্ণ-গাথা।।''১৮৮।।

সকলের কৃষ্ণকীর্তনকালে তথায় এক আশ্চর্য সংঘটন—

এইমত কৃষ্ণকথা-মঙ্গল-কীর্তনে।
থাকিতে, অদ্ভুত অতি হৈল সেইক্ষণে।।১৮৯।।

মহাভাগবত হরিদাসের স্থানত্যাগ-সঙ্কল্প-শ্রবণে মহাসর্পের সায়ংকালে ভজনকুটীর-ত্যাগ ও স্থানান্তরে প্রস্থান—

'হরিদাস ছাড়িবেন' শুনিঞা বচন।
মহানাগ ছাড়িলেন স্থান সেইক্ষণ।।১৯০।।
গর্ত হৈতে উঠি' সর্প সন্ধ্যার প্রবেশে।
সবেই দেখেন,—চলিলেন অন্য-দেশে।।১৯১।।

মহাসর্পের ভীষণ সৌন্দর্য-বর্ণন—

পরম-অদ্ভুত সর্প—মহা-ভয়ঙ্কর।
পীত-নীল-শুক্ল বর্ণ—পরম-সুন্দর।।১৯২।।
মহামণি জ্বলিতেছে মস্তক-উপরে।
দেখি' ভয়ে বিপ্রগণ 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' স্মরে।।১৯৩।।

সর্পের প্রস্থানে বিষজ্বালার অভাব ও বিপ্রগণের হর্ষ—

সর্প সে চলিয়া গেল, জ্বালা নাহি আর।
বিপ্রগণ হইলেন সন্তোষ অপার।।১৯৪।।

হরিদাসের যোগৈশ্বর্য-প্রভাব-দর্শনে বিপ্রগণের তৎপ্রতি শ্রদ্ধাতিশয্য—

দেখি' হরিদাস ঠাকুরের মহা-শক্তি।
বিপ্রগণের জন্মিল বিশেষ তাঁ'রে ভক্তি।।১৯৫।।

মহাভাগবত হরিদাসের মাহাত্ম্য-বর্ণন—

হরিদাস-ঠাকুরের এ কোন্ প্রভাব।
যাঁর বাক্যমাত্রে স্থান ছাড়িলেক নাগ।।১৯৬।।
যাঁর দৃষ্টিমাত্রে ছাড়ে অবিদ্যা-বন্ধন।
কৃষ্ণ না লঙ্ঘেন হরিদাসের বচন।।১৯৭।।

জনৈক ডঙ্কের (সর্প-ক্রীড়কের) আখ্যান—

আর এক, শুন, তান অদ্ভুত আখ্যান।
নাগরাজ যে কহিলা মহিমা তাহান।।১৯৮।।

ঠাকুরের কুটীরের ভিত্তি-তলে সর্পের অনুসন্ধান করিল। অপর কেহই সেই কুটীরে বিষ-জ্বালার তাপাধিক্য-নিবন্ধন বেশীক্ষণ থাকিতে পারিত না; কিন্তু নামৈকপরায়ণ অব্যর্থকাল হরিদাস ঠাকুরের উহাতে কোনপ্রকার অসুবিধাই হয় নাই। ভয়ঙ্কর বিষধর সর্পের ন্যায় ক্রূর খলের সহিত একত্র বাস কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে বিচার করিয়া আগন্তুক ব্যক্তিগণ হরিদাসকে অন্য কোন একস্থানে গমন করিবার জন্য অনুরোধ করিল।।১৮০।।

হরিদাস তদুত্তরে বলিলেন,—'সর্পের বিষ-জ্বালার জন্য আমার কোনই অসুবিধা নাই। তবে তোমরা যখন আমার জন্য ব্যস্ত হইয়াছ, তখন তোমাদের হিত ও সন্তোষ-সাধনের নিমিত্ত আমি অন্যত্র চলিয়া যাইতেছি। হয় সর্প, না হয় আমি আগামী কালই এ-স্থান ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। তোমরা কৃষ্ণেতর প্রজল্প-কথা পরিত্যাগ করিয়া সর্বক্ষণ কৃষ্ণ-গান কর।'

চিন্তা নাহি....কৃষ্ণগাথা,—এতৎপ্রসঙ্গে (ভাঃ ১।১৯।১৫ শ্লোকে) মহারাজ পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশনকালে অসংখ্য রাজর্ষি, মহর্ষি, দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণের প্রতি তাঁহার এই উক্তি আলোচ্য 'দ্বিজমুনি-তনয় শৃঙ্গি-প্রেরিত কুহক তক্ষক আসিয়া আমাকে দংশন করুক, ক্ষতি নাই, আপনারা কৃষ্ণেতর অন্য সমস্ত প্রজল্পময় কথালাপ পরিত্যাগ করিয়া সর্বক্ষণ হরিকথা গান করিতে থাকুন।।''১৮৮।।

সন্ধ্যার প্রবেশে,—সন্ধ্যারম্ভ-সময়ে, সায়ংপ্রাক্কালে।।১৯১।।

হরিদাস ঠাকুরের ঐশ্বর্য ও ঔদার্য-প্রভাবে মহাসর্পের নির্গমন দর্শনে যোগ-বিভূতিপ্রিয় কৃষ্ণভক্তি-বিমুখ নাস্তিক ব্রাহ্মণগণেরও তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিল। কর্ম-ফলবাধ্য যমদণ্ড্য শৌক্র-ব্রাহ্মণগণ মনে করিয়াছিলেন যে, সামান্য জীব যেরূপ প্রারব্ধ-

জনৈক আঢ্যের গৃহে উক্ত সর্পদষ্ট ডঙ্কের নৃত্য—

কদিন বড় এক লোকের মন্দিরে।
সর্পক্ষত ডঙ্ক নাচে বিবিধ প্রকারে।।১৯৯।।

ডঙ্কের চারিদিকে তদুচ্চারিত মন্ত্রপ্রভাবে তদীয় সঙ্গিগণের বাদ্যসহ গীত-গান—

মৃদঙ্গ-মন্দিরা গীত—তার মন্ত্র ঘোরে।
ডঙ্ক বেড়ি' সবেই গায়েন উচ্চৈঃস্বরে।।২০০।।

দৈবাৎ হরিদাসের আগমন ও ডঙ্কের নৃত্য দর্শন—

দৈবগতি তথায় আইলা হরিদাস।
ডঙ্ক-নৃত্য দেখেন হইয়া এক-পাশ।।২০১।।

মন্ত্রপ্রভাবে মানব শরীরে বাসুকির নৃত্য—

মনুষ্য-শরীরে নাগ-রাজ মন্ত্র-বলে।
অধিষ্ঠান হইয়া নাচয়ে কুতূহলে।।২০২।।

ডঙ্কসঙ্গিগণের করুণ-রাগে কালিয়হ্রদে কৃষ্ণের কালিয়নাগ দমন-লীলা-গান—

কালিয়দহে করিলেন যে নাট্য ঈশ্বরে।
সেই গীত গায়েন কারুণ্য-উচ্চ-স্বরে।।২০৩।।

কৃষ্ণকৃপা-মহিমা-শ্রবণে হরিদাসের ভূপতন ও মূর্চ্ছা—

শুনি' নিজ-প্রভুর মহিমা হরিদাস।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হই' কোথা নাহি শ্বাস।।২০৪।।

সংজ্ঞা-লাভান্তে হরিদাসের আনন্দ-হুঙ্কার ও নৃত্য—

ক্ষণেকে চৈতন্য পাই, করিয়া হুঙ্কার।
আনন্দে লাগিলা নৃত্য করিতে অপার।।২০৫।।

হরিদাসের অপ্রাকৃত ভাব-মুদ্রাবেশ-দর্শনে ডঙ্কের একপাশে স-সম্ভ্রমে অবস্থান—

হরিদাস-ঠাকুরের আবেশ দেখিয়া।
একভিত হই' ডঙ্ক রহিলেন গিয়া।।২০৬।।

কৃষ্ণপ্রেমাবেশে হরিদাসের ভূ-লুণ্ঠন ও সাত্ত্বিক-ভাববিকার—

গড়াগড়ি' যায়েন ঠাকুর-হরিদাস।
অদ্ভুত পুলক-অশ্রু-কম্পের প্রকাশ।।২০৭।।

হরিদাসের প্রেমক্রন্দন, কৃষ্ণে তদ্গতচিত্ততা ও প্রেমাবেশ—

রোদন করেন হরিদাস-মহাশয়।
শুনিয়া প্রভুর গুণ হইলা তন্ময়।।২০৮।।

প্রেমাবিষ্ট হরিদাসের চতুর্দিকে সকলের সহর্ষে কৃষ্ণগীত; স-সম্ভ্রমে ডঙ্কের একপাশে অবস্থান—

হরিদাসে বেড়ি' সবে গায়েন হরিষে।
যোড়-হস্তে রহি' ডঙ্ক দেখে একপাশে।।২০৯।।

বহির্দশায় হরিদাসের অবতরণ, ডঙ্কের পুনঃ নৃত্যারম্ভ—

ক্ষণেকে রহিল হরিদাসের আবেশ।
পুনঃ আসি' ডঙ্ক নৃত্যে করিলা প্রবেশ।।২১০।।

পাপের ফলে ব্রাহ্মণেতর-কুলে জন্মগ্রহণ করে, হরিদাস ঠাকুরও যখন সেইরূপ দুষ্কৃতি (?) ফলে যবনগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তখন তিনি পুণ্যবান্ প্রাকৃত ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। এক্ষণে তাঁহার কৃপাদেশাপেক্ষায় করযোড়ে দণ্ডায়মান অনায়াস-লব্ধ যোগৈশ্বর্য দর্শন করিয়া তাঁহাকে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিলেন।।১৯৫।।

ভূতোদ্বেগকারী হরি-বিমুখ ভোগাসক্ত পরহিংসক ব্যক্তিগণই সর্প দংশন-দ্বারা হিংসিত হয়, পরন্তু ঠাকুর হরিদাসের ন্যায় মহাভাগবত বৈষ্ণবের এতদূর অমিত-প্রভাব যে, তাদৃশ হিংস্র ভয়ানক বিষধর সর্পও তাঁহাকে কোনও প্রকার ভীতি বা হিংসাপ্রদর্শনমুখে উদ্বেগ-প্রদান দূরে থাকুক, তাঁহার সর্বজনহিতকর আদেশ সর্বদা নতশিরেই পালন করে।।১৯৬।।

যাঁহার প্রতি হরিদাস-ঠাকুরের অনুগ্রহ হয়, তিনিই শুদ্ধ-নামাশ্রয়ে নামাপরাধ-রহিত হইয়া অনুক্ষণ হরিসেবা-পরায়ণ হন; সুতরাং তাঁহার ভোগ-বুদ্ধির মূলবীজরূপিণী অবিদ্যা-গদ সমূলে বিনষ্ট হয়। হরিদাস ঠাকুরের কৃপা ও সেবন-প্রভাবে ভগবান্ তাঁহার বাধ্য হইয়া পড়েন।।১৯৭।।

সর্প-ক্ষত,—সর্প-দ্রষ্ট; উৎখাত-বিষদন্ত সর্পের দংশনের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র-প্রভাবে সমানীত সর্বাধিষ্ঠাতৃদেব বাসুকি-কর্তৃক আবিষ্ট সর্প-ক্রীড়ক। ডঙ্ক,—[হিন্দী 'ডংক্' (ফণা, হুল)—শব্দজ], যে ব্যক্তি সাপ খেলায়, 'সাপুড়ে', অহিতুণ্ডিক।।১৯৯।।

মৃদঙ্গ....ঘোরে,—মৃদঙ্গ ও মন্দিরার বাদ্যের সহিত গীত এবং ডঙ্কের জপিত মন্ত্র-শক্তির প্রভাবে মত্ত, মুগ্ধ, আবিষ্ট বা আচ্ছন্ন অবস্থায়।।২০০।।

হরিদাসের অকৈতব নিরুপাধি কৃষ্ণপ্রেম-দর্শনে সকলেরই হর্ষ—

হরিদাস-ঠাকুরের দেখিয়া আবেশ।
সবেই হইলা অতি আনন্দ-বিশেষ।।২১১।।

সকলেরই স্ব-স্ব-দেহে তদীয় পবিত্র পদধূলি-লেপন—

যেখানে পড়য়ে তাঁ'র চরণের ধূলি।
সবেই লেপেন অঙ্গে হই' কুতূহলী।।২১২।।

জনৈক ভণ্ড ধূর্ত কপট বঞ্চক আনুকরণিক প্রাকৃত-সহজিয়া বিপ্রাধমের আখ্যান; তাহার বৈষ্ণব-গুরু হরিদাসের কৃষ্ণপ্রীতিমূলক অপ্রাকৃত ভাবমুদ্রাকে জড়ভোগ্য প্রাকৃত-জ্ঞানে অনুকরণ-সঙ্কল্প—

আর এক ঢঙ্গ-বিপ্র থাকি' সেইখানে।
"মুঞিও নাচিমু আজি" গণে' মনে-মনে।।২১৩।।

ভণ্ড, ধূর্ত, কপট, বঞ্চক আনুকরণিক প্রাকৃত-সহজিয়াগণের চিত্তবৃত্তি—

"বুঝিলাঙ,—নাচিলেই অবোধ বর্বরে।
অল্প মনুষ্যেরেও পরম-ভক্তি করে।।"২১৪।।

আনুকরণিক প্রাকৃত সহজিয়ার কৃত্রিম ভূ-পতন ও মূর্চ্ছা-ছল—

এত ভাবি সেইক্ষণে আছাড় খাইয়া।
পড়িল যেহেন মহা-অচেষ্ট হইয়া।।২১৫।।

আনুকরণিক প্রাকৃত-সহজিয়ার ভূ-পতনমাত্র ক্রোধবশে ডঙ্কের ভীষণ বেত্রাঘাত-রূপ আদর্শ শিক্ষা-প্রদর্শন—

যেই-মাত্র পড়িল ডঙ্কের নৃত্য-স্থানে।
মারিতে লাগিলা ডঙ্ক মহা ক্রোধ-মনে।।২১৬।।
আশে-পাশে ঘাড়ে-মুড়ে বেত্রের প্রহার।
নির্ঘাত মারয়ে ডঙ্ক, রক্ষা নাহি আর।।২১৭।।

তীব্র-বেত্রাঘাতফলে আনুকরণিক প্রাকৃত-সহজিয়ার নিজমূর্তি-প্রকাশ ও পলায়ন—

বেত্রের প্রহারে দ্বিজ জর্জর হইয়া।
'বাপ বাপ' বলি' শেষে গেল পলাইয়া।।২১৮।।

ডঙ্কের নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্তমনে নৃত্য, সকলের বিস্ময়—

তবে ডঙ্ক নিজ-সুখে নাচিলা বিস্তর।
সবার জন্মিল বড় বিস্ময় অন্তর।।২১৯।।

দৈবগতি,—উদ্দেশ্য-রহিত হইয়া, যদৃচ্ছাক্রমে।।২০১।।

নাগরাজ,—বিষ্ণুভক্ত শেষ, অনন্ত, বাসুকী।

অধিষ্ঠান,—অধিষ্ঠিত, আবিষ্ট।।২০২।।

কালিদহে,—কালিন্দী-নদীর মধ্যে 'কালিয়-দহ' নামক হ্রদ-বিশেষ; তথায় কশ্যপ-পত্নী কদ্রুর তনয় অত্যুগ্রবিষ-বীর্য-প্রমত্ত 'কালিয়'-নামক মহা-নাগ গরুড়ের ভয়ে ভীত হইয়া সপরিবারে বাস করিত। কালিয়-মহাসর্পের বিবরণ এবং কালিয়দহে শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক নাট্য (তাণ্ডব-নৃত্য)-লীলা-ক্রমে উহার দমনবৃত্তান্ত,—ভাঃ ১০ম স্কঃ ২৫শ অঃ ৪৭-৫২, ১৬শ অঃ সম্পূর্ণ এবং ১৭শ অঃ ১-১২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

কালিয়-দহে কালিয়-সর্পের উপর চড়িয়া অখিলকলাগুরু কৃষ্ণ যেমন তাণ্ডব-নৃত্য করিয়াছিলেন, সেই প্রকার ভঙ্গী অবলম্বন করিয়া ডঙ্ক উচ্চৈঃস্বরে কালিয়-নাগের প্রতি কৃষ্ণের দণ্ডদানছলে মহা-দয়া-সূচক গীত গান করিতেছিল।।২০৩।।

হরিদাস ঠাকুর একপার্শ্বে থাকিয়া ডঙ্কের কৃষ্ণের করুণা-সূচক গীতি-গানে মুগ্ধ হইয়া উদ্দীপন-হেতু অন্তর্দশায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এমন কি, তাঁহার দেহে বাহ্য-জ্ঞান-লক্ষণ শ্বাস-প্রশ্বাস পর্যন্ত লক্ষিত হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি বহির্দশায় চৈতন্য লাভ করিয়া হুঙ্কারপূর্বক ভগবৎ-প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহাভাগবত বৈষ্ণব ঠাকুর হরিদাস কৃষ্ণপ্রেমাবেশে নৃত্য করিতেছেন দেখিয়া অনন্তদেবাবিষ্ট ডঙ্ক স-সম্ভ্রমে একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমাবেশে ঠাকুর হরিদাস অপ্রাকৃত-অশ্রু-কম্প-পুলকান্বিত অপ্রাকৃত-দেহে তন্ময় হইয়া খল-সর্পকুলে জাত মহা-ক্রূর কালিয়-নাগের প্রতি কৃষ্ণের অতুলনীয় মহা-কারুণ্যগুণ শ্রবণ ও স্মরণ করিতে করিতে ভূমিতে লুণ্ঠন ও রোদন করিতে লাগিলেন।।২০৪-২০৮।।

ভণ্ড, ধূর্ত, শঠ, বঞ্চক, কিতব, কপট, ঢঙ্গ-বিপ্র—আনুকরণিক, প্রাকৃত-সহজিয়া, বিপ্রাধম। বিপ্রাভিমানে স্ফীত ও দুর্বুদ্ধি-চালিত হইয়া সে মহা-ভাগবত, বৈষ্ণব-ঠাকুরের অলৌকিক ভাব-ক্রিয়া-মুদ্রা স্বীয় অক্ষজ আধ্যক্ষিক-জ্ঞানে কৃত্রিমভাবে অনুকরণ

ডঙ্কের নিকট সকলের অপ্রাকৃত ও প্রাকৃতের প্রতি তদীয় আচরণ-বৈশিষ্ট্যের কারণ-জিজ্ঞাসা—

যোড়-হস্তে সবে জিজ্ঞাসেন ডঙ্ক-স্থানে।
"কহ দেখি,—এ-বিপ্রেরে মারিলা বা কেনে?২২০।।
হরিদাস নাচিতে বা যোড়-হস্তে কেনে।
রহিলা,—এ সব কথা কহ ত' আপনে?"২২১।।

বৈষ্ণব-নাগরাজাবিষ্ট ডঙ্ক-কর্তৃক হরিদাসের অপ্রাকৃত প্রেম-মুদ্রা মহিমা-কীর্তন—

তবে সেই ডঙ্ক-মুখে বিষ্ণুভক্ত নাগ।
কহিতে লাগিলা হরিদাসের প্রভাব।।২২২।।

কৈতব ও অকৈতবের গূঢ় ভেদ-রহস্য বর্ণনে ডঙ্কের প্রতিজ্ঞা—

"তোমরা যে জিজ্ঞাসিলা,—এ বড় রহস্য।
যদ্যপি অকথ্য, তবু কহিমু অবশ্য।।২২৩।।

হরিদাসের অপ্রাকৃত ভাব-মুদ্রা ও অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমাবেশ-জন্য বৈষ্ণবপ্রতিষ্ঠা-লাভ-দর্শনে উহাকে স্বভোগ্য জড়-প্রতিষ্ঠাজ্ঞানে তদনুচিকীর্ষু ভণ্ড, ধূর্ত, কপট, বঞ্চক প্রাকৃত সহজিয়ার ভূপতন—

হরিদাস-ঠাকুরের দেখিয়া আবেশ।
তোমরা যে ভক্তি বড় করিলা বিশেষ।।২২৪।।
তাহা দেখি' ও ব্রাহ্মণ ঢাঙ্গাতি করিয়া।
পড়িলা মাৎসর্য-বুদ্ধ্যে আছাড় খাইয়া।।২২৫।।

ঈর্ষা-বশে ডঙ্কাধিষ্ঠিত মহানাগের অলৌকিক নৃত্য ভঙ্গ করিতে ক্ষুদ্র মর্ত্য প্রাকৃত সহজিয়ার অসামর্থ্য—

আমার নৃত্য-সুখ ভঙ্গ করিবারে।
মাৎসর্য-বুদ্ধ্যে কোন্ জনে শক্তি ধরে?২২৬।।

অপ্রাকৃত হরিজন-সহ প্রকৃতিজনের সাম্যবুদ্ধি-মূলে ব্যর্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতা-ফলে প্রাকৃত সহজিয়ার ভাগ্যে প্রহার-লাভ—

হরিদাস-সঙ্গে স্পর্ধা মিথ্যা করি' করে।
অতএব শাস্তি বহু করিলুঁ উহারে।।২২৭।।

জড়প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহার্থ কৃত্রিম অনুকরণ-চেষ্টা—

"বড় লোক করি' লোক জানুক আমারে।"
আপনারে প্রকটাই ধর্ম-কর্ম করে।।২২৮।।

জড়াহঙ্কার ও প্রতিষ্ঠাশা-রূপ কৈতব কৃষ্ণপ্রীতির অভাব—

এ-সকল দাম্ভিকের কৃষ্ণে প্রীতি নাই।
অকৈতব হইলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই।।২২৯।।

ভক্তরাজ হরিদাসের অকৈতব নৃত্য দর্শনে অনর্থ নিবৃত্তি—

এই যে দেখিলা,—নাচিলেন হরিদাস।
ও-নৃত্য দেখিলে সর্ববন্ধ হয় নাশ।।২৩০।।

ভক্তের অকৈতব-প্রেমাবেশে নৃত্য দর্শনে ব্রহ্মাণ্ডোদ্ধার—

হরিদাস-নৃত্যে কৃষ্ণ নাচেন আপনে।
ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয় ও-নৃত্য-দর্শনে।।২৩১।।

হরিদাস যথার্থই সার্থকনামা অর্থাৎ একান্ত কৃষ্ণগত-চিত্ত—

উহান সে যোগ্য পদ 'হরিদাস'-নাম।
নিরবধি কৃষ্ণচন্দ্র হৃদয়ে উহান।।২৩২।।

ঠাকুরের জীবে অমন্দোদয়া-দয়া ও প্রভুর প্রত্যেক অবতারে ভগবল্লীলা-সহায়ত্ব ও পরিকরত্ব—

সর্বভূতবৎসল, সবার উপকারী।
ঈশ্বরের সঙ্গে প্রতি-জন্মে অবতারী।।২৩৩।।

করিতে ইচ্ছা করিল। সে মনে-মনে এইরূপ বিচার করিল,—'সাধারণ মূর্খ লোকগুলি অন্ধবিশ্বাসবশে কাহারও সামান্য ধর্মানুষ্ঠানেও কোনরূপ নৃত্য-গীত দর্শন ও শ্রবণ করিলেই নানাভাবে ভক্তি-প্রদর্শনমুখে তাহাকে প্রচুর সম্মান করে। এই কারণে অহিন্দুকুল-জাত সামান্য মানব (?) হরিদাস ঠাকুরকেই যখন এত অধিক পূজা, সম্মান ও প্রতিষ্ঠা প্রদান করিল, তখন আমি একে হিন্দুজাতির মধ্যে সর্বোচ্চ বর্ণে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে আবার যদি রঙ্গাভিনয়-মঞ্চের অভিনেতার ন্যায় কপটতা-সহকারে বৈষ্ণব ঠাকুরের অলৌকিক অষ্ট-সাত্ত্বিক ভাব ও ক্রিয়া-মুদ্রাবলীর কৃত্রিমভাবে অনুকরণ-রঙ্গ প্রদর্শন করিয়া নৃত্য করি, তাহা হইলে আমার লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা ও সম্মান যে কতদূর বৃদ্ধি পাইবে, তাহার ইয়ত্তা নাই! সামান্য-মানুষ (?) অশৌক্র-ব্রাহ্মণ ঠাকুর-হরিদাসের সামান্য একটু ভাব দেখিয়াই লোকে যখন তাঁহাকে এতদূর শ্রদ্ধা করিল, তখন আমি দেবশর্মা স্বয়ং শৌক্র ব্রাহ্মণ-তনয় হইয়া তাঁহার অপ্রাকৃত ভাব-মুদ্রাকে ভ্যাংচাইলে না জানি কত প্রচুর পূজা-প্রতিষ্ঠা-সম্মানাদি লাভ করিব! আমি কৃত্রিম ভাবকেলি দেখাইলে আমার ক্ষুদ্র জড়প্রতিষ্ঠা অপ্রাকৃত-বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা হইতে নিশ্চয়ই বহুগুণে

নিরন্তর বিষ্ণু-বৈষ্ণবে প্রীতি ও কৃষ্ণেতর-পথ-বৈমুখ্য—

উঁহি সে নিরপরাধ বিষ্ণু-বৈষ্ণবেতে।
স্বপ্নেও উঁহান দৃষ্টি না যায় বিপথে।।২৩৪।।

লবমাত্র হরিদাস-সঙ্গফলেই জীবের কৃষ্ণচরণ-প্রাপ্তি—

তিলার্ধ উহান সঙ্গ যে-জীবের হয়।
সে অবশ্য পায় কৃষ্ণপাদপদ্মাশ্রয়।।২৩৫।।

অধিক হইবে!' এইরূপ মনে করিয়া, সেই পাষণ্ডী ধর্মধ্বজী প্রাকৃত-সহজিয়া রং, সং বা ঢং দেখাইবার জন্য সহসা ভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল এবং পড়িয়া গিয়াই কৃত্রিমভাবে সংজ্ঞা-হীনের ন্যায় ভাব দেখাইল। সেই ঢঙ্গ-বিপ্র কপটতা প্রদর্শন করিয়া নিসর্গপিচ্ছিল কৃত্রিম ভাবাভাস দেখাইবা-মাত্র ডঙ্ক স্বীয় নর্তন-কার্যে বাধা ও অবরোধ-প্রযুক্ত নৃত্যের ব্যাঘাত-দর্শনে তাহার কাপট্য-কুনাট্য বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত-ক্রোধবশে তাহাকে অতি-ভীষণভাবে প্রহার করিতে লাগিলেন। সেই পাষণ্ডীর দেহে, স্কন্ধে, মস্তকে, সর্বাঙ্গে তিনি নির্দয়ভাবে বেত্র-দ্বারা অবিশ্রান্ত কঠোর প্রহার করিতে লাগিলেন। অবশেষে অতিরিক্ত বেত্রাঘাত-ফলে জর্জরিত হইয়া সেই কপট বিপ্রাধম 'বাবা রে, মা রে, গেলাম রে' বলিতে বলিতে পলাইয়া গেল।।২১৩-২১৮।।

দর্শকবৃন্দ ডঙ্ককে জিজ্ঞাসা করিল,---'হে ডঙ্ক! হরিদাস ঠাকুর যখন অলৌকিক-নৃত্যের পর অকৈতব-ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইলেন, তখন তুমি কেন জোড়হস্তে একপাশে দাঁড়াইলে, আর এই প্রাকৃত-সহজিয়া যখন কপট কৃত্রিম-ভাবাবেশ দেখাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, তখনই বা তুমি কেন তাহাকে এরূপ নির্দয়ভাবে প্রহার করিলে?' তদুত্তরে ডঙ্কের দেহে অধিষ্ঠিত অনন্তদেব ডঙ্কের মুখ দিয়া সকলকে বলিলেন,---'তোমরা' যে-বিষয়টী জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা বড়ই কৌতুহলোদ্দীপক ও অনির্বচনীয়। নিতান্ত নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ হইলেও আমি অবশ্যই সমস্ত ঘটনাটি তোমাদিগের সকলকেই জানাইয়া দিতেছি।।'২২৩।।

'হরিদাস ঠাকুর---নিষ্কপট অপ্রাকৃত সহজ প্রেমিক শুদ্ধ-ভগবদ্ভক্ত, আর এই বিপ্রাধম ঘৃণিত প্রাকৃত-সহজিয়া। নিষ্কপট শুদ্ধভক্তের সহিত মিথ্যা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মূলে তাঁহার অনুকরণ-চেষ্টাই প্রাকৃত-সহজিয়া ভণ্ড কপটীর কুটিল-কুনাট্য। তত্ত্ববিচারানভিজ্ঞ মূর্খ-লোকের নিকট এই প্রাকৃত-সহজিয়া সহজে সুলভে জড়প্রতিষ্ঠা লাভেচ্ছায় কাপট্য-কুনাট্য-চেষ্টা দেখাইয়া মহাভাগবত বৈষ্ণবঠাকুরের প্রতি হিংসা, দ্বেষ ও ঈর্ষা-মূলে কৃত্রিমভাবে অনুকরণ করিতে যাওয়াতেই আমি ইহার প্রচুর দণ্ড বিধান করিয়াছি।।'২২৭।।

এই ব্রাহ্মণব্রুবের ন্যায় পাষণ্ডি-ভণ্ডগণ 'লোকে তাহাদিগকে 'মহৎ' বা 'ভক্ত' বলিয়া জানুক',---এই দুরভিসন্ধিবশে লোক-প্রতারণা-কল্পে 'ভণ্ডামি' দেখাইয়া কৃত্রিম প্রতিবিম্ব ভাবাভাস-সমূহ প্রদর্শন করে। এতৎপ্রসঙ্গে বকব্রতী'র সংজ্ঞা---'অধোদৃষ্টির্নৈকৃতিকঃ স্বার্থসাধনতৎপরঃ। শঠো মিথ্যাবিনীতশ্চ বকব্রতচরো দ্বিজঃ।।' এবং 'বৈড়ালব্রতীকে'র সংজ্ঞা---'ধর্মধ্বজী সদা লুব্ধশ্ছাদ্মিকো লোকবঞ্চকঃ। বৈড়াল-ব্রতিকো জ্ঞেয়ো হিংস্রঃ সর্বাভিনিন্দকঃ।'---আলোচ্য।।২২৮।।

যাহারা মহা-ভাগবত-বৈষ্ণবের অলৌকিক ক্রিয়া-মুদ্রার কৃত্রিমভাবে অনুকরণ করিয়া 'ভক্ত' বলিয়া জড়-প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে ইচ্ছা করে, ভগবচ্চরণে তাহাদিগের কোনরূপ সেবা-প্রবৃত্তি নাই। নিজেদের জড়-ইন্দ্রিয়-তর্পণোদ্দেশ্যে তাহারা দম্ভবশে কৃষ্ণভক্তের সজ্জা গ্রহণ করিলেও বাহিরে তাহাদিগের তাদৃশ কৃত্রিম ভক্তিমুদ্রা-প্রদর্শন-চেষ্টা---লোক-বঞ্চন-মূলেই জাত। যে-স্থলে সেইপ্রকার ধর্মধ্বজিত্ব, বিড়ালব্রতিত্ব বা বকধর্মিত্ব নাই, সেইস্থলেই অকৈতব কৃষ্ণভক্তি; আর যে-স্থলে সেই সকল দোষ বর্তমান, সেই স্থানেই দম্ভ, কৈতব বা কৃষ্ণসেবা-ব্যতীত অন্য দুরভিসন্ধি বা অবান্তর উদ্দেশ্য।।২২৯।।

সেবোন্মুখ বৈষ্ণবের কৃষ্ণপ্রীতি-বাঞ্ছাময় নৃত্য-দর্শনে দর্শকগণের ভববন্ধন বিনষ্ট হয়, আর প্রাকৃত-সহজিয়ার কৃত্রিম ক্রিয়া-মুদ্রা তাহার ভববন্ধন-ক্লেশেরই বর্ধক। বৈষ্ণবের কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাময় নৃত্য-দর্শনে বৈষ্ণোচিত নিষ্কপট ভাবেরই উদয় হয়, আর আনুকরণিক ভণ্ডের তাদৃশী তৌর্যত্রিক চেষ্টা জগতে কুফলই উৎপাদন করে। ঠাকুর হরিদাস যখন অপ্রাকৃত নৃত্যলীলা প্রদর্শন করেন, তখন তাঁহার নিষ্কপট-প্রেমে বশীভূত হইয়া তাঁহার সহিত সপরিকর কৃষ্ণচন্দ্র নৃত্য করেন। জগতের সৌভাগ্যবন্ত জনগণ সেই অপ্রাকৃত নৃত্য-দর্শনে বহু জন্মের সঞ্চিত পাপরাশি হইতে মুক্ত হইয়া ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি লাভ করিয়া শুদ্ধ হয়।।২৩০-২৩১।।

শ্রীনামাচার্য হরিদাসের সুদুর্ল্লভ সঙ্গ-লাভে ভব-বিধিরও কৌতূহল ও আকাঙ্ক্ষা—

ব্রহ্মা-শিবো হরিদাস হেন-ভক্ত-সঙ্গ।
নিরবধি করিতে চিত্তের বড় রঙ্গ।।২৩৬।।

অপ্রাকৃত-বস্তু ভগবান্, ভক্ত ও ধাম প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াও প্রাকৃত প্রাপঞ্চিক গুণ-সংস্পর্শহীন—

'জাতি, কুল, সব—নিরর্থক' বুঝাইতে।
জন্মিলেন নীচকুলে প্রভুর আজ্ঞাতে।।২৩৭।।

নীচকুলোদ্ভূত বিষ্ণুতত্ত্ববিৎ ভক্ত নীচ-সম নহেন, পরন্তু সর্বজীব-গুরু—

'অধম-কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়।
তথাপি সে-ই সে পূজ্য'—সর্বশাস্ত্রে কয়।।২৩৮।।

মহা-কুলপ্রসূত হইয়াও কৃষ্ণভক্তিহীন ব্যক্তির নিজ নিজ প্রাকৃত কুলকর্ম-দ্বারাই নিরয় লাভ—

'উত্তম-কুলেতে জন্মি শ্রীকৃষ্ণে না ভজে।
কুলে তা'র কি করিবে, নরকেতে মজে।।'২৩৯।।

জড়-জন্মৈশ্বর্যশ্রুতশ্রী-নিরপেক্ষ কৃষ্ণভজনমহিমা-সূচক শাস্ত্র-বাক্যের যাথার্থ্য-প্রদর্শনার্থই হরিদাসের প্রপঞ্চে অবতার—

এই সব বেদ বাক্যের সাক্ষী দেখাইতে।
জন্মিলেন হরিদাস অধম-কুলেতে।।২৪০।।

হেয়কুলোদ্ভূত দেবদ্বিজ-বন্দ্য প্রহ্লাদ ও হনুমানের দৃষ্টান্ত—

প্রহ্লাদ যেহেন দৈত্য, কপি হনূমান্।
এইমত হরিদাস নীচ-জাতি নাম।।২৪১।।

শ্রীনামাচার্য হরিদাসের দেবাদি-বাঞ্ছিত সুদুর্ল্লভ সঙ্গ মহিমা-বর্ণন—

হরিদাস-স্পর্শ বাঞ্ছা করে দেবগণ।
গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন।।২৪২।।

ভক্তচূড়ামণি হরিদাস-দর্শনমাত্র জীবের অবিদ্যা-নাশ—

স্পর্শের কি দায়, দেখিলেই হরিদাস।
ছিণ্ডে' সর্বজীবের অনাদি কর্মপাশ।।২৪৩।।

হরিদাস-পদাশ্রিত ব্যক্তির দর্শনেও ভব-বন্ধ-নাশ—

হরিদাস আশ্রয় করিবে যেই জন।
তানে দেখিলেও খণ্ডে' সংসার-বন্ধন।।২৪৪।।

হরিদাস-মহিমা—অসীম, অনন্ত ও অপার—

শত-বর্ষে শত মুখে উহান মহিমা।
কহিলেও নাহি পারি করিবারে সীমা।।২৪৫।।

হরিদাসের প্রতি শ্রদ্ধালু দর্শকগণের সৌভাগ্য বর্ণনপূর্বক ডঙ্কের দৈন্যোক্তি—

ভাগ্যবন্ত তোমরা সে, তোমা-সবা হৈতে।
উহান মহিমা কিছু আইল মুখেতে।।২৪৬।।

নিরবধি....উহান,---ভাঃ ৯।৪।৬৩-৬৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।।২৩২।।

হরিদাস ঠাকুর সর্বপ্রাণীতে স্নেহদৃষ্টিসম্পন্ন এবং স্থাবর ও জঙ্গম, সকলেরই উপকারী। ভগবানের প্রপঞ্চে প্রত্যেক অবতার-কালে তিনিও অবতরণ করেন অর্থাৎ সাক্ষাৎ লীলাসচিব পার্ষদ।।২৩৩।।

হরিদাস ঠাকুর সাক্ষাদ্ ভগবৎপার্ষদ বলিয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণবের নিকট কোনপ্রকার অপরাধে অপরাধী নহেন। সাধারণ প্রাকৃত-মানবের ন্যায় তাঁহার কৃষ্ণসেবনময়ী চেষ্টা কখনই, এমন কি, স্বপ্নকালেও বিপথে ধাবিত হয় না।।২৩৪।।

অত্যল্প-সময়ের জন্যও যদি কোন জীব জন্ম-জন্মান্তরীণ পুঞ্জপুঞ্জ মহা-সৌভাগ্য-ফলে হরিদাসের সঙ্গ লাভ করেন, তাহা হইলে তিনি ভগবানের পাদপদ্ম অবশ্যই লাভ করিবেন।।২৩৫।।

হরিদাসের ন্যায় মহাভাগবত ভক্তের সঙ্গ লাভ করিয়া ধন্য হইবার জন্য ব্রহ্মাদি দেবগণ সর্বদা কৌতূহলবিশিষ্ট।।২৩৬।।

প্রাকৃত সদসৎকর্ম-ফলে বদ্ধজীব উচ্চাবচ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, উহা কেবল জীবের কর্মফল-ভোগের নিদর্শন মাত্র। পরমার্থ-বিচারে জাতি বা প্রাকৃত বংশমর্যাদার যে কোন মূল্যই নাই,---এই পরম সত্য জগতের সকলকেই জানাইবার জন্য মঙ্গলময় ভগবানের মঙ্গলেচ্ছা-ক্রমে হরিদাস ঠাকুর যবন-বংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।।২৩৭।।

কর্মফলের উত্তমতার বা অধমতার নির্দেশ উত্তম বা অধমবংশে উদ্ভবের দ্বারা নিরূপিত হয়, কিন্তু জীব স্বরূপতঃ বিষ্ণুভক্ত বলিয়া তাৎকালিক বংশ-পরিচয়ে ছোট বা বড় থাকিলেও, ভগবদ্ভক্তির পরিমাণ-অনুসারেই 'উত্তম' বা 'অধম' শব্দ-বাচ্য

হরিদাসের নামোচ্চারণ মাত্র জীবের পরমপদ-লাভ—

সকৃৎ যে বলিবেক হরিদাস-নাম।
সত্য সত্য সেহ যাইবেক কৃষ্ণধাম।।"২৪৭।।

ভগবদ্ভক্ত সর্পাবিষ্ট ডঙ্কের মুখে হরিদাসের কীর্তন-মাহাত্ম্য-শ্রবণে সজ্জনগণের হর্ষ—

এত বলি' মৌন হইলেন নাগরাজ।
তুষ্ট হইলেন শুনি' সজ্জন-সমাজ।।২৪৮।।

হেন হরিদাস ঠাকুরের অনুভাব।
কহিয়া আছেন পূর্বে শ্রীবৈষ্ণব-নাগ।।২৪৯।।

সবার পরম-প্রীতি হরিদাস-প্রতি।
নাগ-মুখে শুনি' হরষিত হৈল অতি।।২৫০।।

প্রভু-কর্তৃক নাম-প্রেমবিতরণ-লীলা-প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত হরিদাসের শ্রীনাম-সেবনাচার—

হেন মতে বৈসেন ঠাকুর-হরিদাস।
গৌরচন্দ্র না করেন ভক্তির প্রকাশ।।২৫১।।

সর্বত্রই কৃষ্ণভক্তি-রাহিত্য ও কৃষ্ণকীর্তনের দিগ্‌জ্ঞানলেশাভাব—

সর্বদিকে বিষ্ণুভক্তি-শূন্য সর্বজন।
উদ্দেশো না জানে কেহ কেমন কীর্তন।।২৫২।।

সর্বত্রই বিষ্ণুভক্তির অভাব এবং বৈষ্ণবের প্রতি অবজ্ঞা, বিরোধ বা বিদ্বেষ—

কোথাও নাহিক বিষ্ণুভক্তির প্রকাশ।
বৈষ্ণবেরে সবেই করয়ে পরিহাস।।২৫৩।।

হইবেন, ইহাই সকল সাত্বত-শাস্ত্র উচ্চৈঃস্বরে গান করেন। নিম্নকুলে জন্মগ্রহণ করিলেই যে জীবের বিষ্ণুভক্তিতে অধিকার হইবে না, এরূপ নহে। অবরকুলজাত ব্যক্তি বৈষ্ণব হইলে উচ্চকুলোদ্ভুত অভক্তেরও পূজ্য গুরুদেব ব্রাহ্মণ।।২৩৮।।

সৎকর্মফলে অতি উত্তমকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও ভগবদ্-ভজনে পরাঙ্মুখ হইলে তাহার নরক লাভ অবশ্যম্ভাবী। ভাঃ ১১।৫।৩ শ্লোকে বিদেহরাজ নিমির প্রতি শ্রীনবযোগেন্দ্রের অন্যতম চমসের উক্তি—"য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্। ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ।।"২৩৯।।

যেরূপ বিষ্ণুবিদ্বেষি-দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ এবং পশুকুলে শ্রীহনুমানজী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইপ্রকার অবর যবনকুলে ঠাকুর হরিদাস প্রভুর ইচ্ছা-মতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। সাধারণতঃ নরগণ দেবগণকে স্পর্শ করিয়া এবং গঙ্গায় নিমজ্জিত হইয়া পবিত্রতা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু ব্রহ্মাদি দেবগণ, এমন কি, বিষ্ণুপদোদ্ভবা পরম-পবিত্রা গঙ্গাও মহাভাগবত পরমহংস বৈষ্ণবাচার্য সর্বদেবময় হরিদাস ঠাকুরকে স্পর্শ করিয়া ধন্য হইতে ইচ্ছা করেন।।২৪১-২৪২।।

হরিদাসকে স্পর্শ দূরে থাকুক, তাঁহাকে দর্শন করিলেই জীবের অনাদি-অবিদ্যা-বন্ধন সূত্র তৎক্ষণাৎ বিচ্ছিন্ন হয়।।২৪৩।।

নামাচার্য হরিদাসকে যাঁহারা অপ্রাকৃত গুরু-বুদ্ধি করেন, সেই হরিদাস-ভক্তগণকে দেখিলেও বদ্ধজীবের সংসার-বন্দন ছিন্ন হয়।।২৪৪।।

নাগরাজ-মন্ত্রসিদ্ধ ডঙ্ক বলিলেন,—'তোমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবন্ত; তোমাদের প্রশ্নজিজ্ঞাসা-ফলেই আজ আমার মুখে ভগবদ্ভক্তের কিঞ্চিৎ গুণ-মহিমা কীর্তিত ও প্রকাশিত হইল। আমি যদি শতবর্ষকাল শতমুখে ঠাকুর হরিদাসের অপ্রাকৃত গুণমহিমা-রাশি গান করি, তাহা হইলেও তাঁহার অন্ত বা শেষ পাইব না।।২৪৫-২৪৬।।

একবারও যিনি 'হরিদাস'—এই অপ্রাকৃত-চিন্ময় বৈষ্ণব ঠাকুরের নামটী উচ্চারণ করিবেন, তিনি নিশ্চয়ই ভগবদ্ধাম লাভ করিবেন।।২৪৭।।

বিষয়ি-জনগণের সর্বদাই হরি-বিস্মৃতি বর্তমান, তাহারা কোন-না-কোন-উপায়ে হরিস্মরণময়ী ভক্তি হইতে বহুদূরে থাকিয়া নিজেন্দ্রিয়-তর্পণপর ভোগে প্রমত্ত থাকে। তৎকালে জগতে মায়া-মূঢ় লোকসকল নিজেদের ইন্দ্রিয় তর্পণে অতিশয় ব্যস্ত হইয়া সম্পূর্ণভাবে বিষ্ণুভক্তিশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। হরিদাস ঠাকুর কি-নিমিত্ত হরিনাম-সঙ্কীর্তন করিতেছেন, তাঁহার কি মহান্ অভিপ্রায়, —তাহা কেহই বুঝিতে পারে নাই; যেহেতু শ্রীগৌরসুন্দর তখনও জগতে কৃষ্ণনাম-প্রেম-ভক্তি প্রচার করিতে আরম্ভ করেন নাই।।২৫২।।

দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্বক ভক্তগণের একত্র একসঙ্গে নির্জনে পরস্পর কৃষ্ণকীর্তন—

আপনা-আপনি সব সাধুগণ মেলি'।
গায়েন শ্রীকৃষ্ণনাম দিয়া করতালি।।২৫৪।।

ভক্তগণের নিঃসঙ্গ কীর্তনে পাষণ্ডিগণের বিদ্রূপাস্ফালনোক্তি—

তাহাতেও দুষ্টগণ মহা-ক্রোধ করে।
পাষণ্ডী পাষণ্ডী মেলি' বল্‌গিয়াই মরে।।২৫৫।।

ঈশ্বরবিরোধী নাস্তিক পাষণ্ডিগণের মায়া-বশে মোহ-হেতু বিপরীত উক্তি; বিশ্ববন্ধু উচ্চ-হরিকীর্তনকারীকে বিশ্ববৈরি-জ্ঞান—

''এ বামুনগুলা রাজ্য করিবেক নাশ।
ইহা সবা' হৈতে হ'বে দুর্ভিক্ষ প্রকাশ।।২৫৬।।

'আত্মবন্মন্যতে জগৎ' নীতির অনুসরণে বিশ্ববন্ধু বৈষ্ণবকেও নিজেদের ন্যায় উদর-ভরণ-লম্পট- বঞ্চক ভিক্ষুকরূপে দর্শন—

এ বামনগুলা সব মাগিয়া খাইতে।
ভাবুক-কীর্তন করি' নানা ছল পাতে।।২৫৭।।

অজ্ঞতা-বশে উচ্চ-হরিনামকীর্তন চাতুর্মাস্যে হরিশয়নকালে অনুচিত বলিয়া জ্ঞান—

গোসাঞির শয়ন বরিষা চারিমাস।
ইহাতে কি যুয়ায় ডাকিতে বড় ডাক?২৫৮।।

উচ্চ-হরিনামকীর্তন-ফলে বিপরীতবুদ্ধি মূঢ়গণের ভগবদ্‌রোষ ও অনর্থপাতাশঙ্কা—

নিদ্রা ভঙ্গ হইলে ক্রুদ্ধ হইবে গোসাঞি।
দুর্ভিক্ষ করিবে দেশে,—ইথে দ্বিধা নাই।।''২৫৯।।

উচ্চ-হরিনামকীর্তনান্তে অন্নকষ্ট-সম্ভাবনা-মাত্র ভক্তগণপ্রতি পাষণ্ডিগণের দ্রোহ-সঙ্কল্প—

কেহ বলে,—''যদি ধান্য কিছু মূল্য চড়ে।
তবে এ-গুলারে ধরি' কিলাইমু ঘাড়ে।।''২৬০।।

ভারবাহী নাস্তিকগণের দেশকালপাত্র-নিরপেক্ষ হরিনাম-কীর্তনকে কাল-সাপেক্ষ-জ্ঞান—

কেহ বলে,—''একাদশী-নিশি-জাগরণে।
করিবে গোবিন্দ-নাম করি' উচ্চারণে।।২৬১।।

তৎকালে হরিকথা-কীর্তনের অভাবে লোকগুলি বিষ্ণুভক্তিশূন্য হইয়াছিল, সুতরাং বৈষ্ণবের সর্বোচ্চ-পদবী বুঝিতে না পারিয়া তাহারা বৈষ্ণবকে বিদ্রূপ ও হরিহাস করিত।।২৫৩।।

দুঃসঙ্গ বর্জনপূর্বক সজ্জন-ভক্তগণ সকলেই একমাত্র মিলিত হইয়া হরিনাম-সঙ্কীর্তন করিলেও ভগবদ্ভক্তি-লেশ-রহিত নাস্তিক পাষণ্ডি-সমাজ তাহাতেও অত্যন্ত-ক্রোধবশে তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এইভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিত—'উদরভরণ ও জীবিকার্জনের নিমিত্ত নানা-বিধ ছল বিস্তার করিয়া এই সকল উচ্চ-কীর্তনকারী ব্রাহ্মণ হরিনাম-কীর্তন-মুখে ভাবুকের সজ্জা গ্রহণ করিয়াছে। ধর্মানুষ্ঠানের আবরণে নিজ-নিজ উদরভরণ ব্যতীত ইহাদের আর অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। ইহাদের এইপ্রকার অনুষ্ঠানের ফলে দেশে মহা-দুর্ভিক্ষ হইবে, সুতরাং ভিক্ষা-বৃত্তি প্রচলন করিয়া ইহারা জগতের মহাপকার সাধন করিবে।।'২৫৬।।

প্রকৃত-প্রস্তাবে ভগবদ্ভক্তের প্রতি তাদৃশ মিথ্যা দোষারোপ কখনই জীবের মঙ্গলপ্রদ নহে, পরন্তু নিরয়জনক। ভক্তগণ কৃষ্ণকীর্তনমুখে ভগবানের সর্বোত্তম সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহারা তমোধর্ম আলস্যের প্রশ্রয় দিবার নিমিত্ত সাধারণের উপার্জিত বিত্তের প্রতি লোভের বশবর্তী হইয়া উহার কোন অংশই গ্রহণ বা ভোগ করেন না, পরন্তু জনসাধারণকে নিজেন্দ্রিয়-তর্পণের দুর্বুদ্ধি-সঞ্চিত দ্রব্যাদি হরিসেবার কার্যে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদিগের নিত্য-উপকারই সাধন করেন।।২৫৭।।

এই কর্মজড় স্মার্ত পাষণ্ডগুলি বলিত যে, চাতুর্মাস্যকালে ভগবান্ বিষ্ণু শয়ন করেন, সুতরাং শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক—এই চারিমাস-কাল যাবৎ কাহারও কৃষ্ণনামোচ্চারণ বিধেয় নহে। ঐ কালে কৃষ্ণকীর্তন করিলে যোগনিদ্রায় নিদ্রিত ভগবান্‌কে, তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত উৎপাদন করিয়া বিরক্তই করা হয়। এইজন্য শাস্ত্রের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া যদি বৈষ্ণবগণ বিষ্ণু-শয়ন-কালেও উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্তন করেন, তাহা হইলে ভগবান্ নিশ্চয়ই অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষাদি প্রেরণ করিবেন।।২৫৮।।

কতকগুলি কর্মজড় লোক নিরপেক্ষতার ভাণে এইরূপ বলিত যে, প্রত্যহ ভগবান্‌কে উচ্চৈঃস্বরে বারবার ডাকিয়া কোনই ফল নাই। জীব যখন স্বকৃত-কর্মের ফলে আবদ্ধ এবং ঈশ্বরও যখন কর্মের অধীন, তখন কর্মফলবাধ্য জীব ঈশ্বরকে ডাকিয়া

প্রতিদিন উচ্চারণ করিয়া কি কাজ?''
এইরূপে বলে যত মধ্যস্থ-সমাজ।।২৬২।।

তাদৃশ মর্মন্তুদ-উক্তি শ্রবণে দুঃখ সত্ত্বেও ভক্তগণের হরিনাম-কীর্তনে অচলা-নিষ্ঠা—

দুঃখ পায় শুনিয়া সকল ভক্তগণ।
তথাপি না ছাড়ে কেহ হরিসংকীর্তন।।২৬৩।।

সর্বত্র বিষ্ণুভক্তি-বিমুখগণের দুর্দশা-দর্শনে হরিদাসের দুঃখ—

ভক্তিযোগে লোকের দেখিয়া অনাদর।
হরিদাসও দুঃখ বড় পায়েন অন্তর।।২৬৪।।

হরিদাসের নিরন্তর উচ্চঃস্বরে হরিনামকীর্তন—

তথাপিহ হরিদাস উচ্চৈ-স্বর করি'।
বলেন প্রভুর সংকীর্তন মুখ ভরি'।।২৬৫।।

অতি-শোচ্য হতভাগ্য পাষণ্ডিগণেরই হরিদাস-মুখে উচ্চ-নামকীর্তন-শ্রবণে অমর্ষ ও অসহিষ্ণুতা—

ইহাতেও অত্যন্ত দুষ্কৃতি পাপিগণ।
না পারে শুনিতে উচ্চ-হরিসংকীর্তন।।২৬৬।।

জনৈক দুর্জন নামাপরাধী নাস্তিক বিপ্রের আখ্যান; হরিদাসের প্রতি তদীয় উক্তি—

হরিনদী-গ্রামে এক ব্রাহ্মণ দুর্জন।
হরিদাসে দেখি' ক্রোধে বলয়ে বচন।।২৬৭।।

বিপ্রের উচ্চ হরিকীর্তন-বিরোধ—

''অয়ে হরিদাস! একি ব্যভার তোমার?
ডাকিয়া যে নাম লহ, কি হেতু ইহার?২৬৮।।

দম্ভভরে উচ্চ-হরিকীর্তনের শাস্ত্রপ্রমাণ-জিজ্ঞাসা—

মনে মনে জপিবা,—এই সে ধর্ম হয়।
ডাকিয়া লৈতে নাম কোন্ শাস্ত্রে কয়?২৬৯।।

হরিদাসকে জড়বিদ্যা-সভায় নাম-সাধন-বিচারে আহ্বান—

কার শিক্ষা,—হরিনাম ডাকিয়া লইতে?
এই ত' পণ্ডিত-সভা, বলহ ইহাতে।।''২৭০।।

হরিদাসের আদর্শ মানদ-ধর্ম ও দৈন্যোক্তি—

হরিদাস বলেন—''ইহার যত তত্ত্ব।
তোমরা সে জান' হরিনামের মহত্ত্ব।।২৭১।।

কেবল নিজেরই পিত্ত বৃদ্ধি করে মাত্র—অভক্ত ও ভক্তের মধ্যবর্তী মীমাংসক-সমাজ এইরূপ নানাপ্রকার প্রজল্প ও বিচার করিত।।২৬২।।

অন্যাভিলাষ, কর্ম, যোগ ও জ্ঞান প্রভৃতি চেষ্টার আবরণে আবৃত ভগবৎসেবার ছলনা বা ভগবৎপ্রতিকূলাচরণ কখনই ভক্তি-শব্দবাচ্য নহে। কিন্তু তাদৃশ অভক্তির বিচারেই তৎকালে জগতের লোকের প্রবৃত্তি দৃষ্ট হইত। দেহ ও মনের ধর্ম বদ্ধজীবগণকে ভক্তিপথ হইতে বিমুখ করিয়া তাহাদিগের নিকট বিমল-ভক্তির জ্বলন্ত মহিমা অজ্ঞাত রাখিয়াছিল; ঠাকুর হরিদাস সাংসারিক-লোকদিগের এইরূপ নিজ-নিজ-অমঙ্গলানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি দেখিয়া হৃদয়ে অত্যন্ত দুঃখ-বোধ করিতেন।।২৬৪।।

হরিদাস ঠাকুরের শ্রীমুখোচ্চারিত অব্যবহিত ও অপ্রতিহত হরিকীর্তন-ধ্বনি তাহারা স্ব-স্ব-পাপ-প্রবৃত্তিবশে শুনিতে অভিলাষ করিত না। ফলতঃ ভাগ্যহীন ব্যক্তিরই এইরূপ দুষ্প্রবৃত্তি ও অমঙ্গল-লাভেচ্ছা জন্মে। কিন্তু হরিদাস ঠাকুর—অদ্বয়জ্ঞান-কৃষ্ণের নিষ্কপট সেবক ও দ্বিতীয়াভিনিবেশজনিত ভয়-লেশ-রহিত; তিনি পাপিষ্ঠগণের নিকট হইতে নানাপ্রকার বিঘ্ন ও বাধা পাইয়াও হরিসঙ্কীর্তনে বিরত হন নাই।।২৬৫।।

বর্ণ বিচারে দ্বিবিধ প্রথা লক্ষিত হয়,—(১) একটী শৌক্রবিচার, তাহাতে পিতৃপুরুষ হইতে পুত্রাদি অধস্তনগণ সাধারণ বিধি-অনুসারে পিতৃবীর্য বা বংশানুসারে সেই সেই প্রস্তাবিত পিতৃবর্ণের পরিচয় লাভ করেন; (২) দ্বিতীয়টী ব্যক্তিগত গুণ-কর্মের বিচারেই বৃত্তানুসারে বর্ণের নির্ণয়। সজ্জন ও দুর্জনভেদে মানবের স্বভাব দ্বিবিধ। ভগবৎসেবা-পর বৈষ্ণবগণই সজ্জন, আর ভগবৎসেবা-বিমুখ দাম্ভিকগণই পূর্বপুরুষগণের বংশ-পরিচয়ে পরিচিত হইয়াও তাহাদের সদ্‌গুণ-রহিত হওয়ায় 'দুর্জন' সংজ্ঞা-লাভ করেন। শৌক্র-বিচারে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া পরিচিত হইলেও কাহারও কাহারও দুষ্কৃতিবশে সজ্জনের হিংসাফলে 'দুর্জন'-সংজ্ঞা লাভ হয়। যে-স্থলে বিষ্ণু, বিষ্ণুভক্তি বা বিষ্ণুভক্তের প্রতি বিদ্বেষ, সে স্থলে আসুর-প্রবৃত্তিবশে মূর্খ দুর্জনসমাজে ব্রাহ্মণব্রুব-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত মাননীয় ব্যক্তিরও সজ্জন-সমাজে 'দুর্জন'-সংজ্ঞা লাভ দেখা যায়।

তোমরা-সবার মুখে শুনিয়া সে আমি।
বলিতেছি, বলিবাঙ যেবা কিছু জানি।।২৭২।।

উচ্চ-হরিকীর্তনের শ্রেষ্ঠত্ব—

উচ্চ করি' লৈলে শতগুণ পুণ্য হয়।
দোষ ত' না কহে শাস্ত্রে, গুণ সে বর্ণয়।।''২৭৩।।

উচ্চ হরিকীর্তনেই হরিপ্রীত্যাধিক্য—

তথাহি—

''উচ্চৈঃ শতগুণং ভবেৎ'' ইতি।।২৭৪।।

বিপ্র-কর্তৃক উচ্চকীর্তন-ফলাধিক্যের কারণ জিজ্ঞাসা—

বিপ্র বলে—''উচ্চ-নাম করিলে উচ্চার।
শতগুণ পুণ্যফল হয়, কি হেতু ইহার?''২৭৫।।

হরিদাসের শাস্ত্রসম্মত উচ্চকীর্তন-মহিমা-ব্যাখ্যারম্ভ—

হরিদাস বলেন,—''শুনহ, মহাশয়!
যে তত্ত্ব ইহার, বেদে ভাগবতে কয়''।।২৭৬।।

সর্বশাস্ত্র-নিষ্ণাত হরিদাসের শ্রীনাম-মাহাত্ম্য-ব্যাখ্যা—

সর্বশাস্ত্র স্ফুরে হরিদাসের শ্রীমুখে।
লাগিলা করিতে ব্যাখ্যা কৃষ্ণানন্দ-সুখে।।২৭৭।।

শুদ্ধ-ভক্ত-সাধু-বৈষ্ণবমুখে শুদ্ধনাম শ্রবণমাত্রেই সর্ববিধ বদ্ধজীবের ভব-বন্ধন-মোচন—

''শুন, বিপ্র! সকৃৎ শুনিলে কৃষ্ণনাম
পশু, পক্ষী, কীট যায় শ্রীবৈকুণ্ঠ ধাম।।২৭৮।।

তথাহি (শ্রীভাগবতঃ ১০।৩৪।১৭) সুদর্শনবাক্যম্—

যন্নাম গৃহ্ণন্নখিলান্ শ্রোতৄনাত্মানমেব চ।
সদ্যঃ পুনাতি কিং ভূয়স্তস্য স্পৃষ্টঃ পদা হি তে।।২৭৯।।

শুদ্ধ-ভক্ত-সাধু-বৈষ্ণবমুখে নাম-শ্রবণমাত্রেই মূক জীবগণেরও উদ্ধার-লাভ—

পশু-পক্ষী-কীট-আদি বলিতে না পারে।
শুনিলেই হরিনাম তা'রা সব তরে'।।২৮০।।

তৎকালে যশোহর-জেলার হরিনদী-নামে এক প্রসিদ্ধ গ্রাম ছিল। তথায় শৌক্রবিপ্রকুলোদ্ভূত হরিভক্তি-বিদ্বেষী এক ব্যক্তি শ্রীনামের নিরন্তর উচ্চকীর্তনকারী শ্রীহরিদাসকে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া কুতর্ক উপস্থিত করিয়াছিল।।২৬৭।।

সেই মূর্খ অনভিজ্ঞ পাষণ্ডী ব্রাহ্মণাধম বলিল,—'কোন শাস্ত্রেই উচ্চৈঃস্বরে হরি-সঙ্কীর্তনের বিধান নাই, পরন্তু মনে মনে জপই প্রশস্ত।' সুতরাং হরিদাসের পক্ষেও উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-গ্রহণ—শাস্ত্রবিধি-নিষিদ্ধ; অতএব তাঁহার তদ্রূপ অনুষ্ঠান—অত্যন্ত অবৈধ। এই ভ্রান্ত অন্ধ-বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া সে অতিশয় পরুষ-বাক্যে হরিদাসকে তৎকর্তৃক উচ্চৈঃস্বরে নাম-গ্রহণের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তাহার বিচার এই যে, হরিদাস যখন শৌক্র-ব্রাহ্মণকুলে অবতীর্ণ হন নাই, তখন তিনি হরিনাম-দাতা গুরুদেবের কার্য করিতে সম্পূর্ণ অযোগ্য। ঠাকুর হরিদাস উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্তন করিলে পাছে তাহার কর্ণে সম্মুখরিত শুদ্ধনাম প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে শিষ্যত্বে পরিগণিত করায়, এই আশঙ্কায় জগদ্গুরুর কৃত্য হরিনাম-কীর্তন যেন ঠাকুর হরিদাস উচ্চারণ না করেন,—ইহাই ছিল তাহার শাস্ত্রমর্মানভিজ্ঞতা বা মূর্খতা ও ভ্রান্তিমূলক উদ্দেশ্য।।২৬৮।।

ষড়্বিধ বেদাঙ্গ-শাস্ত্রের অন্যতম 'শিক্ষা'-শাস্ত্র, তদ্দ্বারা স্বরের নিয়মন হয়।২৭০।।

ঠাকুর হরিদাস তদুত্তরে দৈন্যভরে স্বয়ং অমানী ও মানদ হইয়া বলিলেন,—আমি হরিনাম-কীর্তনের অতুল মাহাত্ম্য স্বয়ং শাস্ত্র হইতে তর্কপথে শিক্ষা করি নাই। নামতত্ত্ববিৎ শুদ্ধনামোচ্চারণকারিগণের মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহাই তোমাদের নিকট বলিতেছি ও বলিব।।২৭২।।

মনে মনে শ্রীনাম গ্রহণ বা উচ্চারণ করিলে যে ফল-লাভ হয়, উচ্চৈঃস্বরে নাম কীর্তন করিলে তাহার শতগুণ ফললাভ হইয়া থাকে—ইহাই সর্বশাস্ত্রের বিধি-ব্যবস্থা। উচ্চৈঃস্বরে নামগ্রহণে শতগুণ অধিকই ফললাভ হয়; তাহাতে কোনপ্রকার দোষ হয় না। যে-সকল লোক মহামন্ত্র হরিনামকে কেবলমাত্র 'জপ্য' বলেন, তাঁহারা শাস্ত্রমর্মাবধারণে বিমুখ। 'হরে' 'কৃষ্ণ' ও 'রাম'—এই সম্বোধনের পদত্রয় 'জপ্য'ও বটে এবং 'কীর্তনীয়'ও বটে। ভগবান্‌কে মনে-মনেও ডাকা যায় এবং উচ্চৈঃস্বরেও ডাকা যায়। উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলে বহু ব্যক্তি ভগবন্নাম শ্রবণ করিতে পারেন, তদ্দ্বারা শ্রবণ-জন্য সকলের মঙ্গল-লাভ হয়। নাম-শ্রবণ-কার্য নবধা ভক্তির অন্যতম প্রধান অঙ্গ। সাধুগণ উচ্চৈঃস্বরে হরিকীর্তন না করিলে কাহারও শ্রবণাখ্য-ভক্তিতে অধিকার হয় না।

কৃষ্ণ-নাম-মন্ত্র-জপফলে কেবলমাত্র নিজস্বার্থসিদ্ধি অর্থাৎ স্বীয় সংসারমোচন, কিন্তু উচ্চ হরিনাম-কীর্তন-ফলে, স্ব ও পর, সকলেরই নিঃশ্রেয়স বা কৃষ্ণচরণ-প্রাপ্তি—

জপিলে শ্রীকৃষ্ণনাম আপনে সে তরে।
উচ্চ-সংকীর্তনে পর-উপকার করে।।২৮১।।

সুতরাং উচ্চ হরিকীর্তনের সর্বত্র সর্বদা প্রাধান্য—

অতএব উচ্চ করি' কীর্তন করিলে।
শতগুণ ফল হয় সর্বশাস্ত্রে বলে।।২৮২।।

নামজপকারী কেবলমাত্র নিজেরই, কিন্তু নাম-কীর্তনকারী নিজের ও শ্রোতার, উভয়েরই নিত্য-অখণ্ড-উপকার-সাধক—

তথাহি শ্রীনারদীয়ে প্রহ্লাদ বাক্যম্—

জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জপন্ শ্রোতৃন্ পুনাতি চ।।২৮৩।।

নামজপকারী অপেক্ষা নামকীর্তনকারীর শ্রেষ্ঠত্ব—

জপকর্তা হৈতে উচ্চসংকীর্তনকারী।
শতগুণ অধিক সে পুরাণেতে ধরি।।২৮৪।।

সুতরাং উচ্চকীর্তন-বিরোধিগণের অসৎ কুতর্ক---কলিপ্রণোদিত-মাত্র। ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চন-বিধিতে শ্রীনামের কীর্তন অনেকটা অব্যক্ত; তজ্জন্যই কলিকালে ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চন-বিধিতে নানা-প্রকার বিবাদ উপস্থিত হয়। কলিহত জনগণ যখন পরমার্থিগণের হরিভজনে বাধা দিবার জন্য অগ্রসর হয়, তখন সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরের অভিধেয় ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চন-অনুষ্ঠানকারী সেই সজ্জনগণ তাহাদিগের সহিত কুতর্কে প্রবৃত্ত হন না; কিন্তু হরিনামোচ্চারণকারী সজ্জনগণ কলিহত জনগণের কুপ্রবৃত্তি দূর করিয়া তাহাদের নিত্যমঙ্গল-সাধনোদ্দেশে শ্রীনামের অনন্ত মহিমা কীর্তন করিয়া থাকেন, তাহাতেই কুতার্কিকগণের কুতর্করোগগ্রস্ত চিত্তবৃত্তির উপযুক্ত ঔষধ প্রদত্ত হয়।।২৭৩।।

অন্বয়। উচ্চৈঃ (উচ্চস্বরেণ গৃহীতং নাম শতগুণং (জপ-স্মরণাদ্যপেক্ষা শতগুণ-ফলযুক্তং) ভবেৎ।।২৭৪।।

অনুবাদ। উচ্চৈঃস্বরে নাম গ্রহণ করিলে জপ এবং স্মরণাদি অপেক্ষা শতগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে।।২৭৪।।

হে বিপ্র! সাধু, ভক্ত বা বৈষ্ণবের শ্রীমুখে কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিলে শুশ্রূষু জীবমাত্রেরই কর্ণরন্ধ্রে সেই উচ্চারিত বৈকুণ্ঠ-শব্দ প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে মায়া-বন্ধন হইতে মোচন করে; কারণ, বৈকুণ্ঠ-নাম জীবকে ভোগ বুদ্ধি হইতে বিমুক্ত করিয়া বৈকুণ্ঠবস্তুর সেবা-বুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ করায়। ভক্তজিহ্বারূপ বৈকুণ্ঠধামে জড়াকাশের ন্যায় বদ্ধজীবের কোন ভোগ্য অজ্ঞান না থাকায় এবং বৈকুণ্ঠ-নাম পূর্ণ অদ্বয়-জ্ঞান বাচক হওয়ায়, জীবকে ভোগময়ী বদ্ধদশায় আবদ্ধ করে না। সুতরাং, বৈকুণ্ঠ ভগবন্নাম গ্রহণ করিলে জীব জীবন্মুক্ত হয়। বদ্ধ জীব নিজে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য মুক্তপুরুষের নিকট মন্ত্রদীক্ষারূপ অনুগ্রহ গ্রহণ করিবেন। মন্ত্রে সিদ্ধ হইলে তাঁহার উচ্চৈঃস্বরে নাম-গ্রহণে অধিকার হয়। তখন তিনি জগদ্‌গুরুর কার্য করিয়া বদ্ধজীবগণের জড়াকাশে কৃষ্ণেতর বহুবিধ ভোগ্য চিত্তমনোহর অসৎ শব্দ ও প্রজল্পাদি-শ্রবণ জন্য অনর্থ-দর্শনে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাহাদিগকে ভোগময়ী জড়ানুভূতি হইতে বিমুক্ত করিয়া শুদ্ধসত্ত্ব বৈকুণ্ঠ-রাজ্যে প্রেরণ করেন। সাধারণ মূঢ়-মানব মনে করেন,---একবার-মাত্র উচ্চারিত বৈকুণ্ঠ-নামের শ্রবণ এবং বৈকুণ্ঠ-নামের কীর্তনফলে শাস্ত্রে যে বৈকুণ্ঠ-গমন বর্ণিত আছে, তাহা---অর্থবাদমাত্র। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে বৈকুণ্ঠ-নামের অতীন্দ্রিয় প্রভাব তাদৃশ ভ্রান্ত জড়বিচার-পরায়ণ পরিমাপকের ক্ষুদ্রতম মস্তিষ্কের অন্তর্ভুক্ত নহে। বৈকুণ্ঠনামকে মায়িকবস্তু-পর্যায়ে মনে করিলে জীবের ভোগময়ী কুপ্রবৃত্তি অতীন্দ্রিয়, অপ্রাকৃত, অধোক্ষজ বৈকুণ্ঠ বস্তুকে বুঝিতে দেয় না। তজ্জন্যই জীবের বেদ ও বেদানুগ সাত্বতশাস্ত্রে বিশ্বাস-রাহিত্য---তাহার ভাগ্যহীনতারই পরিচায়ক।

একদা শ্রীনন্দাদি গোপগণ সরস্বতী-নদীতীরে অম্বিকা-বনে উপস্থিত হইয়া দেব-ব্রাহ্মণ-পূজনান্তে ব্রতধারণ-পূর্বক রাত্রিবাস করিতেছিলেন, এমন সময় এক ভীষণাকৃতি মহাসর্প নন্দকে গ্রাস করিল; নন্দের করুণ রোদনে পিতৃস্নেহবৎসল প্রপন্ন-পালক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহা-সর্পকে বামপদদ্বারা স্পর্শ করিবা-মাত্র সে সর্পরূপ পরিত্যাগ করিয়া উজ্জ্বল বিদ্যাধর-রূপ ধারণ করিল এবং ভগবানের আদেশে স্বীয় পূর্বজন্মের পাপকর্মের ইতিহাস বর্ণনপূর্বক স্বস্থানে প্রস্থানোদ্যত হইয়া স্তব করিতে করিতে দেবদুর্লভ ভগবৎ-পাদস্পর্শ লাভ মহিমা এই শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন---

অন্বয়। যন্নাম (যস্য তব নাম একমপি) গৃহ্নন্ (উচ্চারয়ন্ পুমান্) আত্মান (স্বম্) এব (অপি) অখিলান্ (সর্বান্) শ্রোতৃন্ (শ্রবণকারিণঃ) চ (তৎসম্বন্ধিনঃ জনান্ অপি) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) পুনাতি (পবিত্রীকরোতি, শোধয়তি, মোচয়তীত্যর্থঃ) তস্য

তৎকারণ-বর্ণন; নামজপকারীর স্বীয় উদ্ধার-সাধনই উদ্দেশ্য—

শুন, বিপ্র! মন দিয়া ইহার কারণ।
জপি' আপনারে সবে করয়ে পোষণ।।২৮৫।।

শুদ্ধ-ভক্ত-সাধু-বৈষ্ণব-মুখে উচ্চনাম কীর্তন-শ্রবণ-ফলে প্রত্যেক শ্রোতৃ জীবেরই উদ্ধার-লাভ—

উচ্চ করি' করিলে গোবিন্দ-সংকীর্তন।
জন্তুমাত্র শুনিঞাই পাই বিমোচন।।২৮৬।।

(তাদৃশ-মাহাত্ম্যযুক্তস্য) তে (তব) পদা (চরণেন) স্পৃষ্টঃ (স্পর্শমাত্রেণৈব সুতরাং পূতঃ সন্) কিং ভূয়ঃ (অধিক যথা স্যাৎ তথা, সর্বতোভাবেনেত্যর্থঃ সর্বান্ এব তান্) হি (নিশ্চিতং পুনাতি ইতি কিং পুনরপি বক্তব্যম্)।।২৭৯।।

অনুবাদ। যাঁহার নাম কীর্তন করিয়া মানব সমস্ত শ্রোতা এবং নিজেকে সদ্যই পবিত্র করিয়া থাকেন, সেই আপনার সাক্ষাৎ পাদস্পর্শে পবিত্র হইয়া সে ব্যক্তি যে সর্বতোভাবে সকলকে শোধন করিবে,—এ বিষয়ে আর বক্তব্য কি?২৭৯।।

তথ্য। 'অধিকন্তু, হে ভগবন্! আমি তোমার পাদপদ্ম দ্বারা সাক্ষাদ্ভাবে স্পৃষ্ট হইয়াছি। অধুনা স্বস্থানে গমন করিয়া স্বলোকবর্তী অন্যান্য সকলকেও (তোমার পাদপদ্ম-স্পর্শপূত) আমি নিজ-স্পর্শ দ্বারা কৃত্যর্থ করিব',—এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন,—একটী (একবার) মাত্র যাঁহার নাম উচ্চারণ করিতেই (মানব নিজেকে ও পরকে পবিত্র করে),—এতদ্দ্বারা নাম-গ্রহণ-বিষয়ে শ্রদ্ধাদির উদয়ের অপেক্ষা (অর্থাৎ শ্রদ্ধা বা সুদৃঢ়-নিশ্চয়-বিশ্বাসাত্মক সম্বন্ধ-জ্ঞানের উদয় না হওয়া পর্যন্ত নাম-গ্রহণের আবশ্যকতা নাই—এরূপ বিচার-মূলা চিত্তবৃত্তির প্রয়োজনীয়তা) নিরস্ত হইল (অর্থাৎ দশটী নামাপরাধ-বর্জিত হইয়া সঙ্কেত, পরিহাস, স্তোভ বা হেলা,—এই চতুর্বিধ শ্রদ্ধাহীন-অবস্থাতেও ভগবানের নাম উচ্চারণ করা যায় এবং কর্তব্য)। 'গৃহ্নন্' (উচ্চারণ করিতে করিতে),—এই ক্রিয়াটীর বর্তমানকালীয় প্রয়োগ-দ্বারা সম্পূর্ণতার অপেক্ষা (অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে নামোচ্চারণ না হওয়া পর্যন্ত আংশিকভাবে নামোচ্চারণ অকর্তব্য ও বিফল, এরূপ বিচারের আবশ্যকতা) নিরস্ত হইল অর্থাৎ ভগবন্নামের অস্ফুট, অসম্যক্, অসম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবেও উচ্চারণ করা যায় এবং কর্তব্য)। 'অখিলান্' (সকল শ্রোতাকেই)—এই শব্দ দ্বারা 'অধিকার' প্রভৃতির অপেক্ষা (অর্থাৎ স্নান, তপ, ইজ্যা, শৌচ, স্বাধ্যায়, সন্ন্যাস, যোগ, যাগ, পুণ্যজন্ম প্রভৃতি জড়ীয় নশ্বর বাহ্য অধিকার-লাভের আবশ্যকতা) নিরস্ত হইল (অর্থৎ যে-কোন মানবের যে-কোন অবস্থায় ভগবন্নাম উচ্চারণ করা যায় এবং কর্তব্য)। 'সদ্যঃ' (তৎক্ষণাৎ),—এই শব্দে কালের অপেক্ষা (অর্থাৎ কেবলমাত্র কোন বিশিষ্ট-কালেই পবিত্র করিতে পারে, যে-কোন মুহূর্তে করিতে পারে না,—এইরূপ বিচারের প্রয়োজনীয়তা) নিরস্ত হইল (অর্থাৎ যে কোন মুহূর্তে শ্রীনাম শুদ্ধভাবে উচ্চারণকারী যে-কোন ব্যক্তিকে সম্যগ্ভাবে পবিত্র করিতে সমর্থ)। 'শ্রোতৃন্' (শ্রোতৃগণকে),—এই শব্দে কেবলমাত্র ভগবন্নাম-শ্রবণ-লাভই অভিপ্রেত হইয়াছে। এ স্থলে 'এব' শব্দ 'ইব' বা 'অপি'-অর্থে প্রযুক্ত বলিয়া, 'নামোচ্চারণকারী নিজের ন্যায় শ্রোতৃগণকেও' এই দৃষ্টান্ত-সাম্যে 'শ্রবণ' ও 'কীর্তন', উভয়বিধ সাধনেরই পরস্পর অভেদ নিবন্ধন বিশেষ মাহাত্ম্য সূচিত হইল। 'চ'-কার দ্বারা সেই সেই শ্রবণোচ্চারণকারীর সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট জনগণকেও যে এতাদৃশ আপনার পদ-পৃষ্ট হইয়া আমি সমধিক (সর্বতো)-ভাবে নিশ্চয়ই পবিত্র করিব—ইহাতে আর বক্তব্য কি? (শ্রীসনাতনপ্রভু ও শ্রীজীবপ্রভুর কৃত 'বৈষ্ণবতোষণী')।।২৭৯।।

যিনি বৈকুণ্ঠ নাম জপ করেন, তিনি কেবলমাত্র নিজেরই মঙ্গল বিধান করেন; আর, যিনি বৈকুণ্ঠ-নাম উচ্চৈঃস্বরে সঙ্কীর্তন করেন, তিনি নিজের মঙ্গলের সহিত শ্রোতৃবর্গেরও মঙ্গল বিধান করেন। একমাত্র কৃষ্ণকীর্তনকারী গুরুদেবই জীবে দয়া বা পরোপকার করিতে সমর্থ, অন্যে নহে।।২৮১।।

অন্বয়। হরিনামানি জপতঃ (সুলঘুতয়া উচ্চারয়তঃ জনাৎ) উচ্চৈঃ জপন্ (কীর্তয়ন্ জনঃ) শতগুণাধিকঃ (শতগুণৈঃ অধিকঃ শ্রেষ্ঠঃ ইতি) স্থানে যুক্তমেব, যতঃ জপন্ জনঃ কেবলম্ আত্মানমেব পুনাতি, পরন্তু উচ্চঃস্বরেণ কীর্তনকারী জনঃ) আত্মানং (স্বং) চ পুনাতি (পবিত্রীকরোতি) শ্রোতৃন্ (নাম-কীর্তন-শ্রবণকারিনঃ অন্যানপি) পুনাতি (পবিত্রীকরোতি চ)।।২৮৩।।

অনুবাদ। যিনি হরিনাম জপ করেন, তাঁহা হইতে উচ্চস্বরে কীর্তনকারী ব্যক্তি যে শতগুণে শ্রেষ্ঠ, ইহা সঙ্গতই বটে; যেহেতু জপকর্তা কেবলমাত্র নিজেকেই পবিত্র করেন, কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে হরিকীর্তনকারী ব্যক্তি নিজেকে এবং শ্রোতৃগণকে অর্থাৎ সকলকেই পবিত্র করিয়া থাকেন।।২৮৩।।

মানব ও মানবেতর জীবের তারতম্য-কারণ-নির্দেশ;
একমাত্র মানবজন্মেই কৃষ্ণনামকীর্তনে সামর্থ্য,
তদিতর-জন্মে কৃষ্ণনামকীর্তনে অসামর্থ্য—

জিহ্বা পাইঞাও নর-বিনা সর্ব-প্রাণী।
না পারে বলিতে কৃষ্ণনাম-হেন ধ্বনি।।২৮৭।।

মানবেতর প্রাণিমাত্রেরও উচ্চ-কীর্তন শ্রবণে উদ্ধার লাভ-হেতু
উচ্চ-কীর্তনের গুণ-মহিমা ও একান্ত প্রয়োজনীয়তা—

ব্যর্থজন্মা ইহারা নিস্তরে যাহা হৈতে।
বল দেখি,—কোন্ দোষ সে কর্ম করিতে?২৮৮।।

সাধারণ-লোকবোধ্য দৃষ্টান্ত দ্বারা নামজপ ও নামকীর্তন,
উভয়-সাধনের তারতম্য-প্রদর্শন—

কেহ আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ।
কেহ বা পোষণ করে সহস্রেক জন।।২৮৯।।

নামজপ ও নামকীর্তনের ফল-তারতম্য-বিচারে অনুরোধ—

দুইতে কে বড়, ভাবি' বুঝহ আপনে।
এই অভিপ্রায় গুণ' উচ্চসংকীর্তনে।।''২৯০।।

সাধু-শিরোমণি হরিদাসের শাস্ত্র-যুক্তি-সঙ্গত বাক্য শ্রবণেও
নামাপরাধী পাষণ্ডিবিপ্রব্রুবের সাধু-নিন্দা—

সেই বিপ্র শুনি' হরিদাসের কথন।
বলিতে লাগিল ক্রোধে মহা-দুর্বচন।।২৯১।।

জাতিমদ-মত্ততা-হেতু দম্ভভরে হরিদাস-প্রতি
বিপ্রব্রুবের কঠোর বিদ্রূপোক্তি—

''দরশনকর্তা এবে হৈল হরিদাস।
কালে-কালে বেদপথ হয় দেখি' নাশ।।২৯২।।
'যুগশেষে শূদ্র বেদ করিবে বাখানে'।
এখনই তাহা দেখি, শেষে আর কেনে?২৯৩।।

হরিনাম-জপকারী অপেক্ষা উচ্চ নাম-সঙ্কীর্তনকারী শতগুণ অধিক ফল লাভ করেন। মূর্খ গুরুব্রুবের নিকট গোপনে হরিনাম জপের ছলনায় যদি অন্য কিছু শব্দ শ্রবণ করিয়া জপকারী ব্যক্তি ভোগময়-বুদ্ধিবশে সকাম উপাসনায় প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার কখনই নিত্যমঙ্গল লাভ হয় না। আর মহাভাগবত মুক্ত গুরুদেবের মুখ হইতে শ্রুত শুদ্ধ-হরিনাম কীর্তন করিলে অপরাপর শ্রোতৃ বৈষ্ণবগণ সেই হরিনামের মহিমা পরস্পরকে বুঝাইয়া দেন। তাহাতে জপকারী অপেক্ষা উচ্চ নাম-কীর্তনকারীর মঙ্গল-লাভই হয়। নামাপরাধ, নামাভাস ও শুদ্ধ শ্রীনাম-গ্রহণ এই ত্রিবিধ বিচার-বৈশিষ্ট্য যাহাদের উপলব্ধির বিষয় হয় না, তাহারা অনেক সময়েই দশাপরাধের মধ্যে প্রথমতঃ নামৈকনিষ্ঠ নামাশ্রিত সাধু বা বৈষ্ণবের নিন্দা করে এবং গুরুদেবের অবজ্ঞারূপ ভীষণতম অপরাধ করিয়া বসে,—গুরুকে মর্ত্য জীব-বুদ্ধি করিয়া অসূয়া বা অবজ্ঞা করে। প্রাকৃত-বস্তুকে দেবজ্ঞান করিয়া তাদৃশ দেবগণের সহিত সর্বেশ্বর-বিষ্ণুর সমতা-দর্শনে তাহাদের অপরাধ ঘটে, তৎফলে তাহারা ঐকান্তিক-বৈষ্ণবের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া বৈষ্ণবাপরাধী হইয়া পড়ে। তাহাদের শ্রীনামপ্রভুর সেবায় অনবধানতা এবং নাম-মহিমায় অর্থবাদ-কল্পনরূপ অপরাধ আসিয়া উপস্থিত হয়, অন্য শুভ-ক্রিয়ার সহিত নাম-গ্রহণকে তুল্য বলিয়া জ্ঞান করে এবং নামবলে পাপ-প্রবৃত্তিক্রমে পাপাসক্ত হয়। দ্রবিণ-লোভের বশবর্তী হইয়া গুরুর সজ্জা গ্রহণপূর্বক অশ্রদ্দধানে পণ্যদ্রব্য-বিক্রয়ের ন্যায় নামোপদেশাদি-প্রদানের ছলনা করিয়া জগতের অমঙ্গল সাধন করে। 'অহং-মম'-ভাবপ্রমত্ত হইয়া ক্রমশঃ বেদশাস্ত্রে ও বেদানুগ ব্রাহ্মণগণের প্রতি বিরোধী হইয়া পড়ে। এই প্রকার দশবিধ অপরাধ জপ-কর্তাকে অধঃপাতিত করে; কিন্তু শ্রীনাম কীর্তনকারী সৎসঙ্গ-প্রভাবে এই সকল অপরাধ বুঝিতে পারিয়া নির্জন-ভজনের অসুবিধা হইতে অবসর লাভ করেন।।২৮৪।।

মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীরও জিহ্বা আছে এবং তাহারা নানা-প্রকার ধ্বনি উচ্চারণ করিতে পারে বটে, কিন্তু মানব ব্যতীত আর কোন প্রাণীই কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে পারে না। তবে কেহ কেহ বলিতে পারেন,—'পক্ষিগণও ত' কৃষ্ণনামোচ্চারণের ন্যায় শব্দের অনুকরণ করে, তাহাতে তাহাদেরও ত' উত্তমগতি অর্থাৎ মুক্তিলাভ ঘটিতে পারে?' তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, 'অনুকরণ' ও 'অনুসরণ'—সম্পূর্ণ পৃথক্ কার্য। অনুকরণকারী কৃষ্ণনামের ন্যায় জড়াকাশের ইন্দ্রিয় ভোগ্য শব্দগুলি উচ্চারণ করিলেও তাহার সেবোন্মুখ জিহ্বায় চিদিন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিদাকাশ-বিরাজিত কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয় না। কৃষ্ণেতর বিষয়-ভোগের উদ্দেশ্যে সকামভাবে যে উচ্চারিত নাম-প্রতিম শব্দ, তাহা 'বৈকুণ্ঠনাম' নহে। উহা তুচ্ছফল প্রদান করিতে সমর্থ বলিয়া নামাপরাধ-শব্দেই কথিত, পরন্তু উহা শুদ্ধনামের ফল কৃষ্ণপ্রেমা উদয় করাইতে পারে না।।২৮৭।।

জগদ্‌গুরু গোস্বামী হরিদাসকে নিজ-সম উদর লম্পট-মিথ্যা-অপবাদারোপ—

এইরূপে আপনারে প্রকট করিয়া।
ঘরে-ঘরে ভাল ভোগ খাইস্ বুলিয়া।।২৯৪।।

জগদ্‌গুরুর প্রতি শপথ-শাসনোক্তি—

যে ব্যাখ্যা করিলি তুই, এ যদি না লাগে।
তবে তোর নাক কাণ কাটি' তোর আগে।।''২৯৫।।

পাষণ্ডি-দ্বিজাধমের বাক্যে হরিদাসের দুঃখ-হাসি—

শুনি' বিপ্রাধমের বচন হরিদাস।
'হরি' বলি' ঈষৎ হইল কিছু হাস।।২৯৬।।

হরিদাস-কর্তৃক সেই পাষণ্ডীর দুঃসঙ্গ-পরিত্যাগ—

প্রত্যুত্তর আর কিছু তারে না করিয়া।
চলিলেন উচ্চ করি' কীর্তন গাইয়া।।২৯৭।।

নাম ও নামাশ্রিত-গুরুনিন্দা-শ্রবণকারিগণের পাপভাক্ত্ব—

যেবা পাপী সভাসদ, সেহ পাপমতি।
উচিত উত্তর কিছু না করিল ইথি।।২৯৮।।

নাম ও নামাশ্রিত-গুরু-নিন্দক ও তৎসমর্থকগণ বাহ্যে ব্রাহ্মণ-ব্রুব হইলেও অন্তরে রাক্ষস স্বভাব বলিয়া যমদণ্ড্য—

এ সকল রাক্ষস, ব্রাহ্মণ নাম মাত্র।
এইসব লোক যম-যাতনার পাত্র।।২৯৯।।

প্রাণিমাত্রেই বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণ করিতে না পারিলেও ভগবদ্ভক্তের নিকট হইতে তাহারা কর্ণ দ্বারা বৈকুণ্ঠ-নাম শ্রবণ করিতে পারে। বৈকুণ্ঠ-নাম-শ্রবণে যাহার যোগ্যতা হইল না, তাহার জীবন—সত্য সত্যই বৃথা। যে বৈকুণ্ঠ-নাম-কীর্তনের শ্রবণে অধিকার পাইয়া তৎপ্রভাবে যে-কোন প্রাণী জীবন্মুক্ত হইতে পারেন, সেই উচ্চ হরিনাম-কীর্তন কখনও দোষের বা তর্ক দ্বারা সমালোচনার বিষয় হইতে পারে না।।২৮৮।।

এক ব্যক্তি স্বার্থপর হইয়া নিজেকে পোষণ করে, আর অপর এক ব্যক্তি নিজেকে পোষণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজ-ব্যতিরিক্ত অপর সহস্র-ব্যক্তিকেও পোষণ করে,—এই দুইজনের মধ্যে কাহার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতে হইবে? ইহা বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, উচ্চনাম-কীর্তনকারী কেবলমাত্র স্বার্থপর নহে, পরন্তু নিঃস্বার্থ ও পরার্থপর; সুতরাং কেবলমাত্র জপকারী অপেক্ষা উচ্চ নামকীর্তনকারী শ্রেষ্ঠ। অতএব কেবলমাত্র নাম-জপ অপেক্ষা উচ্চনাম-সঙ্কীর্তন শতসহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ।।২৯০।।

সেই পাষণ্ডী বিপ্রাধম ক্রোধবশে এই বলিয়া দুর্বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল,—''ভারতে ছয়টী প্রধান দর্শনের কথা প্রসিদ্ধ। সেই সকল দর্শনের সমস্তই ন্যূনাধিক বেদানুগত। এক্ষণে হরিদাসের মুক্তপুরুষসংক্রান্ত বিচার ষড়্‌দর্শনের স্থানে 'সপ্তম দর্শন' বলিয়া খ্যাতি লাভ করিল। কাল—কলি, সুতরাং বৈদিক পথ (?) কাল প্রভাবে হরিদাসের ন্যায় শ্রৌতপন্থি শুদ্ধবৈষ্ণবগণের দ্বারা ধ্বংস (?) পাইতে চলিল। কপিল ও পতঞ্জলি, কণাদ ও অক্ষপাদ, জৈমিনী ও ব্যাস—ইঁহারাই এতাবৎকাল ষড়্‌দর্শনে মালিক ছিলেন। এক্ষণে কোথা হইতে হরিদাস আসিয়া সপ্তম-দর্শনের মালিক হইয়া পড়িলেন! কালে-কালে কতই না বিচার উদিত হইবে!''২৯২।।

যুগশেষে—কলিযুগের শেষভাগে। মহাযুগের অভ্যন্তরে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি,—এই যুগ-চতুষ্টয় ক্রমান্বয়ে চতুর্গুণিত, ত্রিগুণিত, দ্বিগুণিত ও একগুণিত বর্ষ-সংখ্যায় পরিমিত হয়। কলিযুগের সংখ্যা—৪৩২০০০ সৌরবর্ষ। একাত্তর মহাযুগে এক 'মন্বন্তর', চতুর্দশ মন্বন্তর ও পঞ্চদশটী সত্যযুগ-পরিমিত সন্ধিযুক্ত সহস্র-মহাযুগে এক 'কল্প' বা ব্রহ্মদিন। শ্বেতবরাহ-কল্পের সপ্তম বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের অন্তর্গত কলি-যুগের প্রবৃত্তি হইয়াছে। কলিযুগের কেবলমাত্র আদি-সন্ধি বিগত হইয়া ক-এক বৎসর মাত্র অতীত হইয়াছে। শাস্ত্রে ভাঃ ১২।১।৩৬-৪১, ১২।২।১-১৬, ১২।৩।৩১-৪৬) উল্লিখিত আছে যে, কলিযুগের শেষভাগে বর্ণাশ্রম ধর্মের সম্পূর্ণ ব্যভিচার ঘটিবে। কিন্তু কেবলমাত্র কলিপ্রবেশের অনতিবিলম্ব-মধ্যেই এখন কলিযুগের ভবিষ্যৎকালীন ব্যবহার লক্ষিত হইতেছে। বর্ণ-বিচারে দ্বিজবর্ণত্রয়ই বেদপাঠে অধিকারী এবং দ্বিজাগ্র ব্রাহ্মণগণই বেদের অধ্যাপনা-কার্য্যে অধিকার লাভ করিবেন। দ্বিজাতিত্রয় সাধারণতঃ দশটী সংস্কার গ্রহণ করেন, কিন্তু পাপকর্মপ্রবণ শূদ্রের কোনপ্রকার দ্বিজ-সংস্কার অধিকার নাই। শূদ্রের বেদের অধ্যয়নে বা বেদের অধ্যাপনায় অধিকার থাকিতে পারে না; কিন্তু কলিকাল-প্রভাবে বর্ণ-ধর্মের বিপর্যয় ও ব্যভিচার লক্ষিত হইতেছে। ব্যভিচার ঘটিলেও বাহ্য-চিহ্ন বা পরিচয়ে পরিচিত জনগণই

বিবাদ-তমোযুগে বিপ্রকুলে গুরু-বৈষ্ণব-বেদ-নিন্দক রাক্ষসগণের জন্মগ্রহণ—

কলিযুগে রাক্ষস-সকল বিপ্র-ঘরে।
জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে।।৩০০।।

সুবিরল শ্রৌতপন্থি-বৈষ্ণবগণকে রাক্ষসগণের বাধা-প্রদান—

তথাহি (বরাহপুরাণে মহেশ-বাক্যম্)—

রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু।
উৎপন্না ব্রাহ্মণকুলে বাধন্তে শ্রোত্রিয়ান্ কৃশান্।।৩০১।।

এ সব বিপ্রের স্পর্শ, কথা, নমস্কার।
ধর্মশাস্ত্রে সর্বথা নিষেধ করিবার।।৩০২।।

অবৈষ্ণব বা বৈষ্ণববিদ্বেষি-ব্রাহ্মণব্রুবগণের দুঃসঙ্গ সর্বথা পরিত্যাগ-বিধি—

এতদ্বিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণ—

তথাহি (পদ্মপুরাণে মহেশ-বাক্যম্)—

কিমত্র বহুনোক্তেন ব্রাহ্মণা যে হ্যবৈষ্ণবাঃ।
তেষাং সম্ভাষণং স্পর্শং প্রমাদেনাপি বর্জয়েৎ।।৩০৩।।

দ্বিজাতি বলিয়া আপনাদিগের গৌরব-বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা করেন। বর্ণবিচারে শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ—এই ত্রিবিধ জাতির বিচার হয়। শৌক্র-জন্ম দ্বারা যাঁহারা দ্বিজত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে দ্বিতীয় মৌঞ্জীবন্ধন বা সাবিত্র-সংস্কার গ্রহণ করিতে হয়; দ্বিজ হইবার পর বিষ্ণু-দীক্ষা-প্রভাবে তৃতীয় দৈক্ষ-জন্মলাভ হয়। শূদ্রের দ্বিতীয় জন্ম বা তৃতীয় জন্ম নাই। গর্ভাধান-সংস্কারে অনেকস্থলে প্রামাণিকতার অভাব থাকায়, শৌক্রপথ অপেক্ষা 'লক্ষণ' বা 'স্বভাব' দ্বারা বস্তু-নির্দেশ-কার্যে আগম-দীক্ষা-প্রভাবে সাবিত্র-সংস্কার-বিচার অধিকতর সমীচীন ও নির্দোষ। এই কারণে সাত্বত-বিচার কেবলমাত্র শৌক্র-বিচারের অনুগমন করে না। কিন্তু কর্মকাণ্ডরত জনগণ সাত্বত-শাস্ত্র বিচারকে উচ্চাসন প্রদান না করিলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে সাত্বত-শাস্ত্র-বিচারই দৈব-বর্ণধর্ম নিরূপণে সর্বাপেক্ষা অধিক আদরণীয়। আধ্যক্ষিক-জ্ঞানী অনভিজ্ঞ সমাজ বর্ণনিরূপণে অশাস্ত্রীয় প্রথা অবলম্বন করায়, শাশ্বতী বা সাত্বতী প্রথা সম্প্রতি বিপন্ন হইয়াছে; তজ্জন্য বৈষ্ণব-বিদ্বেষী কর্মকাণ্ডরত পাপিষ্ঠগণ 'ব্রাহ্মণ কে?', 'শূদ্র কে?' এই বিষয়ে বিচার করিতে গিয়া মায়া-মোহ-বশতঃ ভ্রান্ত হন।

এক্ষেত্রেও অভক্ত শৌক্র-অভিমানী সেই মাংসদৃক্ পাষণ্ডী বিপ্রব্রুব বৈষ্ণবের সম্বন্ধে বাহ্য জড় স্থূল দৈহিক-বিচারের আবাহন করিয়াছে। ঠাকুর হরিদাস যখন ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত নহেন, তখন তিনি যে ধর্মোপদেশকের কার্য করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম—ইহাই তাহার ভ্রান্ত ও কু-বিচারের মাপকাঠীতে নির্ণীত হইয়াছিল। সুতরাং সে-ব্যক্তি ক্রোধভরে বিবর্ত আশ্রয় করিয়া বেদ-ব্যাখ্যাতা বৈষ্ণবগণকে 'শূদ্র' প্রভৃতি আখ্যা দিতেছিল! প্রকৃতপ্রস্তাবে সেই পাষণ্ডীই অপকৃষ্ট শূদ্রাধম। অনার্জব, কৌটিল্য ও মিথ্যা-ভাষণাদি তাহার প্রত্যেক অনুষ্ঠানে তাহাকে শুদ্ধবৈষ্ণবের বিরোধী করিয়া তুলিয়াছিল। শূদ্রাধম হইয়াও সে-ব্যক্তি আপনাকে বিপ্রাভিমান-পূর্বক বিপ্রগুরু বৈষ্ণবের চরণে জাতি-সামান্য-বুদ্ধি আরোপ করিয়া মহাপরাধ-বশতঃ নিরয়গামী হইয়াছিল। সেই বৈষ্ণব-বিদ্বেষী, বিপ্রাভিমানী পাপিষ্ঠ শূদ্রাধম কলি-বর্ণন-প্রসঙ্গে শুনিয়াছিল যে বেদাধ্যয়ন পরিত্যাগ-পূর্বক অন্য সাংসারিক-বিষয়ে অধ্যবসায়শীল শূদ্রগণ কলিকালে ব্রাহ্মণ-ব্রুব হইয়া বেদের পঠন-পাঠনাদি করিবে। তবে যে শুনা যায়, শৈব-দীক্ষাপ্রভাবে ব্রাহ্মণতা-লাভ হয়, তাহা বেদশাস্ত্র-সিদ্ধ নহে। পরন্তু সাত্বতগণ পাঞ্চরাত্রিক-মতে বিষ্ণুদীক্ষা-প্রভাবে বৈদিক দ্বিজত্ব লাভ করেন। শৈব-দীক্ষায় বেদাধিকার কখনই লব্ধ হয় না—ইহাই ব্রহ্মসূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। আগম-প্রামাণ্যে শ্রীযামুনাচার্য সাত্বতগণের বিরুদ্ধে পাষণ্ডীদিগের 'বৈষ্ণবগণ ব্রাহ্মণ নহে'—এই উক্তির সম্পূর্ণভাবে খণ্ডন করিয়াছেন,—"যে পুনঃ সাবিত্র্যনুবচন-প্রভৃতি-ত্রয়ী-ধর্ম-ত্যাগেন একায়ন-শ্রুতি-বিহিতানেব চত্বারিংশৎ সংস্কারান্ কুর্বতে, তেঽপি স্বশাখা গৃহ্যোক্তমর্থং যথাবদনুতিষ্ঠমানাঃ ন শাখান্তরীয়কর্মাননুষ্ঠানাদ্‌ব্রাহ্মণ্যাৎ প্রচ্যবন্তে, অন্যেযামপি পরশাখাবিহিত-কর্মাননুষ্ঠান-নিমিত্তা-ব্রাহ্মণ্য-প্রসঙ্গাৎ।" অর্থাৎ 'যাঁহারা সাবিত্র্যনুবচনপ্রভৃতি বেদ (যজ্ঞোপবীত-ধারণ-নির্ণায়িকা শ্রুতি)-ধর্ম ত্যাগ করিয়া 'একায়ন শ্রুতি'-বিহিত চত্বারিংশৎ সংস্কারের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাও স্বশাখা-গৃহ্যোক্ত বিষয় যথা-নিয়মে অবলম্বন করিয়া শাখান্তরীয়-কর্মের অননুষ্ঠান-হেতু কখনও ব্রাহ্মণ্য হইতে প্রচ্যুত হন না। কারণ, তাহা হইলে অন্য-শাখিগণেরও পরশাখোক্ত কর্ম অনুষ্ঠান না করায় অব্রাহ্মণ্য-প্রসঙ্গ হইতে পারে। দাক্ষিণাত্যে সাত্বতগণের মধ্যে 'আয়েঙ্গার' নামক উপাধি অদ্যাপি বর্তমান। এই তামিল শব্দটী পঞ্চাধিক-সংস্কারসম্পন্ন ব্রাহ্মণকেই নির্দেশ করে। অসাত্বত-ব্রাহ্মণগণ দশসংস্কারবিশিষ্ট হইয়া 'আয়ার' নামক উপাধিতে বর্তমান। আয়েঙ্গারগণ—

অবৈষ্ণব বা বৈষ্ণববিদ্বেষী-ব্রাহ্মণব্রুবগণের প্রতি দৃষ্টিপাত-নিষিদ্ধতা এবং জাতিকুল-নির্বিশেষে অবতীর্ণ শুদ্ধ-বৈষ্ণবমাত্রেরই জগদ্গুরুত্ব—
তথাহি (পদ্মপুরাণে)—

শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্।
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ।।৩০৪।।

ব্রাহ্মণ হইয়া যদি অবৈষ্ণব হয়।
তবে তা'র আলাপেহ পুণ্য যায় ক্ষয়।।৩০৫।।

জগদ্গুরু বৈষ্ণবাচার্য হরিদাসের নিন্দক নামাপরাধী পাষণ্ডি-বিপ্রাধমের দুষ্কর্ম-ফল বা শাস্তি—

সে বিপ্রাধমের কত-দিবস থাকিয়া।
বসন্তে নাসিকা তার পড়িল খসিয়া।।৩০৬।।

পঞ্চদশ-সংস্কারসম্পন্ন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের মধ্যে আবার আরও পাঁচটী সংস্কার অতিরিক্ত আছে। সুতরাং তাঁহারা বিংশ-সংস্কারসম্পন্ন। গোপালভট্ট-গোস্বামী 'সৎক্রিয়া-সার-দীপিকা'র পরিশিষ্ট 'সংস্কারদীপিকা'য় সংস্কারসমূহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সাত্বতগণ বলেন,—"স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্ জাতানেব হি মন্ত্রতঃ। বিনীতানথ পুত্র্যাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ।।" কিন্তু অপ্যয় দীক্ষিতাদি হরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিরোধী তার্কিকগণ আম্নায় ও পঞ্চরাত্র প্রভৃতি স্বীকার না করায়, তাহাদিগের বিচার-প্রণালীতে ভীষণ বিষমভ্রান্তি প্রবেশ করিয়াছে। এইসকল বিরোধিজনের কুমত অনুসরণ করিয়া সেই দুর্জন বিপ্রাধম প্রথম-কলির প্রারম্ভেই ভবিষ্যৎকলির বিচার আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিল। "ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ। সর্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দনে।।"—এই সাত্বতশাস্ত্র-প্রমাণ যাহারা অনাদর করে, বৈষ্ণবের প্রতি বা শুদ্ধবিষ্ণুভক্তিপথে তাহাদিগের কোন শ্রদ্ধা নাই; তাহারা—গুরুদ্রোহী।।২৯৩।।

সেই পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণাধম হরিদাস-ঠাকুরকে বলিল,—'তুমি অপ্রাকৃত-দর্শন-কর্তা হইয়া ভক্তিবিদ্বেষী কর্মকাণ্ডিগণের বিরুদ্ধে যে ব্যাখ্যা করিতেছ, তদ্দ্বারা তুমি নিজের মহিমা উত্তমরূপে প্রচারিত করিয়া তোমার বশীভূত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে কৌশলে উৎকৃষ্ট খাদ্য-দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে পারিবে'।।২৯৪।।

হরিদাস ঠাকুরের শ্রীনাম-সম্বন্ধে অত্যুত্তম শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সেই পাষণ্ডি-বিপ্রাধমের পাশবিক প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিল। সে বিষম ক্রোধবশে এই বলিয়া শপথ ও শাপ প্রদান করিল যে, হরিদাস-কথিত নামের এইপ্রকার মহিমা-ব্যাখ্যা যদি শাস্ত্রের সহিত প্রকৃতপক্ষে অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে প্রকাশ্যভাবে তাঁহার (হরিদাস ঠাকুরের) নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করিয়া ইহার প্রতিশোধ লইবে।।২৯৫।।

তখন ঠাকুর হরিদাস সেই পাষণ্ডি-দ্বিজাধমের ঐপ্রকার নিরয়-প্রাপক কটূ-বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার কোন কথারই প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া স্বয়ং উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্তন করিতে করিতে নামের অর্থবাদ-দ্বারা কলুষিত সেই স্থান তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিলেন।।২৯৭।।

যাহারা পাপিষ্ঠ দুশ্চরিত্র ব্যক্তিগণের সমর্থনকারী ও প্রশ্রয়দাতা সামাজিক বলিয়া খ্যাত, তাহারাও পাপচিত্ত। ঠাকুর হরিদাসের সম্পূর্ণ শাস্ত্র-সঙ্গত কথার সমর্থন দূরে থাকুক, উক্ত সভার মহা পাপিষ্ঠ সভ্যগুলিও ঠাকুরের শাস্ত্রযুক্ত সঙ্গত বাক্যের সমর্থন বা সেই পাষণ্ডি-বিপ্রাধমের কটূক্তির প্রতিবাদ-মুখে কোন কথা বলিল না। ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও যদি কোন ব্যক্তি প্রকৃত ব্রাহ্মণাচার হরিভজনাঙ্গ-পালনে বিমুখ হয়, তাহা হইলে তাহাকে রাক্ষস বলে। ব্রাহ্মণ-সদাচারে বিমুখ দুরাচারবিশিষ্ট জনগণ প্রকৃত ব্রাহ্মণের একমাত্র কৃত্য হরি-সেবন-পরিত্যাগ-ফলে অধঃপতিত হইয়া 'রাক্ষস'-নামে খ্যাত হয়। কেহ কেহ তাহাদিগকে 'ব্রাহ্মণব্রুব' বা 'ব্রাহ্মণাধম' বলেন। জীবিতোত্তরকালে তাহারা যমের নিকট প্রচুর শাস্তি লাভ করে এবং ইহলোকেও ব্রাহ্মণতা হইতে বিচ্যুত হয়।।২৯৮-২৯৯।।

বিষ্ণু-বৈষ্ণবের হিংসাকারী রাক্ষস-স্বভাব জনগণ ব্রাহ্মণের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও বৈষ্ণবের হিংসা করিয়া থাকে। ইহাই কলিযুগের বিশেষত্ব।।৩০০।।

যেমন উক্ত পাষণ্ডীর বৈষ্ণব-নিন্দা, তেমনই তাহার উপযুক্ত শাস্তিলাভ বা উপযুক্ত-ফল-প্রাপ্তি—

হরিদাস-ঠাকুরেরে বলিলেক যেন।
কৃষ্ণও তাহার শাস্তি করিলেন তেন।।৩০৭।।

সর্বত্র বিষ্ণুভক্তিহীনতা ও বিষয়ভোগপ্রমত্ততা-দর্শনে হরিদাসের দুঃখ ও কারুণ্যোদ্রেক—

বিষয়েতে মগ্ন জগৎ দেখি' হরিদাস।
দুঃখে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি' ছাড়েন নিঃশ্বাস ।।৩০৮।।

অন্বয়। রাক্ষসাঃ কলিম্ আশ্রিত্য (কলিযুগে) ব্রহ্মযোনিষু (ব্রাহ্মণকুলে) জায়ন্তে, (তে) ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্নাঃ (সন্তঃ কৃশান্ (বিরলান্ স্বল্পসংখ্যকান্ ইত্যর্থঃ) শ্রোত্রিয়ান্ ("শ্রূয়েতে ধর্মাধর্মৌ অনেন ইতি শ্রোত্রঃ বেদঃ, তং বেত্তি অধীতে বা শ্রোত্রিয়ঃ" ইতি ভরতঃ—শব্দব্রহ্ম-নিষ্ণাতঃ, শ্রৌতপথজ্ঞঃ, এবম্ভূতান্), বাধন্তে (পীড়য়ন্তি)।।৩০১।।

অনুবাদ। রাক্ষসগণ কলিযুগ আশ্রয়পূর্বক ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হইয়া সুবিরল শ্রৌতপথজ্ঞ ব্যক্তিগণকে উৎপীড়ন করিয়া থাকে।।৩০১।।

তাদৃশ ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত বিষ্ণুবৈষ্ণবদ্বেষী বিপ্রাভিমানীকে স্পর্শ করিতে নাই। ঘটনাক্রমে তাহাদের স্পর্শ হইলে সবস্ত্রে গঙ্গা-স্নানই কর্তব্য। তাদৃশ বিপ্রের সহিত আলাপ করিলে অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। তাহাদিগকে নমস্কারাদি দ্বারা সম্মান করিলেও বিষ্ণুভক্তি হইতে নিশ্চয়ই বিচ্যুতি ঘটে। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবত ও ধর্মশাস্ত্রাদি বেদ-প্রতিপাদ্য বৈষ্ণব-সদাচার-পালনে বিমুখ ব্যক্তিকে সবংশে পতিত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন,—"যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্। স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ।।", "য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্। ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ।।"৩০২।।

অন্বয়। অত্র (অস্মিন্ বিষয়ে) বহুনা উক্তেন কিং (বহুভাষণেন অলং, পরন্তু) যে ব্রাহ্মণাঃ হি অবৈষ্ণবাঃ (বিষ্ণুভক্তিরহিতাঃ ভবন্তি), তেষাং (তাদৃশ-ব্রাহ্মণৈঃ সহ) সম্ভাষণম্ (আলাপনং) স্পর্শং (বা) প্রমাদেন (ভ্রমেণ) অপি বর্জয়েৎ (ন কুর্যাৎ ইত্যর্থঃ)।।৩০৩।।

অনুবাদ। এ-বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই; পরন্তু যে-সকল ব্রাহ্মণ—অবৈষ্ণব, ভ্রমেও তাহাদিগকে সম্ভাষণ বা স্পর্শ করিবে না।।৩০৩।।

অন্বয়। লোকে (ইহ জগতি) অবৈষ্ণবং (বিষ্ণু-বৈষ্ণব-পূজা-বিহীনং) বিপ্রং (বিপ্রকুলোদ্ভূতং বেদপাঠিনম্ অপি) শ্বপাকম্ ইব (চণ্ডালং যথা ন পশ্যেৎ, সুদুরাচারত্বাৎ তথা) ন ঈক্ষেত (ন পশ্যেৎ, "ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ" ইতি স্মৃতেঃ, তাদৃশ-বিপ্রব্রুবস্য সঙ্গ দুঃসঙ্গত্বাৎ সর্বথা পরিত্যাজ্য এব, ন চেৎ তদকরণে প্রত্যবায়ঃ অবশ্যমেব ভবেদিত্যর্থঃ, পরন্তু) বৈষ্ণবঃ (গৃহীত-বিষ্ণু-দীক্ষাকঃ বিষ্ণু-বৈষ্ণব-প্রীতিবিশিষ্টঃ জনঃ) বর্ণবাহ্যঃ অপি (যত্র কুত্রাপি কুলে অবতীর্ণঃ সন্ ভুবনত্রয়ঃ (ত্রিলোকং উপলক্ষণে তু, চতুর্দশভুবনাত্মকং ব্রহ্মাণ্ডম্ অপি) পুনাতি (পবিত্রীকরোতি, বন্ধনাৎ মোচয়িতুম্ সম্যক শক্তঃ ইত্যর্থঃ)।।৩০৪।।

অনুবাদ। জগতে কুক্কুরভোজি-চণ্ডালের ন্যায় (অর্থাৎ চণ্ডালের দর্শন যেমন অবৈধ বা নিষিদ্ধ, তদ্রূপ) অবৈষ্ণব-বিপ্রকে দর্শন করা কখনও উচিত নহে। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ-গুরু) বর্ণনিরপেক্ষ হইয়াই অর্থাৎ যে-কোন বর্ণে আবির্ভূত হউন না কেন, ত্রিভুবনকে পবিত্র করিয়া থাকেন।।৩০৪।।

শৌক্র-বিপ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া সাবিত্র-জন্ম-লাভান্তে যদি কেহ বৈষ্ণবী দীক্ষা লাভ না করেন এবং বৈষ্ণবের বিদ্বেষ করিয়া আপনাকে 'অবৈষ্ণব' জানেন, তাহা হইলে তাদৃশ ব্যক্তির সহিত আলাপ করিলেও আলাপকারীর সঞ্চিত পুঞ্জপুঞ্জ পুণ্যরাশি সমস্তই ধ্বংস হয়।।৩০৫।।

কিছুদিনের মধ্যে সেই বিপ্রকুলজাত বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ঘৃণিত বিপ্রের দারুণ বসন্তরোগ হওয়ায় মুখমণ্ডল হইতে নাসিকা নষ্ট ও বিচ্যুত হইল।।৩০৬।।

যদিও হরিদাস ঠাকুর সেই দুর্জন পাষণ্ডীর প্রতি অভিসম্পাত বা তাহার কোন অশুভ ধ্যান করেন নাই, তথাপি বৈষ্ণবাপরাধী সেই পাষণ্ডী হরিদাস ঠাকুরের প্রতি নিন্দা ও বিদ্বেষপূর্ণ কটূক্তি করায় তৎপ্রতি ভীষণ দণ্ড-বিধানের নিমিত্তই ভগবান্ উহার ঐরূপ কঠোর শাস্তি বিধান করিলেন।।৩০৭।।

বৈষ্ণব-দর্শন-সঙ্গলাভার্থ ভক্তরাজ হরিদাসের নবদ্বীপে আগমন—

কতদিনে 'বৈষ্ণব' দেখিতে ইচ্ছা করি'।
আইলেন হরিদাস নবদ্বীপ-পুরী।।৩০৯।।

ভক্তপ্রবর হরিদাসের দর্শনে ভক্তগণের হর্ষাতিশয্য—

হরিদাসে দেখিয়া সকল ভক্তগণ।
হইলেন অতিশয় পরানন্দ-মন।।৩১০।।

তৎকালে আধ্যক্ষিক-জ্ঞান-প্রমত্ত জগৎ সর্বদাই বিষয়-ভোগ-লোলুপ হইয়া কৃষ্ণানুশীলনে বিরত ছিল। তজ্জন্য দয়ার্দ্র চিত্ত বৈষ্ণব-ঠাকুরের হৃদয়ে হরিবিমুখ পতিত-জীবের দুর্দৈব-মলিন দুর্দশা-দর্শনে দুঃখ উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িত।

বিষয়েতে মগ্ন জগৎ,—এই সম্বন্ধে চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে ২য় অঙ্কে 'বিরাগে'র স্বগত উক্তি—''অহো বহির্মুখবহুলং জগৎ!—'ন শৌচং নো সত্যং ন চ শমদমৌ নাপি নিয়মো ন শান্তির্ন ক্ষান্তিঃ শিব শিব ন মৈত্রী ন চ দয়া। অহো মে নির্ব্যাজ-প্রণয়ি-সুহৃদোঽমী কলিজনৈঃ কিমুন্মুলীভূতা বিদধতি কিমজ্ঞাত-বসতিম্।' হন্ত! কথমজ্ঞাতবাসস্তেষাং সম্ভাবনীয়স্তথাবিধস্থলবিরহাৎ? 'ষষ্ঠে কর্মণি কেবলং কৃতধিয়ঃ সূত্রৈকচিহ্না দ্বিজাঃ সংজ্ঞা-মাত্র-বিশেষতা ভুজভুবো বৈশ্যাস্তু বৌদ্ধা ইব। শূদ্রাঃ পণ্ডিতমানিনো গুরুতয়া ধর্মোপদেশোৎসুক। বর্ণানাং গতিরীদৃগেব কলিনা হা হন্ত সংপাদিতা।' * * বিবাহাযোগ্যত্বাদিহ কতিচিদাদ্যাশ্রমযুজো গৃহস্থাঃ স্ত্রীপুত্রোদরভরণমাত্রব্যসনিনঃ। অহো বানপ্রস্থাঃ শ্রবণপথমাত্র-প্রণয়িনঃ পরিব্রাজা বেশৈঃ পরমুপহরন্তে পরিচয়ম্।' .... 'অভ্যাসাদ্ য উপাধিজাত্যনুমিতিব্যাপ্ত্যাদি শব্দাবলের্জন্মারভ্য সুদূর-দূরভগবদ্বার্তা-প্রসঙ্গা অমী। যে যত্রাধিক-কল্পনা-কুশলিনস্তে তত্র বিদ্বত্তমাঃ স্বীয়ং কল্পনমেব শাস্ত্রমিতি যে জানন্ত্যহো তার্কিকাঃ।' ...... 'অহো অমী মায়াবাদিনঃ—চিন্মাত্রা নির্বিশেষাশ্চিদুপাধিরহিতা নির্বিকল্পা নিরীহা ব্রহ্মৈবাস্মীতি বাচা শিব শিব ভগবদ্‌বিগ্রহে বদ্ধবৈরাঃ। যেঽমী শ্রৌতপ্রসিদ্ধানঽহ ভগবতোঽচিন্ত্যশক্ত্যাদ্যশেষান্ প্রতাখ্যান্তো বিশেষানিহ জহতি রতিং হন্ত তেভ্যো নমো বঃ!' ....অহো কপিল-কণাদ-পতঞ্জলি-জৈমিনি মত-কোবিদাঃ, এতেঽন্যোঽন্যং বিবদন্তে, ভগবন্তং ন কেঽপি জানন্তি। ......অহো দক্ষিণস্যাং দিশি পতিতোঽস্মি,—যদমী আর্হত-সৌগত-কাপালিকাঃ প্রচণ্ডা হি পাষণ্ডাঃ, এতে পাশুপতা হতায়ুধা অপি মাং হনিষ্যন্তি। অহোঽয়ং সাধুর্ভবিষ্যতি, যতঃ খলু নদীতটনিকট-প্রকটশিলা-পট্টঘটিত-সুখোপবেশঃ ক্লেশাতীতো গুণাতীতং কিমপি ধ্যায়ন্নিব সময় গময়তি; অহো! 'জিহ্বাগ্রেণ ললাট-চন্দ্রজসুধা-স্যন্দাধ্বরোধে মহদ্দাক্ষ্যং ব্যঞ্জয়তো নিমীল্য নয়নে বদ্ধাসনং ধ্যায়তঃ। অস্যোপাত্ত নদীতটস্য কিময়ং ভঙ্গঃ সমাধেরভূৎ? (অহো) পানীয়াহরণ-প্রবৃত্ততরুণীশঙ্খস্বনাকর্ণনৈঃ।।' তদিদমুদরভরণায় কেবলং নাট্যমেতস্য। ......অহোঽয়ং নিষ্পরিগ্রহ ইব লক্ষ্যতে; তৈর্থিক এব ভবিষ্যতি। (স্বয়মনুদতি—) 'গঙ্গাদ্বার-গয়া-প্রয়াগ-মথুরা-বারাণসী-পুষ্কর-শ্রীরঙ্গোত্তরকোশলা-বদরিকা-সেতু-প্রভাসাদিকাম্। অব্দৈনৈব পরিক্রমৈস্ত্রিচতুরৈস্তীর্থাবলীং পর্যটন্নব্দানাং কতি বা শতানি গমিতান্যস্মাদৃশানেতু কঃ।।' ....অহোঽয়ং তপস্বী সমীচীনো ভবিষ্যতি। হন্ত হন্ত ততোঽপ্যয়ং দুষ্কৃতী—'হুং হুং হুমিতি তীব্রনিষ্ঠুরগিরা দৃষ্ট্যাপ্যতিক্রূরয়া দূরোৎসারিত-লোক এষ চরণাবুৎক্ষিপ্য দূরং ক্ষিপন্। মৃৎস্না-লিপ্ত-ললাট-দোস্তট-গল-গ্রীবোদরোরাঃ কুশৈর্দীব্যৎপাণিতলঃ সমেতি তনুমান্ দম্ভঃ কিমাহো স্ময়ঃ!' ......'বিষ্ণোর্ভক্তিং নিরুপাধিমৃতে ধারণা-ধ্যান-নিষ্ঠা-শাস্ত্রাভ্যাস-শ্রম-জপ-তপঃকর্মণাং কৌশলানি। শৈলুষাণামিব নিপুণতাধিক্যশিক্ষা বিশেষা নানাকারা জঠরপিঠরাবর্তপূর্তিপ্রকারাঃ।।' তদহো কলে! সাধু; —'একাতপত্রীকৃতং ভুবনতলং ভবতো উৎসারিতং শমদমাদি নিগৃহ্য গাঢ়ং ভৃত্যীকৃতং ক্বচন হন্ত ধনার্জনায়। কামং সমুলমুদমূল্যত ধর্মশাখী মৈত্রাদয়শ্চ কিমতঃ পরমীহিতব্যম্।' ... ... 'দৃষ্টং সর্বমিদং মনোবচনয়োরুদ্দেশ্য তচ্চেষ্টয়োর্বৈজাত্যৈকসার্ষ্ঠুলং কলিমলশ্রেণী-কৃতগ্লানিতঃ। কৃষ্ণং কীর্তয়তস্তথানুভজতঃ সাশ্রূন্ সরোমোদ্‌গমান্ বাহ্যাভ্যন্তরয়োঃ সমান্ বত কদা বীক্ষ্যামহে বৈষ্ণবান্।।'' অর্থাৎ

(বৈরাগ্য মনে মনে বলিতেছেন,—) ''অহো, জগৎ অসংখ্য ভগবদ্‌বহির্মুখ জনে পূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে! কি আশ্চর্য! 'এ স্থানে শৌচ, সত্য, শম, দম, নিয়ম, শান্তি, ক্ষান্তি, মৈত্রী ও দয়া প্রভৃতি কিছুই নাই! আমার সেই নিষ্কপট-প্রেমময় সুহৃদ্‌গণ কি কলিহত মানবগণের দ্বারা দূরীকৃত হইয়া কোন অজ্ঞাত-স্থানে বাস করিতেছেন?' হায়, তাঁহাদের অজ্ঞাত-বাসই বা কিরূপে সম্ভব? তদ্রূপ উপযুক্ত স্থানও ত' কোথাও দেখিতেছি না! যেহেতু, 'দ্বিজগণ একমাত্র সূত্রচিহ্নে চিহ্নিত হইয়া কেবল প্রতিগ্রহ-কর্মেই নিবিষ্টচিত্ত, ক্ষত্রিয়গণ কেবল নামে-মাত্র লক্ষিত, বৈশ্যগণ নিরীশ্বর-বৌদ্ধের ন্যায় দৃষ্ট এবং শূদ্রগণ পণ্ডিতাভিমানী হইয়া

হরিদাসের দর্শন-সঙ্গ-লাভে অদ্বৈতপ্রভুর তাঁহাকে প্রাণাধিকপ্রিয়-জ্ঞানে লালন—

আচার্য-গোসাঞি হরিদাসেরে পাইয়া।
রাখিলেন প্রাণ হৈতে অধিক করিয়া।।৩১১।।

বৈষ্ণবগণের ও বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ হরিদাসের, পরস্পরের প্রতি সপ্রণয় ব্যবহার—

সর্ব-বৈষ্ণবের প্রীতি হরিদাস-প্রতি।
হরিদাসো করেন সবারে ভক্তি অতি।।৩১২।।

গুরুরূপে ধর্মোপদেশ দিতে উৎসুক! হায়, কলি-কর্তৃকই বর্ণসমূহের ঈদৃশী দুর্গতি সাধিত হইয়াছে।' ... ...আবার দেখিতেছি,---'বিবাহে অযোগ্যতা-নিবন্ধন কেহ কেহ ব্রহ্মচারী, গৃহস্থগণ কেবলমাত্র স্ত্রী-পুত্রাদির উদর-ভরণেই লম্পট, বানপ্রস্থগণের সংজ্ঞাটী কেবলমাত্র শ্রুতিমধুর-রূপে পরিণত এবং সন্ন্যাসিগণ কেবলমাত্র কাষায়-বেষ-ধারণ-দ্বারাই পরের নিকট পরিচয় সংগ্রহ করিতেছেন!' ... ... আর এই যে তার্কিকগণ, ইঁহারা জন্মাবধি কদভ্যাসবশে উপাধি, জাতি, অনুমিতি ও ব্যাপ্তি ইত্যাদি শব্দসমূহেরই কেবলমাত্র অনুশীলন করায় ইঁহাদের নিকট ভগবদ্‌বার্তা-প্রসঙ্গ অতীব সুদূরগত হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, যাহারা যে-বিষয়ে অধিক কল্পনা-কুশল এবং স্বীয় কল্পনাকেই 'শাস্ত্র' বলিয়া জানেন, তাঁহারাই সর্বাপেক্ষা বিদ্বান্ বলিয়া প্রসিদ্ধ।' ... ... আবার, এই যে মায়াবাদিগণ, 'ইঁহারা---কেবল চিন্মাত্র, নির্বিশিষ্ট, উপাধিরহিত, নির্বিকল্প, নিষ্কর্ম হইয়া 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ বাক্যবেগবশ, এমন কি, সচ্চিদানন্দ ভগবদ্-বিগ্রহে পর্যন্ত বদ্ধবৈর! ভগবানের অচিন্ত্য-শক্ত্যাদি-পরিণত যে-সকল প্রসিদ্ধ অনন্ত চিদ্‌বিলাসসমূহ নিত্য বর্তমান, ইঁহারা তাহা প্রত্যাখ্যানপূর্বক ভগবৎসেবায় সম্পূর্ণ অরুচিবিশিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। ইঁহাদিগকে দূর হইতে প্রণাম।' ... ... আর 'এই যে কপিল-কণাদ-জৈমিনি-পতঞ্জলি প্রভৃতি আধ্যক্ষিকবাদিগণের মত-নিপুণ ব্যক্তিগণ, ইঁহারা পরস্পর ভয়ানক বিবাদরত, অথচ কেহই ভগবত্তত্ত্ব জানেন না'। ... ... এই যে দক্ষিণ-ভারতে আসিয়া পড়িলাম; এ-স্থানেও দেখিতেছি,---'জৈন, বৌদ্ধ, কাপালিকাদি প্রচণ্ড পাষণ্ডগণ বর্তমান। আর এই যে পাশুপতগণ, ইঁহারা নির্মূলিতপ্রায় (স্বল্পাবশিষ্ট) হইলেও, মনে হয়, আমাকে বধ করিবেন।' ... ... (কিয়দ্দূরে গমন করিয়া) 'অহো, ইনি বোধ হয় সাধু হইবেন, যেহেতু ইনি নদীতীর-সমীপে একখণ্ড বিপুল সুন্দর প্রস্তর-নির্মিত আসনে সুখে আসীন ও ক্লেশাতীত হইয়া গুণাতীত কোন অব্যক্ত বস্তুর ধ্যানে কাল যাপন করিতেছেন। এই ব্যক্তি নদীতীরে আসিয়া নয়নদ্বয় নিমীলনপূর্বক বদ্ধাসনে ধ্যান করিতে করিতে জিহ্বাগ্রভাগ-দ্বারা ললাটস্থ চন্দ্র-নিঃসৃত অমৃতক্ষরণের পথটী রুদ্ধ করিয়া স্বীয় ধ্যানযোগ-নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু এ কি! হঠাৎ ইঁহার সমাধি-ভঙ্গ হইল কেন? ওঃ বুঝিলাম,---জলাহরণে প্রবৃত্তা এক তরুণী রমণীর হস্তস্থিত শঙ্খ-বলয়-ধ্বনি-শ্রবণেই ইঁহার চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত।' অতএব ইঁহার এই ধ্যান-চেষ্টা---কেবলমাত্র শিশ্নোদর-পূরণার্থ নাট্যাভিনয়-মাত্র। ... ... (আবার কিয়দ্দূরে গমন করিয়া) 'অহো, ইনি নিষ্পরিগ্রহের (বিরক্তের) ন্যায় লক্ষিত হইতেছেন; বোধ হয়, কোন তৈর্থিক-সন্ন্যাসী হইবেন। (ওঃ, ইনি, দেখিতেছি, নিজেই নিজের বিষয় বলিতেছেন)---'আমি গঙ্গা, হরিদ্বার, গয়া, প্রয়াগ, মথুরা, বারাণসী, পুষ্কর, শ্রীরঙ্গম, অযোধ্যা, বদরিকা, সেতুবন্ধ ও প্রভাসাদি সমস্ত তীর্থ প্রতিবৎসর তিন-চারি-বার করিয়া পর্যটন করিতে করিতে এ-পর্যন্ত কত-শত বৎসর কাটাইলাম! আমাদিগের ন্যায় মহাজনকে কে জানিতে পারে?' ... ... (পুনরায় কিয়দ্দূর গমন করিয়া) 'অহো, ইনি বোধ হয়, উত্তম তপস্বী হইবেন। কিন্তু এ ব্যক্তি, দেখিতেছি, পূর্বোক্ত ভণ্ড বৈরাগী হইতেও অধিকতর শোচ্য ও দুর্ভগ,---'এ ব্যক্তি বারংবার হুঙ্কারধ্বনিরূপ তীব্র নিষ্ঠুর-বচনে ও ক্রূর দৃষ্টিপাতে সম্মুখস্থিত লোকসকলকে দূরীভূত এবং নিজপদদ্বয়কে উৎক্ষেপণ করিতেছে; ললাট, বাহুতট, গলদেশ, গ্রীবা, উদর ও বক্ষঃস্থলে মৃত্তিকা-লিপ্ত ও করতলে কুশ-শোভিত হইয়া এ ব্যক্তি মূর্তিমান্ দম্ভের ন্যায় আসিতেছে!' ...... অতএব বুঝিলাম,---'নিরুপাধি (নির্মলা) বিষ্ণুভক্তি ব্যতীত ধারণা, ধ্যান, নিষ্ঠা, শাস্ত্রাভ্যাস-শ্রম, জপ, তপ প্রভৃতি যাবতীয় সৎকর্মের কৌশল-নিচয় সমস্তই নটগণের নাট্যাভিনয়ার্থ অধিকতর-নৈপুণ্যশিক্ষা-বিশেষের ন্যায় কেবল নিজ-নিজ দগ্ধ-উদরভাণ্ড-পূরণেরই নানারূপ প্রকার-ভেদমাত্র!' সুতরাং 'হে কলি, তুমিই ধন্য; যেহেতু রাজচক্রবর্তী সম্রাটের ন্যায় তোমার দ্বারা এই জগৎ একচ্ছত্রীভূত হইয়াছে। হায়, হায়! তুমি শমদমাদিকে দূরীভূত করিয়াছ, কোথাও বা তাহাদিগকে গাঢ়ভাবে নিগৃহীত করিয়া ধনোপার্জনার্থ ভৃত্যের ন্যায় বশীভূত করিয়াছ! আর, ধর্ম বৃক্ষের মৈত্রাদি যে-সকল স্কন্ধ ও শাখা-প্রশাখা, তৎসমুদায়ই, দেখিতেছি, তোমা-কর্তৃক সমূলে উন্মূলিত হইয়াছে! অতঃএব আমার আর কি কৃত্য আছে' অহো, 'জগতে সর্বত্র কলিকলুষজনিত গ্লানিনিবন্ধন

পরস্পর পাষণ্ডিগণের কটূক্তি-সমালোচনা—

পাষণ্ডীসকলে যত দেয় বাক্য-জ্বালা।
অন্যোঽন্যে সবে তাহা কহিতে লাগিলা।।৩১৩।।

ভক্তগণের নিরন্তর গীতা-ভাগবতানুশীলন-বিচার—

গীতা-ভাগবত লই' সর্বভক্তগণ।
অন্যোঽন্যে বিচারে থাকেন সর্বক্ষণ।।৩১৪।।

ভক্তরাজ হরিদাসের কথা-শ্রবণ-কীর্তনে গৌরধাম-প্রাপ্তি—

যে-জনে পড়য়ে শুনয়ে এ-সব আখ্যান।
তাহারে মিলিবে গৌরচন্দ্র ভগবান্।।৩১৫।।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।।৩১৬।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীহরিদাস-মহিমা-বর্ণনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

মন ও বাক্যের ব্যভিচার-সম্পাদনোদ্দেশে প্রযুক্ত তত্ত্ববিষয়ক-চেষ্টাদ্বয়ের বিজাতীয় বিশৃঙ্খলা সমস্তই অদ্য দেখিতে পাইলাম! কিন্তু হায়, কৃষ্ণকীর্তন-মুখে কৃষ্ণপ্রীতি-সেবানন্দভরে অশ্রু-রোমাঞ্চ-পরিশোভিত, অন্তরে-বাহিরে সমান-আশ্রয়-বিশিষ্ট শুদ্ধভক্ত-বৈষ্ণবগণকে কবে আমি দর্শন করিতে পাইব?"৩০৮।।

গৌড়দেশের বিদ্যা-কেন্দ্র নবদ্বীপস্থিত শ্রীমায়াপুর-ধামে হরিদাস ঠাকুর প্রভুর লীলা-পরিকর শুদ্ধবৈষ্ণবগণকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করিলেন।।৩০৯।।

নবদ্বীপের সাত্বত-বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণগণ শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে দেখিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত-আত্মীয়জ্ঞানে নিরতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। ইহাতে জানা যায় যে, হরিদাস ঠাকুরের আগমনে তাৎকালিক নবদ্বীপবাসী অভক্ত-সম্প্রদায়ের চিত্তে কোনপ্রকার উল্লাস হয় নাই।।৩১০।।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীহরিদাসকে শ্রীমায়াপুরে-নবদ্বীপে প্রাপ্ত হইয়া নিজ-প্রাণাপেক্ষাও অধিকতর প্রিয় জ্ঞানে তাঁহাকে অত্যন্ত যত্নাদর-সহকারে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।।৩১১।।

হরিদাসের প্রতি সাত্বত ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীর প্রীতি-দর্শনে হিংসা-পরায়ণ পাষণ্ডি-ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া সর্বদা নানাপ্রকার বিদ্বেষোক্তি-বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তচ্ছ্রবণে ভক্তগণ তাহাদের শোচনীয় দশা-দর্শনে দুঃখভরে পরস্পর সেইসকল কথার আলোচনা বা বলাবলি করিতে লাগিলেন।।৩১৩।।

তৎকালে বিষয়-রস-মত্ত জনগণ গীতা-ভাগবত প্রভৃতি সাত্বত-শাস্ত্রের অনুশীলন না করিয়া সর্বক্ষণ ইন্দ্রিয়তর্পণেই ব্যস্ত ছিল; কিন্তু শুদ্ধভক্তগণ সকলেই গীতা-ভাগবতের আলোচনায় পরস্পরের প্রেমানন্দ বর্ধন করিতেন। প্রাকৃত-সহজিয়াগণের ন্যায় কৃত্রিম গ্রাম্য জড়-রসে 'ডগমগ' না হইয়া গীতা-ভাগবতাদি সাত্বত শাস্ত্রের সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বিচারপ্রণালীর কীর্তন-মুখে পরস্পর ইষ্টগোষ্ঠী করিয়া তাঁহারা জগতের নিত্য চরম মঙ্গল-কামী হইয়াছিলেন।।৩১৪।।

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে ষোড়শ অধ্যায়।